রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬১ খণ্ড।

ভূমিকা

ঈশ্বর-প্রসাদে রহস্য-সন্দর্ভের ষষ্ঠ পর্ব্বের প্রারম্ভ হইল। ইহার সঙ্কলনে পূর্ব্বকৃত সঙ্কল্পের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা হইবেক; অতএব ভূমিকাস্বরূপে কোন বিশেষ কথার উল্লেখ করণীয় নাই। সেই বিবেচনায় দ্বিতীয় অবধি পঞ্চম পর্ব্বে কোন প্রস্তাবনা করা হয় নাই। পরন্তু লোক-যাত্রায় মধ্যে২ বিগত কালের সমালোচনায় অনেক ফল আছে। নববর্ষারম্ভে যদ্যপি কেহ বিগত বর্ষের কৃতকর্ম্ম-কলাপের ধ্যান করেন তাহা হইলে অনেক বিষয় তাঁহার মনে উদিত হইবে, যাহার অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐহিক পারত্রিকের উপকার হইত; কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মর্ম্মপীড়া বোধ হইতে পারে; অপর কোন২ ক্রিয়া-স্মরণে তাঁহার আনন্দের অনুভব হইবে, সন্দেহ নাই। ফলে এই সমালোচন-ক্রিয়া অকর্ত্তব্যের নিবারক ও কর্ত্তব্যের পোষক বলিয়া গণ্য, এবং তদ্ধেতুক সামযিক পত্রের সম্পাদকেরা যথা-নিয়মে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রহস্য-সন্দর্ভ-সম্বন্ধে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে ও ইহা নিস্ফল হইবে [illegible] হয় না; অতএব আমরা ক্ষণ- [illegible] তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এ- [illegible] নের প্রারম্ভেই একটী বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রহস্য-সন্দর্ভের শেষ দ্বাদশ খণ্ড এক-বৎসরকাল-মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া তদধিক দীর্ঘকালে পাঠকমহোদয়ের হস্তে উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রকটন সময়েরও বিশেষ অনিয়ম ঘটিয়াছে। এই ত্রুটি আমরা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই। বোধ হয় মহোদয় পাঠক মহাশয়েরাও ঐ কারণ জ্ঞাত থাকায় আমাদিগের অপরাধের মার্জ্জনা করত রহস্যের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের লাঘব করেন নাই। পরন্তু এরূপ ঘটনা সামযিক পত্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট পত্রেরও বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে; এবং তাহার নিবারণার্থ আমরা সম্প্রতি এক জন সুপণ্ডিত প্রবীণ পারদর্শী আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বহুকাল সাময়িক পত্রে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এবং রহস্য-সন্দর্ভের অভিধেয় ও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুপ্রশস্তলেখনী-নিঃসৃত সন্দর্ভ-কলাপে সহৃদয় মহোদয়দিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হইবেক ইহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে রহস্যানুরাগিদিগের পরিচিত করিতেছি। এতৎখণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা রচিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই সন্দর্ভ নিয়মিত সময়ে পাঠকদিগের মানস পরিতৃপ্ত করে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত

PARTIALLY DAMAGED

থাকিবেন। এতৎ প্রস্তাবলেখক পুর্ব্বে সপ্ত-বৎসর-যাবৎ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" ও পরে "রহস্য সন্দর্ভের" পাঁচ পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎসাধনে বার্দ্ধক্যের সহিত কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সম্ভব অবশ্য মানিতে হইবে। পরন্তু পাঠকদিগের পরিতোষণার্থ তিনি কৃতসঙ্কল্প আছেন, এবং কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন ইহা বলা বাহুল্য।

রহস্যের পূর্ব্ব২ খণ্ডে যেসকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। তাহার উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতার নিরূপণ সহৃদয় পাঠকদ্বারাই বিহিত নির্বাহিত হইতেপারে। আমাদিগের তদ্বিষয়ে এই মাত্র আহ্লাদের বিষয় যে রহস্য-সাধনে আমরা এ পর্য্যন্ত অশ্লীলতার কণা-মাত্রও এই পত্রে প্রবেশ করিতে দিই নাই, এবং ভবিষ্যতেও যে সে প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আদিরসের আলোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; তদর্থ অনেক সুলভ পত্র আছে; এবং যাঁহাদের তাহাতে বিশেষ অভিরুচি তাঁহাদিগের অনুমোদনে আমরা অক্ষম। ধর্ম্ম-বিষয়ে মনুষ্যের মতামত এতাদৃশ বিভিন্ন যে তাহার যে কোনটীর অনুশীলন করিলে অনেকের নিকট অপরাধী হইতে হয়; অতএব তাহা এতৎ সন্দর্ভের অভিধেয় নহে। রাজকীয় বিষয়ের আলোচনা ও নূতন সংবাদের নিমিত্ত এতদ্দেশে অনেকগুলি সুচারু সংবাদপত্র বর্ত্তমান আছে; তৎসম্পাদকদিগের ক্ষেত্রে হস্ত প্রক্ষেপদ্বারা জ্যেষ্ঠের তিরস্কার বা আততায়িতায় আমাদিগের কিছু মাত্র অভিরুচি নাই; প্রত্যুত আমরা তাঁহাদের আশ্রয় ও অনুরাগের প্রার্থী; অতএব পাঠক মহাশয়-দিগেকে ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামতের বিচার; কি প্রার্থ-ঞ্জল নায়ক নায়িকার অদ্ভুত আখ্যান; কি রাজকরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায়পরতা; কি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড ও ত্রিশির বৎসের বর্ণন প্রভৃতি কিছুই সমাহরণের অঙ্গীকার করিতে পারি না। প্রকৃত সৃষ্টি মাত্র আমাদিগের ক্ষেত্র, এবং ইহাতে জগৎপিতার অপূর্ব্ব কৌশল-জ্ঞাপক যে কোন পদার্থ আমাদিগের লক্ষ্য হইবে তৎসঙ্গ্রহে আমরা সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিব। পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন কীর্ত্তি তথা মহা[illegible]গের জীবন-বৃত্তান্তও সেই পরম-কারুণিকের করুণার আখ্যান-স্বরূপ, অতএব তাহাতেও আমাদিগের সর্ব্বদা মনোনিবেশ আছে। যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের অনুরাগী তাঁহাদিগকে আমরা এই পত্র-পাঠের অনুরোধ করি।

লর্ড ব্রুমের জীবন চরিত।

ইংলণ্ড দেশে লর্ড ব্রুমের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইনি এক-জন প্রসিদ্ধ বক্তা, দার্শনিক, বিজ্ঞানবেত্তা, রাজনীতিজ্ঞ, সুলেখক, ও লোক-হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সদৃশ একাধারে এত ক্ষমতা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি আপনার সুদীর্ঘ জীবনে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন; এবং ইহাঁর নাম ব্রিটন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সুস্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; অতএব ইহার জীবন চরিত এতদ্দেশে বিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

PARTIALLY DAMAGED.

লর্ড ব্রুম ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এডিনবরা-নগরে জন্ম গ্রহণ করেণ। বিখ্যাত পুরাবৃত্ত-লেখক রবর্টসনের সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল। তিনি এডিন্‌বরা-নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয়ে গণিত ও সিদ্ধান্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লর্ড ব্রুম কিছু দিন ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেণ। তৎপরে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে "এডিন্‌বরা রিবিউ" নামক একখানি ত্রৈমাসিক সন্দর্ভ প্রচারিত হইলে তিনি তাহাতে বিবিধ প্রস্তাব লিখিতে লাগিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্বিংশতি-বৎসর-বয়সে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ-সম্বন্ধীয়-ব্যবস্থা-বিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাব অতি অল্পবয়সে প্রকটিত হয়, ও তাহাতে প্রশস্তজ্ঞান, প্রগাঢ় অনুসন্ধানপরতা এবং বহুদর্শন প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধ ও প্রস্তাবদ্বারা তাঁহার খ্যাতির বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লড ব্রুম ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বেরিষ্টরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পর তাঁহার অনেক কাজ জুটিতে লাগিল। তিনি লণ্ডন, লিবরপুল, ও মাঞ্চেষ্টরের বণিগ্‌দিগের পক্ষে যে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তির সুখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাহার পর তিনি পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার সভ্যপদে নিযুক্তহইয়া উক্ত সভার অন্তর্গত "হাউস্ অফ কমন্স" নামক প্রতিনিধি সভায় বিবিধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ বাক্‌পটুতা ও তেজস্বিতা-সহকারে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। যখন অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে হৃদয়ভেদী শ্লেষোক্তি-পূর্ণ অগ্নিময় তেজোগর্ভ বক্তৃতা-স্রোত তাহার মুখহইতে বিনিঃসৃত হইত তখন সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত পারিতেন না। তিনি সুশিক্ষার বিস্তার, কারাবাসীদিগের অন্যায়-কষ্ট নিবারণ, সৈন্যদিগের প্রহার-নিবারণ, দাসবিক্রয়-প্রথার রাহিত্য, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, রাজনীতি-সংস্কার, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বহুল হিতকর বিষয়ে অশেষ প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ক্রীতদাসের প্রথা উঠাইবার চেষ্টা করাতে লোকহিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা সকরুণ বক্তৃতার পরাকাষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১৮১৩ অবধি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড ব্রুম পার্লিয়মেণ্ট সভার সভ্যছিলেন। তৎপরে তিনি শিক্ষা বিষয়ের কুরীতির উন্মূলন ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত সমধিক যত্ন করিয়াছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট সভায় রাণী কোরোলাইনের মোকদ্দমারূপ সুবিখ্যাত ঘটনা সঙ্‌ঘটিত হয়। রাণীর বিলাস-পরায়ণ লম্পটস্বামী চতুর্থ জর্জ্জের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না। তাঁহার শ্বশুর তৃতীয় জর্জ্জ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে তিনি মনের খেদে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালীদেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় জর্জ্জ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, স্বীয় স্বামীর রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহার সহিত একত্র অভিষিক্ত হইবার মানসে কারোলাইন্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রাজা (চতুর্থ জর্জ্জ) তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া রাজমহিষীর স্বত্বাধিকারহইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পার্লিয়মেণ্ট সভায় অভিযোগউপস্থিত করেন। রাণী লর্ড ব্রুমকে আপনার প্রধান

উকীল নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। লর্ড ব্রুম্ পার্লিয়মেণ্ট সভায় রাণীর সপক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ক্রুর ব্যক্তিদিগের ষড়যন্ত্রের জাল বৃহৎ পক্ষীকর্ত্তৃক ঊর্ণনাভের বাগুরার ন্যায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল; এবং তাহা সদ্বক্তৃতা তীক্ষ্ণ-তর্ক সত্যপরায়নতা এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতার উৎকৃষ্ট উপমা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎশ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মন একেবারে দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রাজমন্ত্রীদিগদ্বারা আহূত অনেক ব্যক্তি রাণীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, কিন্তু লর্ড ব্রুমের বক্তৃতার তেজে তাহারা কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। পরিশেষে রাণী অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু রাজা রাজ্যাভিষেকের সময় কোনমতে তাঁহাকে আপনার সহিত একত্র অভিষিক্ত হইতে দিলেন না। ইহাতে তিনি ভগ্নচিত্তা হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ব্রুম লণ্ডন নগরে এক যন্ত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেকট্ পদে নিযুক্ত হন। তৎপর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকোপকারিণী বিদ্যার বিস্তার জন্য এক সভা প্রতিষ্ঠিতা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুম বেরন ডি ব: উপাধি প্রাপ্ত হইয়া লর্ড চেনসেলর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩৫ অব্দে তাঁহার প্রতিপক্ষ লর্ড মেলবোরন্ প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড রসল হোম সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হওয়াতে লর্ড ব্রুম রাজ-কার্য্য-হইতে অবসৃত হইলেন। তদবধি তিনি সামান্য সামান্য গার্হস্থ্যরীতি ও রাজ-ব্যবস্থা-সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগ তিনি গ্রন্থ-রচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি সংবাদ-পত্র, সমালোচন পত্র, বিদ্যাকল্পদ্রুম ও অন্যান্য বহুজনরচিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ও তাহার পরে জীবনচরিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়েও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "ঈশ্বর-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক-প্রমাণ," "তৃতীয় জর্জ্জের সময়ের রাজকার্য্য-কুশল ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত," ঐ সময়ের "গ্রন্থকর্ত্তাদিগের জীবনচরিত," "রাজনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থসকল প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।

লর্ড ব্রুমের জীবনের অন্তর্ভাগ নির্জ্জনে ও অসুস্থাবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কুলটাদিগের দোষ সংশোধক রজনী সমাজ নামে একটী সভা ও সাময়িক-বিজ্ঞান-আলোচনা-কারিণী অপর একটী সভা স্থাপন করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মানবলীলা সংবরণ করেন।

লর্ড ব্রুম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরনেট্ উপাধিধারী রবর্ট ইউন নামা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পৌত্রী মেরি এনের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যা হইয়াছিল।

লর্ড ব্রুম্ বহুজ্ঞ ও অসামান্য-সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তিছিলেন। তাঁহার উন্নতি-হিতৈষিতা, উদার মত, এবং অন্যায়-অত্যাচার-নিবারণ বিষয়ে সতেজ উৎসাহ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি শেষ দশায় ফ্রান্স দেশের কেন্-নামক-নগরে অবস্থিতি করেন। তিনি সেই প্রদেশের লোকের এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইলে সমস্ত প্রদেশের লোক তাঁহার সমাধি দিবসে মহা সমারোহ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষেধ থাকায় সে সমারোহ হয় নাই। তথাপি কেন্ নগরের বহুসঙ্খ্যক ব্যক্তি তাহার সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গমন না করিয়া থাকিতে পারিল না। সমাধি-ক্ষেত্রে পাদরী রোল্‌ফ্ আত্মীয় স্বজনের প্রতি লর্ড ব্রুমের সদব্যবহারের বিষয়ে প্রশংসাবাদ পূর্ণ

এক বক্তৃতা করিয়া সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হৈদরাবাদের ইতিহাস।

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমরুদ্দীন আসফ জা নামা এক ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহের নিকটহইতে নিজামুল মুলক এই উপাধির সহিত দক্ষিণ দেশের সুবাদার পদ প্রাপ্তহইয়া তথায় রাজত্বে প্রবেশ করেন।

ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসকলে বিশেষ অত্যাচার করিত। আসফ্‌জা প্রথমতঃ তাহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিলেন। মাস্থু নামক মহারাষ্ট্রীয় নরপতি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পরিণীত হইয়াছিলেন।

তৎপরে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোখ্‌শের আসফ্‌জাকে গুজরাটে পাঠাইয়া হুসেন আলীকে সুবাদারী প্রদান-পূর্ব্বক দক্ষিণদেশে প্রেরণ করেন। তখন বালাজী বিশ্বনাথনামক এক ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুশেন আলী তাঁহাকে সাম্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন, এবং তাহাকে দক্ষিণ দেশের বহুল অংশ ছাড়িয়া দিলেন। হুসেন আলী এইরূপে দক্ষিণ দেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। তথায় সম্রাট্ এই সন্ধিতে সম্মতি দান করিলেন না। এই উপলক্ষে হুসেন আলীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বের মনোন্তর বিবাদরূপে পরিণত হয়। অবশেষে হুসেন আলীর ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ প্রাণ ত্যাগ করেন।

এদিকে আসফ্‌জা নিজামুল্ মুল্‌ক গুজরাটে সৈন্যসঙ্গ্রহ করিয়া দক্ষিণ দেশ অধিকার করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কয়েকদল বিপক্ষ সৈন্য পরাজিত ও কয়েকটা নগর লুণ্ঠনকরিয়া আপনার পূর্ব্বপদ অধিকার করিলেন।

১৭২২খ্রীঃ সম্রাট্ মুহম্মদশাহ নিজামুল্ মুল্‌ককে আপনার সাক্ষাতে লইয়া মন্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিলাস-পরায়ণ সম্রাটের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উহা পরিত্যাগ করত দক্ষিণ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হৈদরাবাদের রাজপ্রতিনিধি তাঁহার সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে পরাজিত করিয়া হৈদরাবাদে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে ১৭২৪খ্রীঃ হৈদরাবাদ রাজ্য রূপে সংস্থাপিত হয়।

নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের তৎকালীন প্রধান অধিপতি বাজীরাও মহাপ্রতাপ-সহকারে সৈন্য-সঙ্গ্রহ-উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ও জনপদ উৎসন্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম বাজীরাওর সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে তিনি হৈদরাবাদ প্রদেশে হস্তার্পণ করিবেন না, ও নিষ্কণ্টকে দক্ষিণ দেশের উত্তরাংশ জয় করিবেন তাহাতে নিজাম কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

১৭৩১খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সুযোগে অবাধে অনেকদেশ মোগলহইতেউদ্ধার-করণ-পূর্ব্বক বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষ তাহাদের নামে কম্পিত হইল।

১৭৩৭খ্রীঃ নিজাম দেখিলেন যে এইরূপ সন্ধি

বন্ধন করিয়া তিনি ভাল কার্য্য করেন নাই। এক্ষণে তিনি আপনাকেও নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারিলেন না। সাহায্য ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার অন্য উপায় না থাকায় তাঁহাকে দিল্লীতে সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইল; এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারিলে মালব ও গুজরাট্ সম্রাটের রাজ্যের অন্তর্গত হইবে, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু নিজাম এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, এবং স্বয়ং উপযুক্ত সৈন্য সঙ্গ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, অতএব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের সহিত পুনরায় এক সন্ধি করিলেন।

১৭৩৯ খ্রীঃ বাজীরাও নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন। নিজামের পুত্র নাজির জঙ্গ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজ্য করিয়া নিজামুল্ মুল্‌ক এক শত বার বৎসর বয়সে কলেবর ত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সময়ে দক্ষিণ রাজ্য অত্যন্ত বিস্থল ছিল। কোন ভূপতির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পৌত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা ও অপর লোকেও তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিত। নিজাম উল্‌মুল্‌কের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুজাউদ্দীন খাঁ দিল্লীর রাজসভাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এজন্য তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ সুবাদার পদবী গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌গণ দক্ষিণ দেশের উপকূল ভাগে আপনাদের প্রভুত্ব ও পরাক্রম বিস্তার করিতে ছিল।

রাজন্যবর্গ যাঁহার যখন বিপদ উপস্থিত হইত তিনি তখন ইংরাজ বা ফরাসীদিগের সহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইউরোপীয়গণও এই সুযোগে ভারতবর্ষে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশে, আবশ্যকমত কখন মুসলমনদিগের কখন বা তাহাদিগের বিপক্ষ হিন্দুদিগের সহায়তা করিতে লাগিল।

নাজির জঙ্গ হৈদরাবাদ রাজ্যের সুবাদারী গ্রহণ করিলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ নামা এক ব্যক্তি ফরাসিদিগের সাহায্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল। ঐ উপলক্ষে ফরাসীদিগের প্রতিনিধি দুপ্‌লে নাজির জঙ্গের কতক গুলি অফগান-সেনাপতির সহিত তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এরং অবশেষে তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করিলেন। তৎপরে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ফরাসীদিগের প্রধান নগর পণ্ডিচেরীতে গমন করিলে ফরাসী রাজপ্রতিনিধি দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দেশে সুবাদার পদবীতে অধিরূঢ় করাইলেন, এবং আপনি মোগলদিগের পক্ষে সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃ-স্বরূপ হইলেন।

পরন্তু মুজফ্‌ফর জঙ্গ অনধিক কালমধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ফরাসী সেনাপতি বুষী সলাবত্ জঙ্গ নামা নিজামের আর এক পুত্রকে সিংহাসনারূঢ় করাইলেন।

নিজাম উল্‌মুল্‌কের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজা উদ্দীন এপর্য্যন্ত দিল্লীর সভাতে সুখ্যাতি-সহকারে কার্য্যকরিতেছিলেন। নাজির জঙ্গের মৃত্যু হইলে তিনি সম্রাটের নিকট দক্ষিণদেশের সুবাদারীর সনন্দ লইয়া হৈদরাবাদ অধিকার করিবার মানসে আসিতেছেন, এদিগে গাজীউদ্দীন নামা একব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এই স্বীকার করিলেন যে যদি তাহাদের বলে সলাবত্ জঙ্গ পরাজিত হন তাহা হইলে তাহারা হৈদরাবাদ রাজ্যে অনেক জায়গীর পাইবে। সলাবত্ জঙ্গের সহায় সম্পদ

ফরাসী সেনাপতি বুষী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিলেন; কিন্তু সলাবত্ জঙ্গের সৈন্যগণ অবশীভূত হওয়াতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রত্যাশামত তাহাদিগকে কতক জায়গীর দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পরে গরল মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য প্রয়োগে গাজী উদ্দীনের প্রাণ বিনাস করিয়া সলাবত্ জঙ্গ নিষ্কণ্টক হইয়া ছিলেন।

এই সময়ে অনেক গুলি লোক বুষীর শত্রু হইয়া উঠিল। নিজামের মন্ত্রীও তাহার অনিষ্ট-সাধনে তৎপর হইয়া তাহার সৈন্যদিগের মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া ছিল। বুষী এই বর্ত্তমান ও ভাবী বিপদ সমূহহইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজামের নিকট ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদায় উত্তর সরকারের অধিকার প্রার্থনা করিয়া লইলেন। তৎকালে উত্তর সরকারে বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব সঙ্গ্রহ হইত।

বুষীর সাহায্যে সলাবত্ জঙ্গ মহীসূর প্রভৃতি প্রদেশহইতে প্রভূত ধনরাশী লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার মন্ত্রীর দুর্মন্ত্রণায় বুষীকে আপন রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং মান্দ্রাজ্ বাসী ইংরাজ বণিগ্দিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

সলাবত্ জঙ্গ আপনার রাজত্বের মূল ও শত্রুদমন-বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিস্বরূপ ফরাসী সেনাপতি বুষীর সহিত এইরূপে কলহ করিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। পরিশেষে তাহারই সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন, এবং ঐ সহায়তাদ্বারা সেই বিপদ-রাশি-হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বে ফরাসী ও ইংলণ্ডীয় বণিগ্গণ দক্ষিণদেশের পূর্ব্বোপকূলে পরস্পরে উৎসেদ সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল। এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তাহারা ভারত বর্ষহইতে অন্যতর পক্ষকে উন্মূলিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে ইউরোপহইতে উভয় পক্ষের সৈন্য ও সেনাপতিসকল আসিতে লাগিল। নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হইল। অনেক নগর ভূমিসাৎ হইয়া গেল। অবশেষে ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া ফরাসীদিগকে তাহাদের অধিকৃত সমুদায় প্রদেশহইতে দূরীভূত করিল। এই উপলক্ষে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সলাবত্ জঙ্গের সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই; সমুদায় মসলিপাটাম, সরকার ও তদন্তর্গত আট জেলা এবং জীগাপাটাম ও কারিকাল ও মহিসুর ইংরাজ কোম্পানীকে এনাম স্বরূপ প্রদত্ত হইবে, এবং ফরাশীষদিগকে যে রূপ সনন্দ দেওয়া হইয়া ছিল সেইরূপ তাহারাও পাইবে। অধিকন্তু নবাব সলাবত্ জঙ্গ ফরাশীদিগের সৈন্য সমস্ত দক্ষিণ দেশহইতে বহির্গত করিয়া দিবেন, ও তাহাদিগকে আর কখন কোন কারণে দক্ষিণ দেশে স্থান দিবেন না, এই অঙ্গীকার করিলেন। নবাব স্বয়ং সরকার প্রদেশের কর সঙ্গ্রহে হস্ত প্রদান করিবেন না; কোন প্রকারে ইংরাজদিগের শত্রুপক্ষের সহায়তা করিবেন না। পক্ষান্তরে ইংরাজগণও নবাবের শত্রুদিগকে আশ্রয় দিবে না, ও তাহাদের সহায়তা করিবেক না ইহা ও স্বীকৃত হইল। ঐ সময়ে ইংরাজেরা এইরূপ এক প্রবাদ প্রকাশ করেন যে যেসময়ে ক্লাইব দিল্লীর সম্রাটের নিকট বাঙ্গলা বিহারও উড়িশ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে সরকারপ্রদেশও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহাপ্রতাপান্বিত মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্বার নিজামের-রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে জানিয়া সলাবত জঙ্গ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে স্বয়ং অক্ষম বুঝিয়া দক্ষিণ দেশে বারটী সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে তাহাদের বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলী সলাবত জঙ্গকে-সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন; এবং পরে তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া ছিলেন।

ইংরাজদিগের অর্থের অভাব হেতু কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর চোরমণ্ডল-উপকূলবর্ত্তী উত্তর-সরকার চিরকালের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে ক্লাইব মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে যখন তিনি বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন উত্তর-সরকারেরও সম্রাট্-দত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজাম আলী এই প্রকারে সরকার প্রদেশের অধিকারহইতে চ্যুত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থ যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে এমন ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তথাকার গবর্ণর স্বয়ং নিজামের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অতএব তিনি জেনেরল কলিয়ডকে হৈদরাবাদে প্রেরণ করিয়া নিজামের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় যে ইলোর, চিকাকোল, রাজমহেন্দ্রী, মুসতফা নগর, ও গণ্টুর প্রদেশ ইংরাজগণ চিরকাল ভোগ করিবেন। ও তদ্বিনিময়ে নিজাম আবশ্যকমত ইংরাজদিগের নিকটহইতে সৈন্যসাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। যে বৎসর তাঁহার সৈন্য প্রয়োজন না হইবে সে বৎসর তিনি ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন। নিজামও আবশ্যকমত ইংরাজদিগের সাহায্য করিবেন। ইতিপূর্ব্বে নিজাম তাঁহার ভ্রাতা বজালত্ জঙ্গকে গণ্টুর প্রদেশ জাইগীরস্বরূপ দিয়াছিলেন; অতএব এই স্থির হইল যদি তিনি কর্ণাট প্রদেশে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত না করেন তাহাহইলে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণ্টুর সরকার তাঁহার অধিকারে থাকিবে; তাহার পর ঐ প্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে আসিবে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি হয়।

প্রথমাবধি নিজাম অপহৃত প্রদেশ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ ছিলেন। ১৭৬১খ্রীঃ তিনি সুনাপ্রভৃতি দেশ অধিকার-করণ-মানসে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি বিফলপ্রযত্ন হন। তাহার পর কখন মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত মিলিত হইয়া হৈদর আলীকে, কখন হৈদর আলীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে, পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহাতে তিনি কোনপ্রকারেও রাজ্যলাভ বা ধনলাভ বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইলেন না; ইহাতেকেবল তাঁহার দুরভিসন্ধিমাত্র প্রকাশ পাইল। পরিশেষে ১৭৬৮খ্রীঃ ইংরাজসেনাপতি কর্ণেল পীয়র তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্দেশে আসিতেছেন, শুনিয়া ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিয়া এই সন্ধি বদ্ধ হইল। ইহাতে নির্দ্ধারিত হইল যে হৈদর আলীকে যে সকল সনন্দ দেওয়া হইয়াছে, নিজাম তাহা রহিত করিবেন, ইংরাজদিগকে বাৎসরিক ৭ লক্ষ টাকা মূল্যে কর্ণাট দেশের দেওনী প্রদান করিবেন, উত্তর সরকারের রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন, এবং স্বীয় সাহায্যার্থ দুই দলমাত্র ইংরাজ সৈন্য পাইবেন; কিন্তু ইংরাজদিগের মিত্রপক্ষ কাহারো বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না।

বটল্‌টিট্‌ বা বিলাতী বাবুই পক্ষী।

বটল্‌টিট্‌ বা বিলাতী বাবুই পক্ষী।

উপরে কুলায়-সহ কৃত যে পক্ষীর প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, উহা এতদ্দেশীয় বাবুই পক্ষি-বিশেষ। এই পক্ষী অতিক্ষুদ্র-কায় ও দেখিতে অতিসুন্দর। ইহার চঞ্চু অতিসূক্ষ্ম, মস্তক গোলাকৃতি, পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। পুচ্ছের দীর্ঘতাহেতু কোন কোন দেশের লোক ইহাকে "দীর্ঘপুচ্ছ" নাম প্রদান করিয়াছে। ইহার শরীরের বর্ণ ধূসর; পদের কোন কোন ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। পৃষ্ঠের প্রান্তে একটী শুভ্রবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়। যে কোন স্থানে জলের মধ্যে কোন বৃক্ষ অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া থাকে, এই পক্ষী সেই অর্দ্ধমগ্ন বৃক্ষের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

এহ পক্ষী ১২ অবধি ১৮ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি অতিক্ষুদ্র; ও তাহার এক পার্শ্বে একপ্রকার মলিন রক্তবর্ণ বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা যায়। এই পক্ষী আহার অন্বেষণার্থে বাস-

বৃক্ষের শাখাভ্যন্তরে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও বৃক্ষত্বঙ্‌ন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব ইহাদিগের খাদ্য।

শীতকালে ইহারা ১০ বা ১২ টীতে একত্র হইয়া একপ্রকার সুমিষ্ট রব করিতে থাকে। বৃক্ষশাখার স্থানে স্থানে যে সকল শৈবাল জড়িত হইয়া থাকে, তাহার বর্ণের সহিত ইহাদের শরীরের ও কুলায়ের বর্ণের এরূপ সমতা যে ইহাদিগকে ঐ শৈবালহইতে প্রভেদ করিয়া দেখা ভার। কেবল ইহাদের স্বরদ্বারা ইহাদিগকে চিনিতে পারাযায়। ইহারা তীরের ন্যায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে উড়িয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টি অতিতীক্ষ্ণ। ইহারা ত্বরিত-বেগে উড়িতে২ শীঘ্র শীঘ্র এমন সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে যে সে সকল কীট আমাদের চক্ষে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হওয়া সুকঠিন।

ইহাদের কুলায়-নির্ম্মাণ-কৌশল অতিচমৎকার। কুলায়টী দেখিতে প্রায় বোতলের ন্যায়। এজন্য বিলাতে এই পক্ষীর নাম "বট্‌ল টিট্‌"। কুলায়টী সচরাচর দীর্ঘে একহস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত হইয়া থাকে। তাহার বহির্ভাগে বৃক্ষ ও মৃত্তিকাজাত শৈবাল মাকড়শার জাল প্রভৃতি বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ভিতরের তলা ও চতুষ্পার্শ কেবল পালকে আচ্ছাদিত থাকে। ঊর্দ্ধভাগে ক্ষুদ্রায়ত্ত একটী দ্বার বৃক্ষের স্থূল শাখায় সংলগ্ন থাকে। সেই নীড় এরূপ কৌশলে স্থাপিত হয় যে আশু তাহাকে বৃক্ষ শাখার অংশ বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

কুলায়টীর চতুর্দ্দিক আবরণ ও দৃঢ় ও প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা স্থাপন করিবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য অনুভূত হয়। এই পক্ষীর অধিক সাবক হয়; এবং উহা দীর্ঘকাল ঐ কুলায় মধ্যে প্রতিপালিত না হইলে ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া আহার সঙ্গ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। ঐ দীর্ঘকাল মধ্যে ঝড় বৃষ্টি ও বায়ুর প্রতিকূলতা নিবন্ধন শাবকগুলির কোন অনিষ্ট না হয় এই উদ্দেশে এই পক্ষী কুলায়ের উষ্ণতা ও দৃঢ়তা সাধনজন্য তাহা এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

এইসকল ক্ষুদ্র শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণে যেরূপ মানব-বুদ্ধি-সদৃশ পক্ষি-সংস্কারের অত্যদ্ভুত কার্য্য প্রকাশিত হয়, তদধিক প্রকৃতির অন্য কোন ব্যবস্থা প্রণালীতে প্রকাশিত হয় না।

প্রস্তরাসী মনুষ্য।

সচরাচর যে প্রকার ফলের বৃক্ষ তাহাহইতে সেই প্রকার ফল, ও যে প্রকার মনুষ্য তাহাহইতে সেই-প্রকার মনুষ্য উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্ত এই নিয়মের ব্যভিচারস্থল নাই, এমত নহে। মধ্যে মধ্যে এক একটী ফলের বৃক্ষহইতে এমন একটী অদ্ভুত ফলের বা এক একটী মনুষ্যহইতে এমন এক একটী অদ্ভুত অপূর্ব্ব মনুষ্যের, উৎপত্তি হয় যে তাহাদিগকে তজ্জাতীয় ফল বা মনুষ্য বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয় না।

আমাদের দেশে মহিলাদিগের গর্ভহইতে অসময়ে বা উপযুক্ত সময়ে শঙ্খ সর্প প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীব বা পদার্থের উৎপত্তির একএকটি উপন্যাস স্ত্রীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইতিহাসেও দ্বিশির, ত্রিবাহু ও অন্যান্যপ্রকার অদ্ভুত কায় শিশুর জন্মের কথা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণ সসত্ত্বাবস্থায় "নাজানি কিরূপ ছেলে হয়;

বা কি ছেলে হয়” বলিয়া মনে অনেক আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সময়ে এক একটী অদ্ভুতদৃশ্য বা অদ্ভুত-স্বভাব সন্তান প্রসূত হইয়া তাহা চিরদিনের নিমিত্ত জনক জননীর নিগূঢ় মনস্তাপের কারণ হয়।

সম্প্রতি আমরা সেইরূপ অদ্ভুত কয়েক মনুষ্যের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহারা প্রস্তর মাত্র ভোজন করিয়া জীবন-যাপন করিত; অতএব তাহাদিগকে প্রস্তরাসী-মনুষ্য-শব্দে উক্ত করা হইল।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসিস্ বতালিয়া নামক ইতালী-দেশীয় এক ব্যক্তি প্রত্যহ প্রায় একসের পরিমাণে প্রস্তর ভক্ষণ করিত। ডাক্তর বুলার সাহেব লিখিয়াছেন যে এই ব্যক্তি দুই হস্তে দুইটী প্রস্তর খণ্ড লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইলে শিশুর মুখে মাতা স্তন দান করিতে চেষ্টা করিলে সে তাহা মুখে লইল না। তদ্দর্শনে ধাত্রী প্রভৃতি সকলে চমৎকৃত হইয়া উঠিল। অনেক চিকিৎসক আহূত হইল। তাহারা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ধাত্রীকে বলিলেন যে বোধ হয় শিশু উহার খাদ্য আপনি হস্তে লইয়া আসিয়াছে। উহাকে ঐ প্রস্তর খণ্ড ভক্ষণ করিতে দেও। ধাত্রী একটু পাণীয়ের সহিত তাহা প্রদান করিল। শিশু তৎক্ষণাৎ তাহা উদরসাৎ করিয়া, আরো চাহিতে লাগিল। পরে, তাহাই তাহার আহার বলিয়া নির্ণীত হইল, ক্রমশঃ প্রস্তরের তিন চারি খণ্ড করিয়া প্রদত্ত হইতে লাগিল। শিশু একবারে সেই প্রস্তরগুলি মুখে করিয়া লইত, এবং একএকটী করিয়া গিলিয়া ফেলিত। পরে যখন অধিক পরিমাণে প্রস্তর ভক্ষণ করিতে লাগিল তখন একবারে অধিক সঙ্খ্যক প্রস্তর উদরমধ্যে একত্র স্থাপিত হওয়াতে পরস্পর আঘাতদ্বারা এক প্রকার ঠন্ ঠন্ শব্দ শ্রুত হইত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল প্রস্তর পরিপাক হইয়া যাইত। তিন সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া সে কতকগুলি মলস্বরূপ মৃত্তিকা ত্যাগ করিত, এবং তদ্দ্বারা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিত। এক পিয়ালা বিয়র ও একটা চুরোট্ ও কতকগুলা প্রস্তর মাত্র তাহার আহার ছিল। সে মাংস ও রুটী খাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই তাহার সুখকর হয় নাই। সে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রাকার কর্ম্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল। সে আয়রলণ্ডের এক সৈনিকপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার খাদ্যদ্রব্যের কিছুই প্রয়োজন ছিল না, অতএব সে তাহার প্রাপ্ত খাদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিত।

এইরূপ অপর অনেক প্রস্তরাসীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্লেটিরস্ এই রূপ প্রস্তরাসী এক ভিক্ষুক বালকের বর্ণন করিয়াছেন। তাহারও উদরে ঐরূপ ঠুন্ঠুন্ শব্দ শুনা যাইত। পাদরী পলিয়ন বলেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবিঙ দেশে ঐ রূপ একটী লোক আনীত হইয়া ছিল। সে আধবুরুল পরিমাণ প্রস্তর গিলিয়া ফেলিত, এবং মর্ম্মর প্রভৃতি কিঞ্চিৎ কোমল প্রস্তর দন্তদ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিত। পাদরী পলিয়ন বলেন যে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার কণ্ঠনালী অতিপ্রসস্ত, দন্ত অতিশয় দৃঢ়, মুখের লালা বিশেষ জারক, এবং উদর সাধারণ লোকের উদরাপেক্ষা একটু নিম্ন প্রদেশে স্থিত ছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের এক জাহাজের নাবিকগণ উত্তর দিক্স্থ একটী দ্বীপহইতে এই মনুষ্যকে লইয়া আইসে। ইহার রক্ষকেরা ইহাকে প্রস্তরের সহিত কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে অভ্যাস করাইয়া ছিল; কিন্তু রুটী খাওয়াইতে কোন মতে পারে নাই। এই ব্যক্তি জল ও সুরা আহ্লাদপূর্ব্বক পান করিত; এবং এক পায়ের

উপর পর পা রাখিয়া ও দক্ষিণ পায়ের উপর দাড়ী স্থাপন করিয়া ১২ ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রা যাইত। অন্য সময়ে কেবল তামাক খাইত। পারিনগরে কোন চিকিৎসক তাহার শরীরে আঘাত করিয়া রক্ত বহির্গত করিয়া ছিল। ঐরক্তে জলের ভাগ অতি অল্প ছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে ঐ রক্ত পলার সদৃশ কঠিন হইয়া গিয়াছিল। সে কয়েকটী অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কোন কথা কহিতে পারিত না। তাহাকে কিছু কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পারিনগরে খ্রীষ্টীয়ান করা হইয়াছিল। সে কি বুঝিত বলা যায় না, পরন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি সে ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিত।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক অদ্ভুত প্রস্তরাশীর প্রদর্শনার্থ কোন ব্যক্তি লণ্ডন-নগরে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। আর ১৮৯০ অব্দের ২ আগষ্ট দিবসে রিচ্মণ্ড অভিনয়শালায় স্পেনদেশীয় এক প্রস্তরাশীর কার্য্য-প্রদর্শনার্থ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয় স্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণ আসিয়া ইহাদিগের অদ্ভুতকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

উদ্ভট-বাক্য।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্-ভ্রমণকারী নাবিক লর্ড আন্সন্ দ্যূত ক্রীড়ায় অত্যন্ত আশক্ত ছিলেন। বাথ-নগরীয় প্রবঞ্চকগণ তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাঁহার জাহাজের সমুদয় ধন অপহরণ করিয়া লয়। এই ঘটনা দৃষ্টিকরিয়া এক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছিলেন; “লর্ড আন্সন্ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও পৃথিবীর গাত্রে কি আছে তাহা এপর্যন্ত দেখেন নাই”। অনেক ভ্রমণকারীই ঐ রূপ অন্ধ।

বিলাতের এক পরম পণ্ডিত অধ্যাপক কলেজে যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে নস্য লইবার প্রয়োজন হইল। তিনি যে দিকে গমন করিতেছিলেন, সেই দিক্দিয়া বায়ু বহিতে ছিল; নস্য হস্তে লইলেই তাহা উড়িয়া যায়; এইজন্য তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নস্য গ্রহণ করা হইলে, যে দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখেন যে, কলেজে না পহুঁছিয়া নিজ-গৃহসম্মুখে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্দেশের নস্যগ্রাহী অধ্যাপকদিগের মধ্যে এরূপ পণ্ডিত কত আছেন?

এক বিবাহিতা স্ত্রী এক অবিবাহিতা যুবতিকে কহিল, “কোন পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে ঝাঁপদিয়া অধঃশিরা হইয়া নিম্নস্থ কূপে পতিত হওয়া বরং ভাল, তবু বিবাহ করা ভাল নয়”। ইহা শুনিয়া যুবতি কহিল, “আমি ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি, যদ্যপি এমন জানিতে পারি যে সেই কূপমধ্যে একটী উত্তম স্বামী লাভ হইবে”।

এক জ্যোতির্ব্বেত্তা গ্রহপর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে তিনি এক খালের মাজখানে আসিয়াছেন; তাঁহার বুক অবধি জল। সেই খানে এক রজকের পত্নী বস্ত্র ধৌত করিতেছিল, জ্যোতির্বেত্তার এই অবস্থা দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল “অরে পাগল, উঠিয়া আয়। পাগলা-গারদের রক্ষকেরা কি অসাবধান! এমন পাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছে!”

ইতালি-প্রদেশে সুবিখ্যাত কবি অরিয়স্তো নিজের বাসজন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বন্ধু বলিল, "তোমার কাব্যে এমন শোভন অট্টালিকাসকল বর্ণন করিয়াছ; আর আপনি এই ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কিরূপে সন্তোষ লাভ করিলে?" অরিয়স্তো উত্তর করিলেন; "ইষ্টক-সংযোজন অপেক্ষা শব্দ-সংযোন সহজ"।

পাঁচ জন মদ্যপায়ী ব্যক্তির মধ্যে এক জন মদ্য পান করিয়া এতাদৃশ বিচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করা সুকঠিন হইয়াছিল। তাহার সহচরদিগেরও বিলক্ষণ নেসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সঞ্জ্ঞাশূন্য হয় নাই। তাহারা সেই বন্ধুটীকে বাটী লইয়া যাইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া চারিজনে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইল। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে স্নিগ্ধ-বায়ু-সেবনে স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তির চৈতন্য লাভ হইল। সে বুঝিতে পারিল যে বন্ধুগণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের পা টলাতে তাহার আরামের ব্যাঘাত হইতেছে। ইহাতে সে বলিল, "এমন ছাইও খাও যে পা টলে?"

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

শ্রী মদ্ভাগবত। মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত। প্রথমস্কন্ধ, প্রথম-খণ্ড। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত"। এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া আমরা কোন মতে সন্তুষ্ট হই নাই। বহু আয়াসে ইহার পাঠ করিয়াও ইহা মহর্ষি-দ্বৈপায়নকৃত মহাপুরাণের বাক্যের অনুবাদ, কি ভাষ্য, কি টীকা, কি তাহার আখ্যায়িকার অবলম্বনে একটী নূতন গ্রন্থ, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পুস্তক খানি অনুবাদ বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে বাক্যের প্রতিবাক্য-প্রয়োগ-রূপ অনুবাদের প্রধান লক্ষণটী দৃষ্ট হয় না। যদি বলি ইহা ভাষ্য, কিন্তু তাহাতে শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি ভাষ্যকার-কৃত গ্রন্থের লক্ষণমাত্র দেখিতে পাই না। ইহাকে টীকা বলায়ও সেইপ্রকার আপত্তি আছে। তবে ভাগবতের আখ্যায়িকানুযায়ি এক খানি নূতন পুস্তক বলিলে বলা যায়; কিন্তু তাহাতে একটী বিষম আপত্তি এই যে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বকপোল-কল্পিত গল্প ছাপাইয়া প্রাচীন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত ভাব রাহুগ্রস্ত করিয়া ভক্তজন-মণ্ডলীর কি প্রতারণা করিয়াছেন? এ কথা সহসা বলা দুষ্কর। এতদবস্থায় কএক জন রসিক নায়কের একটী মীমাংসা আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। তাঁহারা রাজদ্বারে একটী স্বাদৃষ্ট হস্তী দেখিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। এক জন বৃহৎকায় কৃষ্ণ-বর্ণ জীবের শ্বেত দন্ত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, এটা অন্ধকার, মূলা ভক্ষণ করিতেছে"। তাহাতে অপরে স্বীয়-ন্যায়ব্যুৎপত্তি-প্রসাদে হস্তীর কর্ণদ্বয় দেখিয়া তর্ক করিলেন; "যদি তাহাই হইবে তবে কুলাসঞ্চালন কেন করিতেছে?" সহচর স্বীয় মীমাংসায় দোষারোপ দেখিয়া কহিলেক; "এ একটী মেঘ, এবং তাহাতে বক-পঙ্‌ক্তি উড়িতেছে"। ন্যায়বিশারদ বিদ্যাভূষণ উত্তর দিলেন, "সখে, তাহাও নহে, কারণ মেঘের চারিটা স্তম্ভ নাই"। শাস্ত্রকুশল প্রতিদ্বন্দ্বী কহিলেন, "তবে এটা কোন বান্ধব, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছে, "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"। নৈয়ায়িক শাস্ত্রীর মতখণ্ডনে সর্ব্বদা তৎপর; তিনি ঐ বাক্য

সুনিবামাত্র আপত্তি করিলেন; "যদি তাহাই হইবে তবে লগুড় নাড়িবার প্রয়োজন কি?" শাস্ত্রী পুনঃ কল্পনা করিলেন, "তবে এটা কোন বস্তুর ছায়া।" তাহার প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত; "ছায়ার গর্জ্জন কি প্রকারে সম্ভবে"? শাস্ত্রী হারিবার পাত্র নহেন, অতএব বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিলেন, "তবে এটা কিছুই নহে"। প্রস্তাবিত গ্রন্থ কি তদ্বৎ? পক্ষপাতশূন্য পাঠকগণ প্রাছে মনে করেন যে আমাদিগের এই সন্দেহ সরল নহে, অতএব এস্থলে একটী প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে; এবং যে হেতুক তদর্থে অনেক আয়াসের আমাদিগের অবকাশ নাই, অতএব ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্যথা—

"জন্মাদ্যস্য য়তোন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেন ব্রহ্ম হৃদা য় আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যত্ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো য়ত্র ত্রিসর্গো মৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"॥

ইহার প্রকৃত অর্থ যথা—"যাঁহাহইতে এই জগতের জন্মাদি হইয়াছে; যিনি সম্বন্ধাদি বিহীন; যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত; যিনি স্বয়ংসিদ্ধ; যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে হৃদয়দ্বারা সেই বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হন; যাঁহাতে ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি অসত্য হইলেও তেজঃ ও কাচে বারির ন্যায় সত্য বলিয়া বর্ত্তমান আছে, যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা সমস্ত কুহক বা ভ্রমের নাশ করেন; সেই সত্য পরমব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি"।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ব্যুৎপত্তিবলে তাহার এই অর্থ করিয়াছেন। "নানা পুরাণ প্রণয়ন এবং অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরাশরনন্দন ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে ব্রহ্মাণ বর্ণন-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ করিতে মানস করিয়া কহিতেছেন, আমরা প্রথমতঃ পরমসত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তমঃ রজঃ এবং সত্ব নামক গুণত্রয়ের কার্য্যভূত ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতারূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসত্য, কিন্তু যেরূপ তেজে এবং মৃণ্ময়-কাচাদিতে জলভ্রম হইয়া থাকে, সেই একমাত্র সেই পরমেশ্বর সত্য বলিয়াই ইহারাও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। উপাধি-ভেদে ঈশ্বর নানারূপ বলিয়া অন্যের ভ্রম জন্মে; কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম নাই; তিনি আপনার তেজ-দ্বারাই তাহার নিরাস করিয়া থাকেন। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস সেই পরমেশ্বরহইতেই হইতেছে। কারণ চরাচরাদি যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার সম্বন্ধ এবং আকাশকুসুম প্রভৃতি সমস্ত অকার্য্যে তাঁহার অসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। তিনি এক বার মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় এই বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন; আবার কলস ও কুণ্ডলের ন্যায় এই বিশ্বরূপ কার্য্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম এই বিশ্বের কেবল কারণ নহেন; ইহাকে বিশেষরূপে অবগতও আছেন। তাঁহার সেই জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়। তিনি আদিকবি ব্রহ্মার অন্তঃকরণে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ বেদে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়"।

ইহার পাঠে ব্যাসের বাক্যের কিরূপ অনুভব হয় তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। একটী শ্লোক আছে তাহাতে লেখে; "হে অবনীমণ্ডলের রসিক ভাবুক জন! শুকমুখের দ্রবসংযুক্ত নিগম-কল্পতরুর পরিণতফলস্বরূপ রসের আলয় যে ভাগবত তাহা মুহুর্মুহুঃ সম্ভোগ কর," এবং অনুবাদক-ও তাহা একটী সারবাক্য বলিয়া আপন পুস্তকের পুরঃ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের রচনার

প্রতি কি সেই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে? ফলে আমাদের বোধে যাহারা প্রাচীন পূজ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের এরূপ ব্যভিচার করে, তাহাদিগের নিমিত্ত সাহিত্যে কোন "পিলুড়ী" নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। কএক বৎসর হইল মৃত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের এক খানি অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সেখানি কোন কোন অংশে দোষী হইলেও উপস্থিত ব্যভিচারের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ।

২। "মহাভারত, আদিপর্ব্ব, নীলকণ্ঠ-প্রণীত-টীকাসমেত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত"। এই গ্রন্থ খানি যোগ্য পণ্ডিতদ্বারা সম্পাদিত, অতএব, ইহার প্রতি আমাদিগের আপত্তি কিছুই নাই। পরন্তু মহাভারত কএক বার মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহার প্রথম অনুবাদ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মহারাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের আদেশে বর্দ্ধমানে কএকজন পণ্ডিত তাহার কিয়দংশ সম্পন্ন করেন। তদনন্তর গুণালঙ্কৃত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতের আদ্যন্ত ভাষান্তরিত করিয়া বিদ্যানুরাগিজনসমাজে এক উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। এবং সম্প্রতি তিন চারি ব্যক্তি তৎকর্ম্মে পুনঃনিযুক্ত হইয়াছেন। এবংবিধায় আমরা প্রত্যাশা করি যে তর্কালঙ্কার মহাশয় ভারতের অবিকলানুবাদ-সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। রচনাচাতুর্য্যের অনুরোধে এতদ্দেশীয় অনুবাদকেরা মূলের মধ্যে নূতন কথা প্রবেশিত করিয়া প্রায়ই মূলার্থের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন; এবং অদ্যকার প্রথম সমালোচিত গ্রন্থে তাহার একটী প্রধান উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় যেন ঐ মহাদোষের সর্ব্বোতোভাবে পরিবর্জ্জন করেন। স্বকপোল-কল্পিত গ্রন্থে যথেচ্ছায় উত্তম রচনা-চাতুর্য্য নিবিষ্ট করিলে প্রশংসার কারণ হয়; পরের অনুবাদে তাহার অনুসরণে প্রতারণা ঘটিয়া উঠে। ভারতের অনুবাদপাঠদ্বারা তাহাতে ব্যাস কিরূপে কি লিখিয়াছেন লোকে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে, অনুবাদকের রচনা-ক্ষমতার পরীক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, এই কথাটী স্মরণ রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

৩। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অপর এক খানি গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার নাম "কল্কিপুরাণ"। উপপুরাণমধ্যে এই খানি সর্ব্বাপেক্ষা নব্য। পরন্তু ইহাতে অনেক গুলি আখ্যায়িকা আছে, তাহার আলোচনায় প্রাচীন ইতিহাসের উপকার হইতে পারে। গ্রন্থখানি বৃহৎ; একব্যক্তিদ্বারা ভারতের সহিত তাহার সমাধা হওয়া দুষ্কর; পরন্তু অনুবাদকের বয়ঃক্রম অদ্যাপি অধিক হয় নাই; অতএব ভরসা করি তিনি উভয় সঙ্কল্পেই সিদ্ধকাম হইবেন।

৪। "ভক্তসর্ব্বস্ব অর্থাৎ শ্রীচরণ-চিহ্ন-বর্ণন শ্রীহরিশ্চন্দ্র কৃত"। বারাণসী-নিবাসী-শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রবিষয়ে বিশেষ অনুরাগী। তিনি নানা গ্রন্থহইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ ও করকমল চিহ্নের বর্ণন উদ্ধার করিয়া ভক্তজনের বিশেষ সমাদর ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু কাব্য খানি হিন্দী ভাষায় রচিত হওয়াতে এতদ্দেশে তাহার সচরাচর ব্যবহার হইবার বিশেষ আশা নাই।

৫। "কাব্য-কলাপ। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত"। এই কবির দুই খানি রচনার গুণানুবাদ পূর্ব্বে এতৎপত্রে করা হইয়াছে; সম্প্রতি অধিক কিছু বক্তব্য নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবুক রসজ্ঞ এবং সুলেখক; তাঁহার রচনা-পাঠে সহৃদয়বর্গের তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা "কাব্য-কলাপ" পাঠে আনন্দানুভব করিয়াছি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচকমাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬২ খণ্ড।

মাতালের পিলুড়ি।

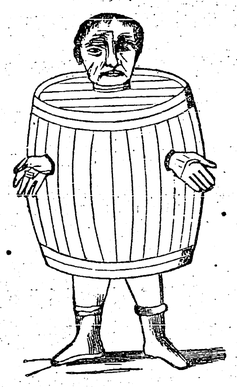

মাতালের লবাদা।

সুরা-সেবন অশেষ দোষাবহ। এই প্রযুক্ত অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ দৃঢ়রূপে সুরাপানের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের অত্যন্ত প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই হলাহলের অধিক ব্যবহার ছিল। তাহাতে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হওয়াতে ঋষিরা তাহার নিষেধ করেন, এবং তদ্দ্বারা ঐ অত্যাচারের একেবারে দমন হয়। আমাদিগের মধ্যেও অনেকে বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কখন কাহাকে সুরাপান করিতে দেখেন নাই। পরন্তু ইংরাজদিগের সংসর্গপ্রভাবে এদেশে সুরার প্রাদুর্ভাব পুনঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে নগরের ত কথা দূরে থাকুক, অনেক পল্লীগ্রামেও ভদ্র ব্যক্তিদিগের নূতন বৈঠকখানা সুরাদেবীর সেবার নিমিত্ত অহরহ উৎসর্গিত হইতেছে। পান-দ্বেষী প্রসিদ্ধ হিন্দুজাতি এক্ষণে এতাদৃশ মদ্যপায়ী হইয়া উঠিতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সুরার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ে ইউরোপ ও এতদ্দেশে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। সুরাপায়িগণের দণ্ডের কৌতুকাবহ বিধানমাত্র এস্থলে অভিলক্ষ্য; ঐ দণ্ডের পিলুড়ি যন্ত্র উপরে প্রকটিত হইল, তদ্দৃষ্টে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে। এই যন্ত্রের কল্পনা নূতন নহে; পূর্ব্বে ইউরোপে সুরাপায়ী মাতালদিগকে ঐরূপ একটী যন্ত্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া শাসন করা হইত। উহা একটী পীপামাত্র, সেই পীপার মধ্যদিয়া মাতালের মাথা ও দুই পার্শ্ব দিয়া তাহার দুইটী হাত বাহির করিয়া দেওয়া হইত। কেবল মধ্য দেহটী পীপার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিত।

যে সকল সদ্বংশজাত ব্যক্তি নিয়ত সুরাপান করিয়াথাকেন তাহাদের সুচিক্কণ বহুমূল্য আবা চোগা প্রভৃতি পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে যদি তাহাদিগকে ঐ-রূপ একটী লবেদা পরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের কিরূপ শোভা হয়, একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অদ্ভুত উদ্‌বাহ নিয়ম।

মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামীর আখ্যান একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত আছে; এবং গ্রন্থকারেরা তাহার বিশেষ কারণ দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরন্তু ঐ ব্যাপারটী যে একান্ত অসাধারণ এমত নহে। পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে ব্যাক্ত হয় যে তদ্রূপ ঘটনা অন্যত্রও ঘটিয়া থাকে; অধিকন্তু তাহা কদাচিৎ নাহইয়া দেশাচার বলিয়া গণ্য আছে। হিমালয় পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কএক জাতীয়া স্ত্রী আছে যাহারা নিয়মিত একাধিক ব্যক্তিকে এককালে বিবাহ করিয়া থাকে। সাংসারিক সুবিধার জন্য দুই চারি ভ্রাতাকে বিবাহ করাই তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রীতি হইয়াছে। দ্রৌপদী সেই জাতীয় ছিলেন, একথা বলিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু তদ্রূপ অপর দৃষ্টান্ত দেওয়ায় হানি নাই।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত মহীসূর প্রদেশের নিকট নীলগিরি-নামে এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে টোডানামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। হিমালয়িনদিগের ন্যায় তাহারা সকল ভ্রাতাতে মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে। অপর দ্রৌপদীর যেমন এক এক স্বামীর নিকট এক বৎসর করিয়া থাকিবার নিয়ম ছিল, টোডাজাতীয় স্ত্রীগণ সেইরূপ এক এক মাস করিয়া এক এক স্বামীর সহিত সহবাস করে। ইহাদের আর একটী বিশেষ রীতি আছে; উহাদের সকল ভ্রাতায় মিলিয়া যে স্ত্রী বিবাহ করে আবশ্যক হইলে তাহাকে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত অন্য পুরুষকেও পতিত্বে বরণ করিতে দেয়। এপ্রকার ব্যবস্থা সত্বেও তাহাদের ভ্রাতৃপরস্পরে কোন বিরোধ হয় না। তাহাদের পত্নী যাহাদিগকে নূতন বিবাহ করিয়া আনে তাহাদের সহিতও তাহারা সৌহার্দ্য-ভাবে মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে। সন্তান জন্মিলে সকল পিতা তাহার সমান আদর ও যত্ন করে, ও ঐ সন্তান সকল পিতারই অধীনে থাকে। যদি কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে স্ত্রীর প্রথম স্বামী তাহার প্রথম সন্তানকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

স্ত্রীদিগের প্রায় ১৫-১৬ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। যাহার সহিত প্রথম বিবাহ হয় তাহার অপোগণ্ড ভ্রাতারা ঐ বিবাহেই পত্নী প্রাপ্ত হয়; এবং বিবাহের পরে তাহার আর যে সকল ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে তাহারা জন্মাবধি সেই স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া জানে। বিবাহে কন্যা ও বরের পিতা তাহাদের সংযোজন করিয়া দেয়। বরের পিতা কন্যার পিতাকে এক খানি নূতন বস্ত্র ও একটা মহিষ উপঢৌকন দেয়। ঐ উপঢৌকন গৃহীত হইলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। বিবাহের সময় কন্যা তাহার পিতার নিকট হইতে কয়েকটা মহিষ ও অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। বিবাহোৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

গর্ভিণ্যবস্থায় টোডাজাতীয়া স্ত্রী গৃহে থাকিতে পায় না। সে সময় তাহাকে একাকী অরণ্যমধ্যে

অবস্থিতিকরিতে হয়। ঝড় বৃষ্টিতে বৃক্ষতল ভিন্ন তাহার আশ্রয়ান্তর থাকে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুদিন তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। তখন ঐ সন্তানের পিতৃগণ ভিন্ন আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে সন্তানের নামকরণ করিয়া তাহাকে সাধারণ-সমক্ষে বাহির করা হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী রজপূতদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কন্যাসন্তান নষ্ট করিবার প্রথা ছিল; অতি অল্পদিন তাহা রহিত হইয়াছে। বোধ হয় সেই কারণে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্খ্যা অতি অল্প, এবং তন্নিমিত্ত এক স্ত্রীর সহিত বহু নায়কের বিবাহ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, তাহারা অন্য কোন জাতির স্ত্রী গ্রহণ করেনা; সুতরাং ইহাদের সহিত অন্য কোন জাতির মিশ্রণ সঙ্ঘটিত হয় নাই; ইহা তাহাদের মুখের গঠনেও স্পষ্ট প্রকাশ করে।

অদ্ভুত বাদাভূমি।

ফ্রান্স দেশের পশ্চিম উপকূল-হইতে পূর্ব্বদিকে বৃক্ষ-শিলাদি--পরিশূন্য এক অসীম সমতল ক্ষেত্র জর্ম্মণীর উত্তর দিয়া সিবিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার মধ্যে মধ্যে এক এক প্রকাণ্ড বাদা দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল স্থান একবারে জীবসম্পর্ক শূন্য নহে; পরন্তু তত্রত্য অবিশুদ্ধ-বায়ুসেবক ক্লিষ্টকায় কুটীর-নিবাসী মনুষ্যগণ যে কষ্টে সেই বাদার সমীপে বাস করে, এবং তত্রত্য পশু পক্ষী যে প্রকার অশুভব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনি নিঃসারিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তাহা দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

এই সকল বাদার উপরিভাগে উদ্ভিদময় এক আচ্ছাদন থাকে। তাহা পচিয়া তলদেশে কর্দ্দমাকারে স্থাপিত হয়। পরে তাহা আরো নিম্ন প্রদেশে গিয়া বোদমাটীর সদৃশ এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ স্তরে পরিণত হয়।

উপরিউক্ত আচ্ছাদন একপ্রকার জলীয় উদ্ভিদ। প্রথমাবস্থায় ঐ উদ্ভিদ্ জলে নিমগ্ন হইয়া থাকে। পুষ্পোদ্গম-কালে তাহা জলোপরি একবার মস্তকোত্তোলন করে। তাহার পরে তাহা যেমন নিম্নগামী হয় তেমনি ঐরূপ শৈবাল স্তরে পরিণত হইয়া যায়।

ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দী অবধি এই বোদমাটী ইন্ধনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ষোড়শ শতাব্দী অবধি ওলন্দাজগণ ঐ বোদমাটী উত্তোলন ও ব্যবহার-যোগ্য করিবার পূর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

এই বাদা দক্ষিণ আমেরিকা সাইবীরিয়া, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মণি, স্কট্‌লণ্ড, জট্‌লণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে, আল্প পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ এক এক স্থানে এবং কেন্দ্রসন্নিহিত কোন কোন প্রদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ইউরোপের এই বাদাবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র দিক্‌ভ্রান্তিজনক আলোক জনক ভূতের অর্থাৎ আলেয়ার নিবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, অতএব তৎকালে কেহই সেই সকল স্থানে গমন করিত না। এখন সে সকল স্থানে খাল উৎখাত হইয়াছে, এবং লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপে ভ্রমণকারীগণ যখন এই সকল পথ দিয়া গমন করেন তখন তাহার দুই পার্শ্বে সেই মরুস্থলবাসী দুঃখি দরিদ্র ক্লিষ্ট মনুষ্যগণ ও

উত্তোলিত স্তূপাকার বোদমাটীর রাশি দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এই সকল প্রকাণ্ড বাদা অতি ভীষণ পদার্থ। যত দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তত দূর ইহার উপরিভাগ নানাপ্রকার একত্র জড়িত ঔদ্ভিজ কি গ্রীষ্ম কি বসন্ত চিরদিন আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নে অন্ধকারময় অতলস্পর্শ জলরাশি। কখন কখন বায়ু তাড়নে অথবা আভ্যন্তরিক কোন প্রাকৃতিক কারণে ঐ উদ্ভিদ-আচ্ছাদন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; তখন ঐ কালিন জলরাশি মুমূর্ষু ব্যক্তির জ্যোতির্বিহীন নয়নের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে। সেই জল আলোকের অভেদ্য। সমুজ্জ্বল সূর্য্যের প্রতিবিম্বও তাহাতে মলীনরূপে দৃষ্ট হয়। তাহাতে কোন মৎস্য বাস করিতে পারে না; তাহার উপরি লোক গতায়াত করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতে পড়িলে জীবন রক্ষা হওয়া ভার। কোন কোন স্থলে তাহার পার্শ্বে যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে পথিক তাহাহইতে একটু স্খলিতপদ হইলে একবারে সেই জলগর্ভে নিপতিত হয়। পতিত হইবামাত্র ভাসমান উদ্ভিদরাশি তাহাকে চাপিয়া ধরে। আর তাহার উঠিবার শক্তি থাকে না। মারাত্মক বাদা তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

এই সকল বাদা যদিও একস্থানে গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করে দেখা যায়, কিন্তু ইহার বিনাশিকা-শক্তি নিবৃত্তচেষ্ট নহে। অল্পে অল্পে ইহা সমীপবর্ত্তী ভূতল ভেদপূর্ব্বক বৃক্ষ গুল্ম ও জীব জন্তুকে কবলিত করিয়া লয়।

এই বাদার নিম্নস্থ ভূস্তরে প্রাচীন কালের বহুল চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তাহাতে বোধ হয় যে ঐ স্থান পূর্ব্বে বহুজনাকীর্ণ ছিল; ফলে এককালে যেখানে প্রকাণ্ড জীব জন্তু বিচরণ করিত, মহা-দ্রুমসকল লোকমণ্ডলীকে ছায়াদান করিত, সুবিস্তৃত পথদিয়া পথিকগণ গমনাগমন করিত, ধনপূর্ণ জল-যান এক স্থানহইতে স্থানান্তরে নীত হইত, বাণিজ্যের কোলাহলের সীমা ছিল না, এক্ষণে সেই স্থানে ঐ সকল বিস্তীর্ণ জলাশয় আপনার সদ্য বিনাশিকা-শক্তি প্রকাশ করিতেছে।

কখন কখন এই বাদা আবার উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে আয়রলণ্ড দেশের টলাযোর-নামক স্থানে এক বাদা প্রচণ্ডবেগ-পঙ্কিল-প্রবাহে প্রায় ৪-৫ ক্রোশ ভূমি আচ্ছাদিত করিয়াছিল। শ্রোতোমুখে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিছুই রক্ষা পায় নাই; বৃক্ষশ্রেণী, গৃহাবলী সকলই ভূমিসাৎ হইয়া ছিল। শত সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ইহার শ্রোতোবেগ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশেষে তাহা আপনাপনি ক্ষীণবল হইয়া সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সমুদ্রমধ্যেও ঐরূপ শেয়ালা ও কর্দ্দম বিশিষ্ট মরুস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র ভাটার সময় যখন উভয় কূল পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর অপসৃত হইয়া যায়, তখন সেই সকল সমুদ্রাবৃত স্থানে ঐ রূপ বাদার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্পেনদেশীয় ধর্ম্ম-বিচারালয়।

যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপে প্রবল হয়, তখন তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাধিপতি পোপ এক বিচারালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে রোমান্ কাথলিক

ধর্ম্মমত ব্যতীত অন্য কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত ইউরোপে তাদৃশ প্রবল ছিল না। যাহারা প্রচলিত রোমান্-কাথলিক-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত বা কোন কার্য্য করিত তাহারা এই বিচারালয়কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অতিকঠিন দণ্ড প্রাপ্ত হইত। এইরূপ বিচারালয় ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সদেশে ও তাহার অল্পদিন পরেই স্পেনদেশে স্থাপিত হয়।

এইরূপ বিচারালয় জর্ম্মণি পোলাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশেও স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তত্তৎস্থানে তাহা লুপ্ত হয়। কেবল স্পেন ও পোর্তুগাল দেশে ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিরূপে এই বিচারালয়ে অপরাধিদিগের অপরাধ সপ্রমাণ ও তাহাদিগের দণ্ড প্রদান করা হইত, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিচারকদিগের নিকট কোন চর আসিয়া কাহারো কোন অপরাধের কথা বলিত। তচ্ছ্রবণমাত্র বিচারকগণ গোপনে তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতেন। আবশ্যক মত এক বা অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত। সাক্ষিগণ শপথপূর্ব্বক যাহা বলিত তাহা লিখিয়া রাখা হইত। পরে বিচারপতিদিগের সম্মতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইত। দূতগণ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রায় রাত্রিকালেই অপরাধীকে আক্রমণ করিত। অপরাধীকে যেমন অবস্থায় পাইত তেমনি অবস্থায় বিচারালয়ে আনয়ন করিত; কিছুই পরিবর্ত্তন করিবার অবকাশ দিত না।

বিচারালয়ে আনীত হইলে তাহাকে "কি অপরাধ করিয়াছ," জিজ্ঞাসা করা হইত। সে কি অপরাধে বিচারালয়কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, সুতরাং সে প্রায়ই কিছুই বলিতে পারিত না, অথবা হয় ত আপনি যাহা যাহা করিয়াছে সকল কথাই বলিয়া ফেলিত। উভয় পক্ষে কারাগারই তাহার প্রথম বসতি-স্থল, সুতরাং সেই খানে যাইতে হইত।

কারাগৃহ দুই তিন প্রকার ছিল। এক-প্রকার গৃহ আলোকবিশিষ্ট বায়ুর সঞ্চালন উপযুক্ত। তাহাতে সামান্য প্রকার অপরাধে অপরাধী লোকেরা বাস করিত। অপর একপ্রকার কারাগৃহ তাদৃশ না হইলেও নিতান্ত নিকৃষ্টও নহে। তাহাতে বিচারালয়ের অপরাধী ভৃত্যগণ আবদ্ধ থাকিত। তৃতীয়প্রকার গৃহ অন্ধকারময় ও বায়ু-সঞ্চালন-শূন্য। সেই সকল গৃহ ধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শেষোক্ত অপরাধী সকলকে কিছুকাল এই স্থানে থাকিতে হইত। তাহারা একটু আলোক পাইত না, ও মানবগণের সহিত কথা কহিতে পাইত না; অল্পাহারে, কদর্য্য-বায়ু-সেবনে, তথায় যন্ত্রণায় আকুলিত হইত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন লোক তাহাদিগকে অপরাধ-স্বীকার-করিবার জন্য বুঝাইতে আসিত। এ পর্য্যন্ত সে কি অপরাধে ধৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারে নাই, তত্রাপি তাহাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকারে জানিয়া হয় ত তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিত। কেহ বা তাহা না করিয়া আরো অধিকতর নিগ্রহ প্রাপ্ত হইত।

অপরাধিদিগকে অপরাধ-স্বীকার-করাইবার জন্য কারাগৃহে অনেক প্রকার যন্ত্রণা দিবার ব্যবস্থা ছিল। কাহারো অঙ্গুলি পেষণ করা হইত; কাহারো মাংস অল্প২ ছিঁড়িয়া লওয়া হইত; কাহাকেবা একপ্রকার কাষ্ঠদণ্ডে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; কাহারো বা বক্ষে প্রস্তর চাপাইয়া দেওয়া যাইত। যাহারা কোনমতেই কিছু অপরাধ স্বীকার

করিত না, তাহাদিগকে গোয়েন্দাদিগের উক্ত অপরাধের কথা শ্রবণ করান হইত, এবং তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করা হইত। তাহারা যাহাদিগকে আপনাদের পক্ষে সাক্ষী মানিত, তাহাদিগের সাক্ষ্য প্রায়ই সেই হতভাগ্যদিগের পক্ষে কোন কার্য্যকর হইত না, কারণ তাহা প্রায়ই গ্রাহ্য হইত না; তথা যাহারা তাহাদিগের উকীল হইত, তাহারাও প্রায় বিপ্রতিপত্তি লাভ করিত।

এইরূপে বিচার-কার্য্য সমাধা হইলে দণ্ডের আজ্ঞা হইত। কাহাকে অতি কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করান, কাহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকরা, কাহারও কারা-বাস, কাহারও প্রাণ-বিনাশ, দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কি দণ্ডের আজ্ঞা হইল অপরাধী প্রথমতঃ তাহা শুনিতে পাইত না; যে দিন দণ্ড দেওয়া হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে তাহা তাহার কর্ণগোচর করান হইত।

দণ্ডদিবার নিমিত্ত এক একটী সময় নির্দ্ধারিত ছিল; বৎসরের মধ্যে সেই সেই সময়ে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইত। যে যে স্থানে ঐ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত্রত্য সাধারণ লোকের জ্ঞাপন নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে সেই সেই স্থানে ঐ অপরাধিদিগকে একত্রিত করিয়া দণ্ড প্রদান করা হইত। ইহা ধর্ম্মের কার্য্য, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত রবিবার বা অপর কোন পর্ব্বাহে দণ্ড দিবার বিধি ছিল, এবং পোপের প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশাভিপ্রায়ে তাহা অনেক আড়ম্বর ও সমারোহে সম্পন্ন করা হইত।

সচরাচর নগরীর মধ্যস্থানে দণ্ডের স্থান নির্ম্মিত হইত। তথায় এক প্রশস্ত উচ্চ মঞ্চ লোহিতবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহাতে বিচারকগণ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গ ও নিকটবর্ত্তী রাজপরিবারদিগের উপবেশনোপযোগী আসন শ্রেণীক্রমে স্থাপন করা হইত। তাহার সম্মুখে দর্শকবৃন্দের দর্শন-যোগ্য স্থানে দণ্ডভূমি নির্দ্দিষ্ট হইত।

নিরূপিত দিবসের অতিপ্রত্যুষে গিরিজার সময়-বিজ্ঞাপক ঘণ্টা নিনাদিত হইতে লাগিল; বিচারালয়ের বৃহৎ বহির্দ্বার উৎঘাটিত হইল; রক্ষক প্রহরী পরিবেষ্টিত অপরাধিগণ শ্রেণীক্রমে বহির্গত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ একদল নিষ্কোশখড়গধারী অশ্বারোহী সৈন্য; তৎপরে অপরাধিগণ; তাহাদের দুই পার্শ্বে বিচারালয়-সম্পর্কীয় লোক; পশ্চাতে দুইজন ধর্ম্মযাজক উচ্চৈঃস্বরে অপরাধিগণকে অনুতাপ করিতে বলিতেছে। বিচারালয়ের কারাগৃহহইতে দণ্ডভূমি-পর্য্যন্ত যাইবার এইরূপ প্রথা ছিল।

যাহাদের সামান্য অপরাধ তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাবরণ-যোগ্য একটী সিথিল অঙ্গবস্ত্র পরান হইত, এবং সেই অঙ্গবস্ত্রে ভূতপ্রেতাদির বিবিধ অদ্ভুত কদাকার চিত্রে বিচিত্র করা হইত। যাহারা ঘোর অপরাধে অপরাধী; আর কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বলন্ত হুতাশনে যাহাদের জীবন অবশেষ হইবে, তাহাদিগের মুখ অবধি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর মঙ্গলদ্রোহী দৈত্য পিশাচাদির ন্যায় সজ্জিত করা হইত।

এই প্রকার বেশধারী অপরাধিগণ, কারারক্ষক ও প্রহরী প্রভৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এক একটী করিয়া বহির্গত হইলে নগরের শান্তিরক্ষক রাজপুরুষগণ ও অপরাপর অশ্বারূঢ় সম্ভ্রান্ত লোক ও বহুসঙ্খ্যক ধর্ম্মযাজক মহাসমারোহে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। সর্ব্বশেষে পোপের ও রাজার রাজদণ্ডাঙ্কিত রক্তবর্ণ পতাকাশ্রেণী উড্ডীন্ করিয়া বিচারকগণ গমন করিতেন; তৎপশ্চাতে অগণ্য শ্রমজীবী লোক পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিত।

প্রধানগণ ও অধিকাংশ অন্য ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিলে একজন ধর্ম্মবক্তা দণ্ডায়মান হইয়া অর্দ্ধঘণ্টাযাবৎ উপস্থিত অপরাধের গুরুত্ব ও দণ্ডের আবশ্যকতা দেখাইয়া এক বক্তৃতা করিতেন। তাহা সমাপ্ত হইলে মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারী প্রধান বিচারপতি দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক অতি গম্ভীরভাবে সকলকে শপথ করিতে বলিতেন। সমুদায় লোক জানুপাতনপূর্ব্বক শপথ করিত যে তাহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ও সকল কষ্ট সহ্য করিয়া ঐ ধর্ম্ম বিচারালয়ের সপক্ষতা ও তাহার রক্ষা সাধনার্থ যত্নবান হইবে।

এই শপথ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বিচারালয়ের সম্পাদক অপরাধিদিগের নামের তালিকা পাঠ করিতেন, এবং অপরাধির দণ্ডের আজ্ঞা ব্যক্ত করিতেন। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বা কিয়ৎকাল কারাবদ্ধ বা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন প্রভৃতিদ্বারা যাহাদিগকে লঘুশাস্তি প্রদান করা হইবে তাহাদের নাম উচ্চারিত হইলে তাহারা জনুপাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিত, এবং তজ্জন্য আক্ষেপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিত। তাহার পরে দণ্ডবিধানানুসারে তাহারা অল্প বা অধিক কাল আবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত কারাগারে প্রতিগমন করিত।

এক্ষণে যাহাদিগের নিমিত্ত স্তূপাকারে চিতা সজ্জিত হইতেছে তাহারাই কেবল সেই বধ্য ভূমিতে দণ্ডায়মান! দর্শকগণ অনিমেষনয়নে তাহাদের ভাব ও অবস্থা দর্শন করিতেছে, ও নানাপ্রকার পর্য্যালোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কারাবাস যাতনায় কেহ শীর্ণ, কেহ জীর্ণ, কেহ বা রোগপ্রপীড়িত; এমন অবস্থায় সেই হতভাগ্যগণকে ঐ চিতোপরি স্থাপিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত! দেখিতে দেখিতে ধূম সহকৃত প্রজ্বলিত অনলশিখা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত, এবং কিয়ৎ কালের মধ্যেই সমুদায় ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিত।

এই সকল বিচারালয়ের প্রথম বিচারপতি তমাস দি তরকুইমাদা। লোরেন্ত ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে নয় সহস্র ব্যক্তি এইরূপে দগ্ধ হয়। তাহার পর দিএগো দেজা তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন। তিনি আটবৎসরের মধ্যে প্রায় ১৬০০ব্যক্তির ঐরূপে জীবন নষ্ট করেন। তৎপরে বহুকাল ঈশ্বরের নামে এই নরহত্যা-কার্য্য অতিসমারোহে নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। জ্ঞানালোকের প্রভাবে অধুনা এই নৃসংস ব্যাপার রহিত হইয়াছে।

রাজপুত্র ইতিহাস।

রাজস্থান-ললামভূতা কৃষ্ণকুমারী নিধন প্রাপ্তহইলে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতিদ্বয়ের বিরোধের মূল অপসারিত হইল। কিন্তু রাণা ভীমসিংহ দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গল নাই; মিবাররাজ্য উচ্ছেদের আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে।

মহারাষ্ট্রীয় ও যবনগণের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে; আক্রমণকারীমাত্রকে রাশি রাশি অর্থপ্রদান করাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে; রাণার অধীনস্থ প্রধানগণ কেহই তাঁহার বশীভূত নয়। মিবারাধিপতি প্রজাশূন্য, অর্থশূন্য ও বলশূন্য হইয়া আপনাকে আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। রাণা দেখিলেন, ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার রক্ষা নাই। কেবল মিবার রাজ্য কেন ? সমুদায় রাজপুতনা-প্রদেশ এই লুণ্ঠনকারীদলের অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অতএব সমুদায় রাজপুত্র-নরপতিগণ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। এই সূত্রে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের শাসনসময়ে রাজপুত্র ভূপালবৃন্দের সহিত ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সখ্য বন্ধন হয়।

ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সর্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ দিল্লীতে সমুদায় রাজপুত্র নৃপতিগণের সম্মিলন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেবল জয়পুরের রাজা ভিন্ন আর সকলে তথায় আপনাপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহকাল বিবিধপ্রকার কথোপকথনানন্তর ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনিধি আপনাকে মধ্যস্থ করিয়া সমুদায় রাজপুত্র রাজাদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা ভীমসিংহের সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে তিনি এবং ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহায় থাকিবেন। ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে মহারাণা অন্য কোন ভূপতির সহিত কোন বিষয়ে মিলিত হইবেন না। ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট মহারাণার রাজ্যের রক্ষণ ও উন্নতি ও তাঁহার অপহৃত রাজ্যের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পাঁচ বৎসর মিবারের রাজত্বের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবেন, ও তৎপরে চিরকাল আটভাগেরতিন ভাগ প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। আর ইহাও স্থির হইল যে ইহার পর যে সকল অপহৃত রাজ্য ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পুনর্লব্ধ হইবে তাহারও রাজস্বের ঐ প্রকার অংশ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল প্রাপ্ত হইবেন।

১৮১৮অব্দের জানুয়ারি মাসে এই সন্ধি হইল। ফেব্রুয়ারি মাসে একজন ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনিধি উদয়পুরের শান্তি-সংস্থাপন জন্য তথা প্রেরিত হইলেন। রাণা যথোচিত সম্মান-সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার রাজ্যের অকুশল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ব্রিটিশ্ রাজ-প্রতিনিধি উত্তর করিলেন" এই মহাবংশের কথা গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ অবগত আছেন; এবং তিনি মহারাণার মহিমা উজ্বল ও তাঁহার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন যতদূর সাধ্য তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না"। অত্যল্পকাল এইরূপ কথোপকথনের পর বহুমূল্য উপঢৌকনাদি-প্রদানপূর্ব্বক রাণা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিকে শিবিরে বিদায় করিলেন। ব্রিটিশ্-রাজ-প্রতিনিধিও তৎপরে রাণাকে উপঢৌকনাদি প্রদানদ্বারা প্রত্যভিনন্দন করিয়াছিলেন।

মিবার রাজ্যের পূর্ব্বতম অধিকারের এক মানচিত্র ব্রিটিশ্-রাজ-প্রতিনিধির নিকটে প্রদর্শিত হইল। তাহাতে উক্ত রাজ্যের অধিকারের পূর্ব্ব আয় যে যেরূপ দৃষ্ট হইল, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। এক্ষণে রাণার রাজনিয়মাবলীর কোন প্রভাব ছিলনা; তাঁহার শাসন সকলেই অগ্রাহ্য করিত; রাজ্যের প্রধান-পুরুষগণ ধর্ম্মজ্ঞান-রহিত ও বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বানিজ্য রহিত হইয়া গিয়াছিল, এবং পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ও মড়কে কৃষিকার্য্যেরও মূলসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল।

রাণার অধিকারে কেবল রাজধানী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগমাত্র ছিল। চিতোর ও মণ্ডলগড় নামক আর যে দুইটী প্রদেশ রাণার কৃতজ্ঞ ভৃত্যগণ রক্ষা করিয়াছিল, তত্রত্য আয় তত্রত্য ব্যয়েই পর্য্যবসিত হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশাধিকারিগণ আপনাদের উপরি-পদস্থিত প্রধানগণকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আপনারা স্বাধীন হইয়া বসিয়াছিল। তাহারা কেবল আপনাপন স্বার্থসাধনেই তৎপর, কাহারো প্রতি কাহারো সদ্ভাব ছিল না। এজন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদেরও অভাব থাকে নাই। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতবাসী ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতীয়েরা নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক লোকসাধারণের গম্য পথ অবরোধ করিয়া থাকিত; এবং বণিক্, পথিক, বরকন্যা, যাহাকে পাইত, তাহারই সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে আপনাদের বন্য নিকেতনে লইয়া যাইত। ধর্ম্ম-যুদ্ধ-নিপুণ রাজপূতদিগের তেজ ও ধর্ম্ম ও বুদ্ধি এমনই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা সেই সকল অসভ্যজাতীর সহিত মিলিত হইয়া লোকদিগের উপর উপদ্রব করিত। এই উচ্ছঙ্খল অবস্থায় কিরূপে রাজ্যের শান্তি-স্থাপন-প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

উদয়পুর-রাজধানী পূর্ব্বে ৫০সহস্র গৃহ ও তদুপযুক্ত লোকদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহার তিন সহস্র গৃহেও যথেষ্ট লোকছিলনা। অবশিষ্ট গৃহ গুলি পতনোন্মুখ হইয়া ছিল। লোকেরা সেই সকল গৃহহইতে কাষ্টখণ্ড লইয়া আবশ্যকমত ইন্ধনের কার্য্য করিত। ১৮১৮খ্রীষ্টাব্দে মিবার রাজ্যের ৪০,০০০ চল্লিস সহস্র টাকার অধিক আয় সঙ্গৃহীত হয় নাই। মহারাজা এসময়ে এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে তাঁহার ৫০টীর অধিক ঘোটক ছিলনা। তিনি কোটা রাজ্যের অধিপতি জালিম সিংহের সাহায্যেই এপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় ব্রিটিশ-রাজের প্রতিনিধি কিরূপে রাজ্যের শান্তি-সংস্থাপন ও উন্নতি-সাধন করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মিবারের সৌভাগ্যাবস্থায় তাহার রাজকার্য্য চারি জন প্রধান রাজপুরুষদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত।

১ম, প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী।

২য়, বকসী অর্থাৎ সেনাধিপতি।

৩য়, সুরতনামা অর্থাৎ আয় ব্যয় প্রভৃতির হিসাব ও দলিল রক্ষক।

৪র্থ, সহী অর্থাৎ আদেশপত্র-রক্ষক।

প্রথম, প্রধান। যে বংশের কেহ কখন সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই এতাদৃশ-বংশীয় লোককে প্রধানপদ অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব প্রদান করা হইত। তাহার হস্তে ভূমি সম্পর্কীয় ও আয়ব্যয় সম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্য-ভার সমর্পিত থাকিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও রাজকর-সঙ্গ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার অধীনে চৌদ্দটী ঘোড়া অর্থাৎ কার্য্য-বিভাগ ছিল, তাহাতে রাজ্যের ব্যয় সঙ্ক্রান্ত সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

দ্বিতীয়,বকসী। যে বংশের লোকেরা প্রধানপদবীতে অভিষিক্ত হইতেন তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অথচ অসৈনিক বংশোৎপন্ন, এমন লোককে বকসী বা সৈন্যাধিপতি পদপ্রদত্ত হইত। তাহার কার্য্য সৈন্য ও ভূমি উভয় সম্পর্ক মিশ্র, তিনি সৈন্যের হিসাব রাখিতেন, আবশ্যকমত সাময়িক (ঠীকা) সৈন্যসকল নিযুক্ত করিতেন, ও তাহাদের বেতনাদি প্রদান করিতেন। অপর তিনি এক একটী সৈন্য দলের উপরে এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

সৈন্য-বল প্রেরণ করিতেন। বক্সী যখন কোথাও গমন করিতেন, তাঁহার সঙ্গে রাজকীয় পতাকা যাইত ও ঢক্কাবাদিত হইত। তাঁহার আহ্বানে রাজ্যের অত্যুচ্চ সম্ভ্রম সম্পন্ন পুরুষেরাও একত্রিত হইতেন। তাঁহার হস্তহইতে সমুদায় অধিকারও বাজেআপ্তি-পত্র বাহির হইত। বক্সীর অধীনে চারি জন প্রধান কার্য্য-সম্পাদক থাকিত। তাহাদিগের এক জন অধিকার-পত্র-সকল লিখিত; দ্বিতীয়ব্যক্তি আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিত; তৃতীয় ব্যক্তি অধিকারপত্র সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত; চতুর্থ ব্যক্তি সমুদায় কাগজ পত্রের প্রতিলিপি রাখিত।

তৃতীয়, স্থুরতনামা। রাজপুরের সমুদায় ব্যয় স্থুরতনামার হস্তদিয়া নির্ব্বাহিত হইত। স্থুরতনামা ব্যয়ের অনুমতি দিতেন, ও তাহার হিসাব রাখিতেন। তাঁহার চারি জন সহকারী থাকিত। তাহারা প্রাত্যহিক আয়ব্যয় স্থিতির বিষয় বিজ্ঞাপন করিত।

চতুর্থ, সহী।—ইঁহার উপরে স্বরাজ্য ও অপর রাজ্য সঙ্ক্রান্ত তাবদীয় লিপি লিখনের ভার অর্পিত ছিল। তিনি রাণার দানপত্র ও তদ্দত্ত অধিকার-পত্র-সকল লিখিতেন, এবং রাণা ধর্ম্মার্থ যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিতেন তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

প্রাত্যাহিক দান অবধি পাট্টা পর্য্যন্ত সমুদায় কাগজপত্রে সকল মন্ত্রী স্বাক্ষর করিতেন। ইহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শাসন রক্ষা হইত। রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধীয় এই উচ্চপদাধিষ্ঠিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত রাণার স্বনিয়োগে নিম্ন-শ্রেণী-ভুক্ত ছত্রিশটী অধ্যক্ষের অধীনে ছত্রিশটী "কারখানা" প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বিচারকগণ ও দপ্তররক্ষক, টঙ্কশালাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ, রাজচিহ্ন-রক্ষক, রত্নরক্ষক, রাজপরিচ্ছদরক্ষক, রাজব্যবস্থাপত্ররক্ষক, পাকশালাধ্যক্ষ, রণবাদ্যাধ্যক্ষ, প্রধান পরিচারক এবং অন্তঃপুররক্ষক, এইকয় ব্যক্তিই প্রধান।

মিবারের রাজকীয়-পদ উত্তরাধিকারি পরম্পরায় অধিকৃত হইত। এজন্য সাধারণ লোকে তদ্বিষয়ে আশারূঢ় হইত না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মিবারের রাজ্যের পুনরভ্যুদয়ের জন্য সযত্ন হইলেন, তখন তদ্দেশীয়ের না কাহারো কোন প্রশংসনীয় গুণ ছিল, না কাহারো কোন প্রভাব বা সততা পরিলক্ষিত হইত। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ পাঞ্চোলী বা উমরাচাঁদের বংশীয়দিগের মধ্যেও কাহাকেও উপযুক্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু তখনো মিবাররাজ্যের উন্নতির মূল একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; তখনো বিলক্ষণ আশা ছিল যে ক্ষেত্র ও কর্ম্ম পাইলেই সকলের বুদ্ধি ও বল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।

রাণা বুদ্ধি বিদ্যা ও বিবেচনাতে অতি নিপুণ-ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার অত্যুন্নত বংশমর্য্যাদাও তাঁহার অন্তরে জাগরূক্ ছিল। কিন্তু তিনি ক্রীড়া কৌতুক-পরতন্ত্র হইয়া রাজ্যের এই অভাব-সকল পরিপূরণে একান্ত অসমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি তদনুরূপ কিছুই করিতেন না।

ব্রিটিশ-রাজপ্রতিনিধি বিবেচনা করিলেন, রাজ্যের প্রধানগণকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে হইবে। যদি তাঁহারা এখানে উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের রাজবশ্যতা স্বীকার করা হইবে।

এইসকল প্রধানপুরুষ একান্ত রাজবিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ শপথ করিয়াছিল যে বরং স্ত্রীলোকের নিকট মস্তক অব-

নত করিব, কিন্তু রাণার অধীনতা স্বীকার করিব না। কিন্তু ইংরাজদিগের নামে সকলেই এরূপ তটস্থ হইয়াছিল যে ব্রিটিশ প্রতিনিধির আজ্ঞাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। নীতিশূন্য অসভ্য হামিরাজাতীয় ও বক্রবৈর চণ্ডাবৎবংশীয় প্রধানগণ ওরাজআজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিল। অল্পদিনমধ্যে রাণা দেখিলেন, তাঁহার সভা রাজ্যের প্রধান পুরুষগণে পরিপূরিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রিটিশ-রাজ-প্রতিনিধি মিবার-রাজ্যের প্রধান স্তম্ভসকলে শৃঙ্খল যোজনা করিলেন, কিন্তু এখনো দেশ প্রজাশূন্য রহিয়াছে; অতএব অবিলম্বে তিনি পলায়িত প্রজাগণের পুনরানয়ন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

যাহারা মিবাররাজ্য-হইতে পলায়ন করিয়া অন্যান্য দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই সেই দেশস্থ লোকদের সহিত বাধ্যবাধকতা জন্মিয়া ছিল। কিন্তু রাজপূতদিগের হৃদয়-হইতে স্বদেশানুরাগ অন্তর্হিত হইবার নয়। যেমন তাহারা স্বদেশের শান্তি-সংস্থাপন-ঘোষণা প্রাপ্ত হইল, অমনি তাহারা দলে দলে আপনাদের "বাপোতা" অর্থাৎ পৈতৃক-ভূমির অধিকার করণ মানসে মিবারে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। এক সময়ে যেখানে শত সহস্র গৃহ-শ্রেণী অগ্নিতে ভস্মীভুত হইয়াছিল, কৃষ্যুপযোগী পশু-সকল পালে পালে শত্রু-শিবিরোদ্দেশে তাড়িত হইয়াছিল, ক্ষেত্রস্থিত অমূল্য-শস্য-সম্পত্তি মহারাষ্ট্রীয় অশ্বগণ ছিন্ন ভিন্ন ও কবলিত-করিয়াছিল, এবং অলভনীয় অর্থের পরিবর্ত্তে দেশের প্রধান-পুরুষগণ বন্দীভাবে নীত হইয়াছিল,—সেই উৎসন্নপ্রায় মিবার-রাজ্যে পুনরায় শান্তি-সংস্থাপন, বহুদিনান্তরিত ও পরস্পরের পরিচয়াক্ষম বার্দ্ধক্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের স্বদেশ সমাগম, এবং অর্দ্ধবিনষ্ট গৃহের সংস্কার ও মার্জ্জনা, এই অশাতীত অসম্ভাবিত ঘটনার ঘটনা কি আনন্দ কর, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

প্রথমে (১৮৭৫ সংবৎ) ৩রা শ্রাবণ তিন শত কৃষক তাহাদের কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া রাজপতাকা ও বাদ্যোদ্যম-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গণেশের মন্দির নির্ম্মাণ ও চিত্র-পটে তাঁহার পূজা করিয়া কুপাসুন-প্রদেশে সংস্থাপিত হইল। সেই দিন হইতে ও ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত রাণার সন্ধির পর আট মাসের মধ্যে এককালে তিনশতের অধিক নগর ও গ্রাম লোকপরিপূর্ণ হইল, এবং যেসকল ভূমি অনেক কাল লাঙ্গল-স্পর্শ-বিরহিত হইয়া ছিল, তাহা কর্ষিত হইল।

এইরূপে মিবারের প্রধান গণ বশীভূত ও প্রজাগণ সমানীত হইল, কিন্তু এখনও একটী মহান্ অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় পণ্য-ব্যবসায়ী ও মুদ্রাব্যবসায়ী বণিগ্‌গণ মিবার-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহারা এখনো বর্ত্তমান, তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব ও দুর্দ্দশাপন্ন। দেশে কৃষি ও বাণিজ্যাদির মূলধন বা সাহায্যের সম্পূর্ণ অভাব। বাণিজ্যনিপুণ ইংরাজজাতি বাণিজ্য-বিষয়ে অতি অভিজ্ঞ। তাঁহারা যে সোরাষ্ট্র বারাণসী, দিল্লী, জসলমীর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরীর মধ্যবর্ত্তী দেশে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত করিবেন, তাহার বিচিত্র কি? সেই ক্ষণে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের উপর সর্ব্বসাধারণের যথোচিত শ্রদ্ধা ছিলনা। অতএব ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনধি রাণার ঘোষণা-পত্রের সহিত আপনারও এক ঘোষণা পত্র

ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য-বিষয়ে প্রধানসকলের মধ্যে প্রচারিত করিলেন; এবং স্থানে স্থানে হাট্ আড়ত মুদ্রাগার বসাইয়া ও শুল্ক বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এ রূপ সুকৌশলে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই মিবার-রাজ্যে বাণিজ্যলক্ষ্মী সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমানা হইলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীলবার-নামক একটী স্থান বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হইয়া উঠিল। ১৮২২খ্রীষ্টাব্দে ভীলবারাতে তিন সহস্রের অধিক গৃহ প্রধানতঃ পণ্যব্যবসায়ী মুদ্রাব্যবসয়ী ও শিল্পিগণদ্বারা অধিবাসিত হইয়া ছিল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১ "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথম ভাগ। মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ পর্যন্ত। শ্রীযুত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত"। এইখানি পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তক; ইহাতে নূতন কিছুই নাই; অতএব আমাদিগেরও বক্তব্যাভাব। পরন্তু ইহার দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ইহা বালকের যোগ্য শুদ্ধ হইয়াছে ইহা বলিতে পারি না। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে "সিন্ধু নদীর" উল্লেখ আছে; আমাদিগের বোধ ছিল সিন্ধু একটী নদ, নদী নহে। তৎপরে লিখিত আছে "দাক্ষিণাত্য বহুদিন অবধি অপরিজ্ঞাত ছিল"। ইহাতে যদি দক্ষিণ-দেশের উল্লেখ হইয়া থাকে তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য শব্দটী অশুদ্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দক্ষিণ-দেশে উদ্ভূত পদার্থের নাম দাক্ষিণাত্য, দেশের নাম নহে। যদি পাশ্চাত্যাদি শব্দের অনুকরণে শব্দটী ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তবে পাণিনীর উচ্ছেদ করিয়াছেন। তদনন্তর ইলাকে মনুর কন্যা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; তাহা মহাভারতের বিবরণানুযায়ী নহে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কৈকেয়ীকে পুনঃ পুনঃ কেকয়ী বলিয়া লেখা হইয়াছে; ইহাও অশুদ্ধ। অপরস্থানে এইরূপ বর্ণগত ও বিষয়গত অনেক ভুল আছে। বালকদিগকে ঐরূপ ভ্রমের উপদেশ দেওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

২। "গণিতাঙ্ক প্রথম ভাগ"। এই পুস্তক নর্ম্মাল ইস্কুলের ছাত্র ও বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ বালকগণের নিমিত্ত শ্রীসারদা প্রসন্ন সরকার প্রণীত। অভিদেয় সাধনার্থে এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বঙ্গীয় বালকবৃন্দে যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

৩। "হিত শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ। শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত"। এই পুস্তকখানিও সমাদরের যোগ্য। বন্দোপাধ্যায়মহাশয় শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ নিপুণ, অতএব তাঁহার রচনা যে সমিচীন হইবে ইহা সম্ভাব্য বটে; পরন্তু নরদেহের স্থানে স্থানের যে বর্ণন ইহাতে আছে তাহার উপদেষ্টা প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ কঠিন।

৪, "বন্ধু বিয়োগ"। ৫, "নিশর্গ দর্শন" ৬, "প্রেমপ্রবাহিনী"। এই তিন খানি কাব্য শ্রীযুক্ত হীরালাল (বিদ্যা) চক্রবর্ত্তীদ্বারা প্রণীত। এই লেখকের রঙ্গসুন্দরী নামক কাব্য আমরা এতৎপত্রের পঞ্চম পর্ব্বে সমালোচিত করিয়াছি। বর্ত্তমান কাব্যত্রয়ে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কিছুই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু স্থানে স্থানে অনেক সদ্ভাব লক্ষিত হয়। এ গ্রন্থগুলি পাঠের নিতান্ত অযোগ্য নহে।

৭। "পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তে দেবতা, অসুর অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, কিন্নর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, প্রজাপতি, এবং রাজগণ, বীরপুরুষ, পণ্ডিতমণ্ডল, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবরণ সম্প্রতি পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, নাটিকাদি গ্রন্থহইতে সঙ্গ্রহপূর্ব্বক যথাসাধ্য সরল ভাষায় সঙ্কলিত করাহইয়াছে"। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত ডব্লু অব্রাত্রন স্মিথ সাহেব। ইনি বহুকাল বঙ্গভাষা ও এতদ্দেশীয় শাস্ত্রের আলোচনা করায় প্রস্তাবিত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ, তথা কএটী বাঙ্গালী-সংবাদ-পত্রের সাম্পাদক্যদ্বারা রচনা-চাতুর্য্যও বিলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদ্বারা এই বৃহৎ আয়াস সুসাধ্য হইবে ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রকটিত খণ্ডটী তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ উপস্থিত। ইহাতে যে সকল শব্দ সন্নিবেশিত করাহইয়াছে তাহার বিবরণ সুচারু হইয়াছে, এবং তদনুরূপ সর্ব্বত্র হইলে গ্রন্থখানি যে উপাদেয় হইবে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পরন্তু ইহাও আমাদের বক্তব্য যে শব্দ-সমাহরণে গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সিদ্ধসঙ্কল্প হইতে পারেন নাই; অনেকগুলি মনুষ্য স্থান ও বৃক্ষের নাম চ্যুত হইয়াছে। অবতার বলিয়াই হউক, বা পণ্ডিত বলিয়াই হউক, বা গ্রন্থকার বলিয়াই হউক, অদ্বৈত প্রভুর নাম হিন্দুশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে অবশ্য গণ্য হইবেক, অতএব তাঁহার নাম ত্যাগ করা দূষণীয় মানিতে হইবে। গ্রন্থের প্রমাণ গুলিও অত্যন্ত শিথিলভাবে লক্ষিত হইয়াছে, সাধারণের পক্ষে তাহাতে উপকারের সম্ভাবনা নাই। কোন বিষয় মহাভারতে কি অমুক পুরাণে আছে বলায় কোন ফল হয় না, কারণ তাহার নির্দ্দেশ নাকরায় তাহা সপ্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়। অপর অনেক বিষয় আছে যাহার বিবরণ এক পুথীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন-প্রকার লিখিত হইয়াছে, অতএব তদর্থ তাহার স্থানের নির্দ্দেশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। নামমধ্যে গ্রন্থকার "পুরাণ, মহাপুরাণ, ও উপপুরাণ" এই তিনের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ তিন-প্রকার গ্রন্থ আমরা কদাপি দেখিও নাই শ্রুতও হই নাই। আমাদিগের বোধে "পুরাণ ও উপপুরাণ" এই দুই জাতীয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে পুরাণকে কখন কখন মহাপুরাণ বলিয়া লক্ষ্য করাযায়, অতএব এবিষয়ে গ্রন্থকারের উপদেশের অপেক্ষা রহিল; বোধ হয় কোন নূতন-জাতীয় গ্রন্থের উদ্দেশে উহার অন্যতর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ প্রস্তাবিত গ্রন্থকারের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল নামের আড়ম্বরের নিমিত্ত এক জাতীয় গ্রন্থের দুই নাম প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভাব্য নহে। এতদ্দেশে ইংরাজদ্বারা সঙ্কলিত রচনা প্রায়ই হৃদ্য হয় না; পরন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তদ্বিষয়ের আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। অপিতু নিম্নোদ্ধৃত অথর্ব্ব-বেদসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তদ্বারা পাঠকবৃন্দ আপন আপন অভিপ্রায় স্থির করিতে পারিবেন। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে গ্রন্থ খানি অনেকের পক্ষে উপকারী হইবে, অতএব ইহার সমাদর করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

"অথর্ব্ব। চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর-দিগের মুখ হইতে বিনিঃসৃত।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা বায়ু, লিঙ্গ, কূর্ম্ম পদ্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ। পরন্তু ভাগবতে লিখিত আছে অথর্ব্ব বেদ ব্রহ্মার পূর্ব্ব-দিগের মুখ হইতে বহির্গত। বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আবার লিখিত আছে প্রথমে যজুর্নামে একই বেদ ছিল, পরে দ্বাপরযুগে ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিভাগে বিভক্ত করেন, করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করি-

লেন। সুমন্ত মুনি এই বেদ নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখাইলেন। তিনি আবার তাহা দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ দেবদর্শকে, অন্য অংশ পথ্যকে দিলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মাবলি, শৌল্কায়নি এবং পিপ্পলাদ নামে দেবদর্শের চারি জন শিষ্য ছিলেন, এবং জাজলি, কুমুদাদি, ও শৌনক নামে পথ্যেরও তিন জন শিষ্য ছিলেন, ইহাঁরা প্রত্যেকে এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। শৌনক আবার তাঁহার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বভ্রুকে, অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে দিয়াছিলেন। তাহাতে সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশনামে দুইটী শাখা হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, সুমন্ত অথর্ব্ববেদ নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখান, কবন্ধ তাহা দুইভাগ করিয়া এক ভাগ দেবদর্শকে অপর ভাগ পথ্যকে দেন। দেবদর্শ যে ভাগ প্রাপ্ত হন তাহা হইতে আবার দেবদর্শী ও পৈপ্পলাদী নামে দুইটী শাখা হয়, এবং পথ্যের শিষ্য যে শৌনক তাঁহার নামেও অপর একটী শাখা হইয়াছে, ঐ শাখার নাম শৌনক শাখা।

"অথর্ব্ব বেদের সংহিতাতে পাঁচটী কল্প আছে, যথা নক্ষত্রকল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প।—বিষ্ণুপুরাণ। এই বেদের ৫৯৮০ শ্লোক।—বায়ু পুরাণ।

"কোলব্রুক সাহেব লেখন যে অথর্ব্ববেদের সংহিতাতে ২০ কাণ্ড আছে; এই কাণ্ডসকল অনুবাক সূক্ত এবং ঋকে বিভক্ত। অনুবাকের সঙ্খ্যা এক শতের অধিক, সূক্ত সাত শত ষাটের উপর, এবং ঋকের সঙ্খ্যা ৬০১৫। অথর্ব্ববেদে শত্রুবিনাশ নিমিত্ত নানা প্রকার মন্ত্র, অনিষ্ট নিবারণ এবং আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা ও দেবগণের অনেক স্তবস্তুতি প্রভৃতি বিষয় আছে। অথর্ব্ববেদের ৫২টী উপনিষৎ। ১ মুণ্ডক। ২ প্রশ্ন। ৩ ব্রহ্মবিদ্যা। ৪ ক্ষুরিকা। ৫ চুলিকা। ৬ এবং ৭ অথর্ব্ব শিরা। ৮ গর্ভ। ৯ মহা। ১০ ব্রহ্মা। ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। মাণ্ডুক্য। ১৬ নীলরুদ্র। ১৭ নাদবিন্দু। ১৮ ব্রহ্মবিন্দু। ১৯ অমৃতবিন্দু। ২০ ধ্যানবিন্দু। ২১ তেজোবিন্দু। ২২ যোগশিক্ষা। ২৩ যোগতত্ত্ব। ২৪ সন্ন্যাস। ২৫ অরণ্য অথবা অরণিজ। ২৬ কণ্ঠশ্রুতি। ২৭ পিণ্ড। ২৮ আত্মা। ২৯ অবধি ৩৪ পর্য্যন্ত যে ছয়খানি উপনিষৎ আছে তাহার নাম নৃসিংহ তাপনীয়। ইহার আবার দুই ভাগ আছে; প্রথম ভাগ ৫ খানি উপনিষৎ, তাহার নাম পূর্ব্ব তাপনীয়, এবং দ্বিতীয়ভাগ এক খানি মাত্র উপনিষৎ, তাহার নাম উত্তরতাপনীয়। ৩৫ উপনীষৎ কথাবল্লীর প্রথম ভাগ। ৩৬ উপনীষৎ কথাবল্লীর (? কঠবল্লী) দ্বিতীয় ভাগ। ৩৭ কেন। ৩৮ নারায়ণ। ৩৯ বৃহন্নারায়ণের প্রথম ভাগ। ৪০ বৃহন্নারায়ণের দ্বিতীয় ভাগ। ৪১ সর্ব্বোপনিষৎসার। ৪২ হংস। ৪৩ পরম হংস। ৪৪ আনন্দবল্লী। ৪৫ ভৃগুবল্লী। ৪৬ গরুড়। ৪৭ কালাগ্নি রুদ্র। ৪৮ ৪৯ রামতাপনীয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ৫০ কৈবল্য। ৫১ জাবাল। ৫২ আশ্রম*।

"অথর্ব্ব যে বেদ মধ্যে গণ্য ইহা সকলে কহেন না। মনুতে কেবল ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদেরই উল্লেখ আছে, অমরকোষেও তাহাই লিখিত। উভয়েই অথর্ব্ব শব্দ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বেদ বলিয়া নহে। যজুর্ব্বেদেও অথর্ব্ব-বেদের কোন প্রস্তাব নাই, ঋগ্বেদের ভাষ্যকারও তিনটী বেদের উল্লেখ করিয়া কহেন ঋগ্বেদ অগ্নিহইতে, যজুর্বেদ বায়ুহইতে, এবং সামবেদ সূর্য্যহইতে আবির্ভূত। কুল্লুক ভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে এই তিন বেদ এক কল্পে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যহইতে,

* প্রাগুক্ত উপনিষদ্গুলি সকলেই আর্থবণ নহে, পরন্ত তদ্বিষয়ের আলোচনা এ স্থলে কর্ত্তব্য নহে।

কল্পান্তরে ব্রহ্মাহইতে বহির্ভূত। পরন্ত সামবেদের ছান্দোজ্ঞ (? ছান্দোগ্য) উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব্ব চতুর্থবেদ, এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ। উইল্সন্ সাহেব কহেন, অথর্ব্ব বেদমধ্যে গণ্য নয় বরং বেদের ক্রোড়পত্র স্বরূপ"।

৮। "মালবিকাগ্নিমিত্রং। নাটকং। মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতং। গবর্ণমেণ্টসংস্কৃতপাঠশালাস্থাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যেণ কৃতবিষমপদব্যাখ্যাসমলঙ্কৃতং"। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিদ্বন্মণ্ডলীমধ্যে ও সংস্কৃতগ্রন্থের সংস্করণে এক জন অগ্রগণ্য; তাঁহার কৃত টীকা যে সমীচীন হইবে ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে, এবং বর্ত্তমান পুস্তকপাঠে সে আশা কোনমতে নিষ্ফল হয় না; ফলে গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পরন্ত সত্যের অনুরোধে আক্ষেপের সহিত আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে যে শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে শ্লোক কয়েকটীর উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের সময় নিরূপিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের আস্থা হয় নাই। জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থ কালিদাসের কৃত কি না তাহা আমরা স্থির করিয়া কহিতে পারি না; পরন্ত তাহার রচনা ও কয়েক বিষয় দৃষ্টে তাহা অপরের কৃত বোধ হয়। অপিচ তাহাতে যে নবরত্নের শ্লোক আছে তদুক্ত বরাহমিহির যদ্যপি বরাহ-সংহিতার কর্ত্তা বলিয়া অভিপ্রেত হয় তাহাহইলে ঐটী অগ্রাহ্য, কারণ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে বরাহ-মিহির সংবৎ অব্দের প্রচারকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের পরে কএক শত বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট আপন "আর্য্যাষ্টোত্তরশত" গ্রন্থে আপন জীবন-কাল-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্য্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ। ত্র্যধিকা বিংশতি রব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ" ॥ ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে তিনি ইংরাজী ৪৭৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাহমিহির আপন "পঞ্চ-সিদ্ধান্ত-করণ" গ্রন্থে এই আর্য্যভট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অতএব তিনি ৪৭৬ অব্দের পরে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। অপিচ ব্রহ্মগুপ্তের "খণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের প্রাচীন টীকায় আমরাজ লিখিয়াছেন, "নবাধিক-পঞ্চশত-সঙ্খ্য-শাকে বরাহ-মিহিরাচার্য্যো দিবংগতঃ" অর্থাৎ ৫০৯ শাকে বরাহমিহির আচার্য্য স্বর্গে গমন করেন। অপর বারাহী সংহিতার টীকায় ভট্টোৎপল বরাহ-মিহির-কৃত তন্ত্রের কএক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে তিনি শকাব্দ ৪২৭বৎসরের পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

ঐ শ্লোক যথা

"সপ্তাশ্বিবেদসঙ্খ্যংশককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাখ্যে ॥
মাসীকৃতে সমাসে দ্বিষ্ঠে সপ্তাহতেষ্টযমপক্ষৈঃ।
লব্ধৈর্যুতোঽধিমাসৈস্ত্রিংশদ্ভ্যুক্তস্তিথি যুতোঽধস্থঃ॥
রুদ্র সমনুশরো নো লব্ধো নো গুণখসপ্তভির্ভ্যুগণঃ।
রোমকসিদ্ধান্তোঽয়ংনাতিচিরংপৌলিশেঽপ্যেবং"॥

এই ও এইপ্রকার অপর প্রমাণ গুলিসত্ত্বে বরাহ-মিহিরকে প্রথম বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মধ্যে গণ্য করা দুষ্কর। সংবৎ অব্দের সৃষ্টিকার বিক্রমাদিত্যের যে নবরত্ন ছিল ইহারও বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই। অধিকন্তু বোম্বাই প্রদেশের এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভৌদাজী ও কএক জন সাহেবেও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কালিদাসও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না; সেই সকল প্রমাণ খণ্ডন বিনা, কালিদাসের কালনিরূপণ সাধারণের; বিশেষ ইউরোপীয়দিগের, বিশ্বাস-যোগ্য হওয়া কঠিন।

৯। "জমীদারী ও মহাজনী হিসাব। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত শ্রীকালী-প্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ"। উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই পুস্তক খানি সমীচীন হইয়াছে, এবং ভরসা করি ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে।

১০। ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র ব্যবহার জরীপ এবং সমস্থলপ্রক্রিয়া, বহুল প্রশ্ন সমেত। শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত প্রণীত"। পূর্ব্ববৎ এই পুস্তক খানিও ছাত্রপাঠ্য, অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য উত্তম, এবং জ্যামিতির যে প্রতিজ্ঞা-গুলি ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে তাহা সরল ও স্পষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ইহাতে যে সকল পারি-ভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় বিহিত হয় নাই। বাঙ্গালী-গ্রন্থে সংস্কৃতপ্রসিদ্ধ পরিভাষাই বিহিত, তাহার অভাবে ইংরাজীর অনুবাদ বা অভীষ্টব্যঞ্জক শব্দ উপযুক্ত বোধ হয়; তদন্যথায় যথেচ্ছাচারিতায় শাস্ত্রের লোপ ও বোধের ব্যাঘাত ঘটে। অপর, এক বিষ-য়ের নিমিত্ত একাধিক পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত ভ্রমজনক ও অবশ্য দূষণীয় মানিতে হইবেক। ইংরাজী "আক্‌সিস্‌" শব্দের স্থানে সংস্কৃত "অক্ষ-দণ্ড" ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সমীচীন বটে; পরন্তু স্থানান্তরে তাহার নাম "মেরুদণ্ড" কেন হইল ইহার অনুভব হয় না। ইংরাজী "জোন্‌" শব্দের প্রতিশব্দে "মণ্ডল" ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা-যদি প্রকৃত হয় তবে স্থানান্তরে "কটিবন্ধ" পদটী কেন প্রযুক্ত হয়? "আর্ক" শব্দের পরিভাষায় "ধনু" ও "চাপ" দুই শব্দের প্রয়োজন কি? পরিভাষায় একএকটী শব্দের একএকটী প্রতিশব্দ বিহিত, তৎপর্য্যায়ের সমস্ত শব্দ তদর্থে প্রযুক্ত হইলে তাহার পরিভাষাত্ব কোথায় রহিল? "সলিড" শব্দের প্রতিশব্দ যদি "ঘন" হয়, তবে "নিটন" শব্দের প্রয়োজন কি? এইপ্রকার অপর কএকটী শব্দ ব্যর্থ গৃহীত হইয়াছে। অপর কএকটী ইং-রাজী শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রন্থকারের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; তাহাতে তিনি অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত করি-য়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তার্থে আমরা "আব্‌সর্ড" শব্দটীর উল্লেখ করিব। তাহার প্রকৃত অর্থ কালার ন্যায় অর্থাৎ বধির যেমত কোন প্রশ্নের অন্যার্থ বুঝিয়া বিপরীত উত্তর দেয় সেই রূপ; অত-এব তাহার জ্ঞাপনার্থে বাঙ্গালিতে "অনর্থক" বা "ব্যর্থ" বা "ন্যায়বিরুদ্ধ" বলিলে বিহিত হয়; তাহার অনুবাদে "অসাধ্য" লেখায় গ্রন্থকার তাহার অপলাপ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞাত আছেন যে মণ্ডলের চতুরস্রীকরণ অসাধ্য, কিন্তু তাহা আব্‌সর্ড নহে। অপর কএকটী শব্দ ইংরাজীহইতে গ্রন্থ-কার অবিকল লইয়াছেন, তাহার কি অনুবাদ অসাধ্য বোধ করিয়াছেন? কি তাহা অবিকল গ্রহণা-ভাবে শাস্ত্রের ব্যাঘাত হয়? যদ্যপি তিনি সকল পারিভাষিক শব্দ অবিকল লইতেন তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া দুই চারিটী অবিকল লওয়ায় তাঁহার অক্ষমতার প্রকাশ পায়। ফলে সংস্কৃতে তাহার প্রতি শব্দের অভাব নাই; অভাব হইলেও তদ্‌বস্তু-বোধক অপর শব্দ অনেক আছে, তাহার অনুসরণ না করা অক্ষমতা বা অলসতার কার্য্য।

১১। "পরমার্থ পদাবলী। শ্রীযুক্ত দ্বারকা-নাথ রায় প্রণীত"। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রামপ্রসাদী ঢঙ্গের ৩২টী গীত আছ, তাহার কোনটীতে বিশেষ চমৎকারিতা বা নূতন ভাবের অংশ নাই, দুই চারি স্থানে "ওয়ারেণ্ট" প্রভৃতি বিচারালয়ের বিলাতি পরিভাষা আছে তাহাতে যে পদ্যের প্রগল্‌ভতা হইয়াছে এমত বোধ হয় না; পরন্তু আমরা এরূপ পদ্যের বিশেষ গুণগ্রাহী নহি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬৪ খণ্ড

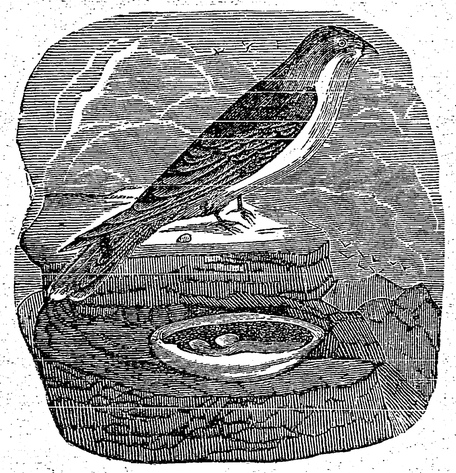

অদ্ভুত খাদ্য।

জগৎপিতা প্রত্যেক জীবের যেবিশেষ২ খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য খাদ্যে তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। গো কি ছাগ তৃণ ও তৃণজাত শষ্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেনা, এবং করিলেও তাহা তাহার দেহের পোষক হয় না। মাংসাশি জীবেরা মাংসপ্রতিই সর্ব্বদা অনুরক্ত; তদভাবে শষ্য বা তৃণ দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিতে বিমুখ। ছাগ-শূকর ইত্যাদির অভাবে ব্যাঘ্রকে কেহ কখন তৃণের উপর নির্ভর করিতে দেখেন নাই। দীর্ঘকাল গৃহে পালিত হওয়াতে কুক্কুর ও বিড়াল অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঐ জীবদিগের খাদ্য নহে, এবং মৎস্য বা মাংস পাইলে তাহারা কখন অন্ন স্পর্শ করেনা। অপর মাং-সাদ জীবের মধ্যে কেহ সদ্যো মাংসপ্রিয়, কেহ বা পূত গলিত মাংসের অনুরাগী। শকুন ওগৃধ্রেরা সদ্যো মৃতদেহ পাইলে তাহার নিকট দুই দিবস বসিয়া থাকে, এবং ঐ কালে তাহা পূত হইলে পরে তাহ ভক্ষণ করে; সদ্যোমাংসাহারি জীব সেই প্রকার পূত মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ পীড়িত হয়। ফলে যাহার যে খাদ্য তাহার জঠরও সেই দ্রব্য পাক করণের উপযুক্ত, তদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য পাক করিতে সক্ষম নহে। এই বিষয়ের আলোচনা করিলে বোধ হয় জগৎপিতা মনুষ্যকে সর্ব্বভুক্‌রূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, কারণ তাহার পক্ষে কোন দ্রব্যই অখাদ্য নাই; জীবজ উদ্ভিজ্জ সদ্যঃ পর্য্যুষিত প্রায়ঃ সকল দ্রব্যই মানবজঠরে অনায়াসে পরিপক্ক হয়, এবং ঐ সকলই তাহার দেহের পুষ্টি সাধন করে। দেশ-ভেদে খাদ্যাখাদ্যের অনেক বিচার আছে, সত্য, কিন্তু তাহা ব্যাবহারিক ও কাল্পনিক; মনুষ্য-দেহের ও জঠরের ক্ষমতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই অভিমতের প্রমাণার্থে আমরা সর্পের উল্লেখ ক-

PAGE(S) MISSING

রিতে পারি; তাহার নামশ্রবণমাত্রেই পাঠকবৃন্দের অনেকে ঘৃণিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু তাহা খাদ্য বলিয়া চীন-দেশের বাজারে বিক্রীত হয়, এবং এতদ্দেশে যে প্রকারে লোকে প্রত্যহ শাক মৎস্যাদি ক্রয় করে, চৈনিকেরা সেইরূপ সর্প ক্রয় করিয়া থাকে। কুক্কুরও ঐরূপে উক্ত দেশে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং কলিকাতায় নব্যদল যে প্রকারে একটী ছাগ ক্রয় করিয়া তাহার মাংসে ভোজ করিবেন বলিয়া হর্ষিত হন, চৈনিকেরা কুক্কুরমাংসে সেই সুখ অনুভূত করেন। পরন্তু যাঁহারা ছাগ ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কুক্কুরের প্রতি দ্বেষ করা বিহিত বোধ হয়না। ইউরোপ-খণ্ডে এ পর্য্যন্ত কুক্কুর-মাংস নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু সম্প্রতি জর্ম্মন ও ফরাসীদিগের যুদ্ধোপলক্ষে পারীনগর জর্ম্মনকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে নগরস্থ লোকেরা নগরস্থ সমস্ত কুক্কুর ভক্ষণ করিয়াছে, এবং মূষিকও তাহাদের খাদ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুমিত হইয়াছে যে বিগত মাসত্রয়ে ফরাসীরা দশ লক্ষ ইন্দুর ভক্ষণ করিয়াছে। আর যে খানে কুক্কুর ও ইন্দুর প্রাত্যহিক আহারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে সেখানে অশ্ব গর্দ্দভ হস্তী প্রভৃতি জীব যে আদৌ উদরস্থ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কেহ কেহ কহিতে পারেন যে এরূপ ঘটনা কেবল যুদ্ধের সময় অন্য আহাররে অভাবে ঘটিয়াছে, পরন্তু তাহাই যে কেবল মাত্র কারণ এমত নহে; যেহেতু ফরাসীরা সর্ব্বদা সরস উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বেঙ্গের সমাদর করেন, এবং যাহারা মণ্ডূকভক্ষণে অনুরক্ত তাহাদের পক্ষে মূষিক বিশেষ নিন্দিত হইবার কারণাভাব। আর প্রকৃত পক্ষে আমরা "কাদাচিঙ্গড়ী" নামে কীটপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া অন্যকে ব্যাঙ্গ খায় বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না। অপর মনুষ্য যে কেবল নানা প্রকার জীব ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট আছে এমত নহে। জীব-দেহহইতে উদ্ভূত বস্তু ভক্ষণে মনুষ্য বিমুখ হয় নাই। মধুথ তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত; পতঙ্গের মুখহইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ পদার্থ দেবদুর্লভ পবিত্র খাদ্য বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। অপর ভারত-সমুদ্রের দ্বীপে এক প্রকার তালচড়াই পক্ষী আছে, তাহা পর্ব্বত-গুহায় আপন মুখের লালাদ্বারা এক প্রকার নীড় নির্ম্মাণ করে; সেই নীড় প্রকৃত অবস্থায় ঐ পক্ষীর পক্ষ ও মলে আবৃত থাকে। ঐ মল ও পক্ষ ধৌত করিলে নীড়টী একখানি শুক্ল ঝিনুকের ন্যায় বোধহয়; এবং তাহা জলে সিদ্ধ করিলে উপাদেয় ঝোল প্রস্তুত হয়। চীনদেশীয়েরা ঐ ঝোলের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তদর্থ প্রতি বৎসর কএক সহস্র মন পরিমিত ঐ নীড় সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া কেবল ধনী লোকেই তাহা ভক্ষণ করে, এবং তাহার এক তোলক পরিমান ৫ টাকায় বিক্রীত করে, সুতরাং ঐ নীড় রজতহইতে পাঁচ গুণ অধিক মূল্যবান্ বলিতে হইবে। চৈনিকদিগের সংস্কার আছে যে ঐ নীড় ভক্ষণ করিলে শরীর সর্ব্বদা নবযৌবন থাকে। পরন্তু আরবীদিগের বোধে এই নীড়াপেক্ষা "রেগমাহী" নামক একপ্রকার টিক্‌টিকী চিরযৌবনের উৎকৃষ্টতর উপায়, এবং তাহারা তাহাই সেবন করে। পরন্তু পক্ষীর লালা কি টিকটিকী ভক্ষণ করিয়া যে কেহ চিরযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা আমাদিগের বিশ্বাস নাই; তাহাতে বিশেষ সুখভোগ হইতে পারে, সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন সম্ভাব্য নহে। কথিত নীড় ও পক্ষীর অবয়ব ৪৯ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইল।

ভাষা রহস্য।

—:-:—

(অন্যহইতে প্রাপ্ত।)

ভারতবর্ষস্থ সুসভ্য আর্য্যেরা মহাসম্রাজ্য স্থাপন, ভূরি ভূরি শিল্পের উদ্ভাবন, বিবিধ জ্ঞানকাণ্ডের সমুন্নতি, করিয়া জন্মভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পরন্তু আর্য্যদিগের ঐ অপ্রতিহত পরাক্রম, অক্ষয় বিভব, অসীম ঐশ্বর্য্য, সকলই গত হইয়াছে। কেবল গরীয়সী সংস্কৃত-ভাষা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া আছে; ও নিস্তেজ, বিগতোৎসাহ, একতাহীন হিন্দুকুলের এখনও এই ভাষা মাত্র মুখজ্জ্বল করিতেছে। এবং ইউরোপস্থ সুসভ্য লোকেরা গাঢ়রূপ সেই সংস্কৃতের অনুশীলনদ্বারা ভাষা-বিদ্যায় অনেক দুরূহ তত্ত্বের সংশয় ভঞ্জন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কিছু পূর্ব্বে ইউরোপে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার উপষ্টম্ভ হয়। তাহাতে ইউরোপের ভাষা সমস্তের পুরাবৃত্ত স্থিরীকরণ এবং আদিম মনুষ্যের ভাষা কি ছিল, তন্নিরূপণজন্য প্রাজ্ঞলোকেরা ভাষা-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তদর্থে সর্ব্বাদৌ হিব্রু ভাষার সমালোচন করা হয়; যেহেতু উপরোক্ত মহাখণ্ডের লোকদিগের এক দারুণ ভ্রম ছিল, যে, হিব্রুই মনুষ্যদিগের আদি ভাষা, এবং তাহা দেবলোকে প্রচলিত ছিল। কুসংস্কারের দাসত্ব স্বীকার করিলে মনুকেও বাতুলতুল্য অপাদার্থ হইতে হয়। পরীক্ষা কালে উপরোক্ত বিষয়ের সন্দেহ দূরীভূত না হওয়াতে অনেকেরই সংশয় জন্মিতে লাগিল। হিব্রু ভাষাকে আদিভাষারূপে সংস্থাপন জন্য কল্পিত নানা কাহিনী অনেকের মনহইতে নির্গত হইতে লাগিল। এরূপ গোলযোগ দেখিয়া বুদ্ধিমান্‌মাত্রেই ভাষাতত্ত্বকে কল্পনার মাহাত্ম্য বলিয়া পরিহাস এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বঙ্গদেশে কতিপয় বিদ্যানুরাগী ইংরাজের প্রোৎসাহে "আশিয়াটিক্ সোসাইটী" নাম পদার্থ-সমালোক-সভা স্থাপিত হয়। উহার প্রারম্ভ কালাবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত-বিদ্যানুশীলনে বিশেষ আগ্রহ উত্তেজিত হইয়াছে। সেই আগ্রাহবলম্বনে বিশিষ্ট ফলও জন্মিয়াছে। সংস্কৃতের সাহায্যবলে এতকাল যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাঁহাদিগকে অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আবরণ উদ্‌ঘাটীত করিয়া দিলেক। বিশিষ্টরূপে প্রমাণদ্বারা সব্যবস্থ হইল যে, ইউরোপীয় ও আর্য্য-ভাষা স্বতন্ত্র নহে; এবং ভাষাতত্ত্বরূপ-দুস্তর-সাগরমধ্যে সংস্কৃত দিঙ্-নিরূপক যন্ত্রস্বরূপ। ইহা অত্যন্ত প্রাচীণ-ভাষা তাহও প্রতিপন্ন করিবার ত্রুটি হইল না। অধুনা আমাদিগের আর্য্য-ভাষাই ইউরোপীয়-ভাষাসমস্তের জ্যেষ্ঠসহোদরা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সংস্কৃতের সংজ্ঞা, ধাতু, স্বর ইত্যাদি উপাদান ভাষাতত্ত্বের জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সংস্কৃতের প্রতি যাঁহারা অসহ্য কটু-ভাষা প্রয়োগ করিয়া ছিলেন তাঁহারা লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "হিন্দুদিগের পূর্ব্বতন আর্য্য-ভাষাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্যবহার করিতেন"। সংস্কৃত যে মূলহইতে উৎপন্ন; ইউরোপের আদি ভাষাসকল সেই মূলহইতেই সমুৎপন্ন; কেবল বহুকাল আর্য্যেরা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করাতে তাঁহাদিগের আদিম মূল ভাষার পুরাবৃত্ত নিরূপিত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে বলিয়া যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে "নন্দ রাজার একশত অব্দ পরে বাচনিক সংস্কতের অপলাপ হয়; তৎকাল অবধি উহা মৃত অবস্থায় পতিত আছে। নন্দরাজার কতকাল পূর্ব্বে সংস্কৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা ধ্যান করিতে গাঢ়সমালোচকদিগের মস্তক ঘূর্ণিত হয়, ও আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর "সংস্কৃত" শব্দের অর্থদ্বারা এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, তদুদ্দিষ্ট ভাষা কোন ভাষার সমীচীনতায় ঐরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এ মীমাংসা কল্পনামাত্র।" এই আপত্তিকারীদিগকে অনুরোধ করি যে নব্য-ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা যে যে কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা অবগত হইতে অযত্ন না করেন।

সংস্কৃতের সহিত এক মূলহইতে উৎপন্ন ভাষাগুলি "আর্য্য-ইউরোপীয়" নামে বিখ্যাত। ঐ আর্য্য ইউরোপীয় ভাষা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে শাতটী ভাষা প্রধানা। তদ্যথা—

১। সংস্কৃত।
২। জেন্দ।
৩। টিউটোনীয়।
৪। ষেলটীয়।
৫। শ্লাবনীয়।
৬। গ্রীক্।
৭। লাতিন।

আলেক্‌জন্দরের সহযাত্রী কিংবা বাক্‌ত্রিয় অধীশ্বরদিগের অনুচরগণ এদেশে আসিয়া তৎসময়ে যে কোন্ কোন্ প্রচলিত ভাষা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন প্রাচীনেরা তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু প্রমাণিত হইয়াছে, সংস্কৃতহইতে ক্রমে প্রাচীন পালী ও প্রাকৃতের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ও জৈন উপাসকেরা পালী ও প্রাকৃতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করাতে অবিলম্বে তদানীং উক্ত ভাষার সমুন্নতি হইয়াছিল। পালী প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনা। শাক্য মুনি পালী-ভাষায় বৌদ্ধ-মত প্রচার করিয়া ছিলেন। ২৫৮৫ বৎসর অতীত হইল শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে পালী-ভাষা প্রচলিত ছিল।

সিংহলদ্বীপে পালী-ভাষা "জৈনবচন" নামে প্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন যিহুদী জাতির ন্যায় বৌদ্ধেরা পর্ব্বত-গাত্রে অসাধারণ ঘটনাসকল লিখিয়া রাখিতেন, এবং সেই লেখনের ভাষা পালী সংস্কৃত যেরূপ এতদ্দেশীয় ভাষার মধ্যে গরীয়সী পলী-ভাষাও তদ্রূপ পর্ব্ব-দেশস্থ ব্রহ্মাদি সকল ভাষার অগ্রগণ্য। তত্রত্য নানা ভাষা পালীমূলক, ঐসকল ভাষা আর্য্য-চীন-নামে অভিহিত হয়।

আর্য্য-চীন ভাষাবলী।

১। মালয়।
২। যৌড়া।
৩। বুগীঃ। (সিলিবিঃ দ্বীপে প্রচলিত)
৪। ভূয়া। (সম্বারাজ্যে প্রচলিত)
৫। বাট্টা। (সুমাত্রা দ্বীপে প্রচলিত)
৬। তাগালা। (ফিলিপিদ্বীপে প্রচলিত)
৭। রুক্‌হেং। (আরাকানে প্রচলিত)
৮। ব্রহ্ম। (ব্রহ্মদেশে প্রচলিত)
৯। মান। (পেগু প্রচলিত)
১০। পহয়ে। (সিয়াম দেশে প্রচলিত)
১১। কহমাঁ। (কাম্বোজ দেশে প্রচলিত)
১২। বল। (লূঃ দেশে প্রচলিত)
১৩। আনাম। (কোচীন চীন দেশে প্রচলিত)

১৪। পালী। (উক্ত কএক দেশের প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভাষা)

পালী ব্রহ্মদেশের সংস্কৃত। আবা ও পেগুতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার বর্ণমালা নাগরী ও চতুষ্কোণ পালী অক্ষরের সদৃশ। সিংহলে দক্ষিণ দেশের ন্যায় তালপত্রে লৌহলেখনীদ্বারা লিপি সম্পন্ন হয়। ব্রহ্ম-দেশের রাহানেরা বলেন যে হূ অর্থাৎ সিংহলদ্বীপহইতেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে সমানীত হইয়াছিল, তৎপরে তাহা চীনদেশে প্রচার করা হয়। ভারতবর্ষের সাহিত্য কেবল পশ্চিম দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এমত নহে; উত্তরভাগে তিব্বত ও পূর্ব্ব-দ্বীপাদি-পর্য্যন্ত তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎতদ্দেশের কাব্য ও উপাখ্যানে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। ব্রহ্মদেশের মনুষ্যেরা মনুসংহিতার স্থল বিশেষকে তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশিষ্টরূপে সমাদর করে, ও কতক হিন্দু-আচার ও নিয়মও রক্ষা করে। পরন্তু তাহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। তত্রত্য রাজকীয় শাস্ত্রাগার অতিবৃহৎ। কর্ণেল সাইম্‌স্ বলেন যে তাদৃশ বৃহৎ পুস্তকালয় আশিয়ার মধ্যে কোন রাজভবনে দৃষ্ট হয় না। তথায় পালীভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অনেক আছে। তদ্ভিন্ন কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, উপাখ্যান, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অপর অপর অনেক বিদ্যার গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থও পালীভাষায় রচিত।

পালী যেরূপ বৌদ্ধদিগের পবিত্রভাষা, প্রাকৃত ভাষা জৈনদিগের সেইরূপ পরম আদরণীয়। মহিশূর, কানাড়া, বরদা, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে অধিক জৈনের বসতি আছে। বেলপুর, আবু, শ্রবণবেল, গুলা, চম্পাপুরী, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থান ইহাদের প্রধান তীর্থস্থল। ঐ সকল স্থানের প্রচলিত জৈন শাস্ত্রসকল প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, এবং তাহাতে প্রাকৃতের অবস্থা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে প্রাকৃত একটী ভাষা নহে; সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল ভাষা এতদ্দেশে প্রথম উৎপন্ন হয় তৎসকলের নাম "প্রাকৃত;" এবং দেশভেদে তাহা নানা প্রকার হইয়াছিল; মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়, সৌরসেনী, পৈশাচ অপভ্রংশ প্রভৃতি বিবধ নামে বিখ্যাত হয়। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে বররুচি প্রধান প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করেন। পরন্তু প্রাকৃতের প্রথম ব্যাকরণকার বররুচি স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন, অতএব তাঁহার প্রমাণ এ বিষয়ের যথার্থ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ মগধদেশে উৎপন্ন মাগধী ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের অপেক্ষা কোনমতে কনিষ্ঠ-নহে। প্রত্যুত ঐ ভাষায় যে পরিমাণ পুস্তক লেখা আছে মহারাষ্ট্রীয়ে তাহার একাংশও নাই। সে যাহা হউক এস্থলে ভাষা-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এই মাত্র মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাকৃত একটী ভাষার নাম নহে, অপিতু কএক ভাষার সাধারণ নাম।

পারশ দেশের প্রাচীন লোকদিগের রীতি, ধর্ম্ম, আকার-গত লক্ষণ অনেক হিন্দু দিগেরই সদৃশ ছিল। অপিচ পারশের জেন্দ নামক ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঐক্য ছিল। অনেক জেন্দ-শব্দ সংস্কৃতমূলক অথবা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তৎপ্রযুক্ত প্রাজ্ঞ লোকেরা জেন্দ-ভাষাকে সংস্কৃতহইতে জাত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বর্ণুফ সাহেব জেন্দ-শব্দের বর্ণোদ্ধার করত অনুমান করেন যে সংস্কৃত এবং জেন্দ ভিন্ন ভাষা, কেবল এক প্রসূতিহইতে উৎপন্ন প্রাচীন কালে আর্য্যকুল দীর্ঘকাল একত্রে এক দেশে বাস করিয়া এক একটী দীর্ঘ পরিবার এক এক দিকে প্রস্থান করিয়া তথায় নিবাস স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতেই আর্য্যভাষা পৃথক্-পৃথক্-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। পরন্তু তদ্বিষয়ের বিচার এস্থলে উদ্দেশ্য নহে।

বল্‌খ-দেশস্থ জরদস্‌ত-নামা এক পণ্ডিত "আবেস্তা" নামক ধর্ম্ম গ্রন্থ জেন্দভাষায় রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ জেন্দশব্দ বেদের ছন্দস্‌-শব্দের অপভ্রংশ। কয়খুষরু, দারা, গুস্‌তাস্প, প্রভৃতি ভূপালগণের আধিপত্য-সময়ে জেন্দ-ভাষা প্রচলিত ছিল। দারা আপনি আর্য্যবংশীয় বলিয়া গরিমা করিতেন। সাসানীয়বংশের রাজাদিগের সময়ে পারশ দেশে পহলবী ভাষা প্রচলিত হয়। তাহা জেন্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুজর্চমিহির-নামা পারশ্য বংশীয় কোন বৈদ্যের আদেশে এদেশহইতে পঞ্চতন্ত্র নামক সংস্কৃত-গ্রন্থের পহলবী-অনুবাদ করাইয়া পারশ দেশে তাহা প্রেরণ করা হয়। উক্ত অনুবাদহইতে প্রায়ঃ বিংশতি-প্রকার ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অধুনা তাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত। পঞ্চতন্ত্রের নাম ইউরোপের কোন স্থানেই বিশেষ বিখ্যাত নহে। অত্যন্ত প্রাচীন কালের জেন্দভাষা প্রায়ঃ লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনেরা বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমা আরাকোসিয়া পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমেই পারশ দেশ; সুতরাং বেদোক্ত আর্য্য-দেশের সীমা-ভাগেই পারশ্য লোকেরা বাস করিত। তাহারা অহুরমজ্‌দ্‌-নামক দেবের উপাসক ছিল। বোধ হয় ঐ শব্দ সংস্কৃত "অসুরমেধস্‌" শব্দের অপভ্রংশ; যেহেতু হিন্দু ও পারশ্যেরা পরস্পরের বিরোধী ছিল, এবং একে যাহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত অন্যে তাহার নিন্দা করিত, এবং সেই ব্যবহারানুসারে হিন্দুরা দেবতার আরাধনা করিয়া অসুরের ঘৃণা করিত, এবং পারশ্যেরা দেবকে ভূত প্রেত দানবের সহিত গণ্য করিয়া অসুরের পূজা করিত। সেই অসুরদের শ্রেষ্ঠকে "অসুর মেধস্‌" অর্থাৎ অসুরশ্রেষ্ঠ অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সকার-স্থানে হকার অপভ্রংশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, এবং এদেশীয় অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং অহুরজ্‌দ শব্দে সেই অপভ্রংশ ঘটিয়াছে, বলায় কষ্টকল্পনা হয়না।

পুরাকালে ভারতবর্ষ দশটী বৃহৎ-প্রদেশে বিভক্ত ছিল; এবং ঐ সকল প্রদেশ-মধ্যে দশপ্রকার হিন্দু জাতি নিবাস করিত। তাহারা পঞ্চদ্রাবিড় এবং পঞ্চগৌড় নামে বিখ্যাত ছিল।

কালক্রমে গৌড়ের অনেক প্রশাখা হয়। দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম-স্থিত-জনপদ বাসিরা সারস্বত-গৌড় নামে খ্যাত ছিলেন। আগরার অন্তর্গত-প্রদেশবাসীগণ কনৌজ-গৌড় নামে বিখ্যাত হন। তিরহুট-নিবাসীরা ত্রিহুটী গৌড় নামে বাচ্য হইতেন। ভাগলপুরের দক্ষিণ-স্থিত-জনপদ-বাসীদিগকে অঙ্গ-গৌড় বলিত। কথিত আছে যে মগধদেশীয় ভূপালগণ অঙ্গ-গৌড়ের বিরুদ্ধে বহুকাল সঙ্গ্রাম করণান্তর শাক্যের জন্মের কিয়ৎকাল-পরে অঙ্গাধীশ্বরের সৈন্যদ্বারা পরাভূত হন; এবং তৎকালাবধি অঙ্গের অধীশ্বরকে করদিতে বাধ্য হন।

প্রাচীন পঞ্চ দ্রাবিড় যথা; তৈলঙ্গ, কর্ণাটক, কানড়া, মহারাষ্ট্রীয়, ও দ্রাবিড়। এই পঞ্চকেরও অনেক অবান্তর ভেদ ও শাখা প্রশাখা হইয়াছে। কোন সময়ে তৈলঙ্গী ভাষা কলিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ ছিল কর্ণাট-দেশের লোকেরা তৈলঙ্গের ও মালাবারী ভাষাকে আরাবি এবং তুগলার বলিত। কর্ণাটক বর্ণ প্রাচীন তৈলঙ্গ অক্ষরের অনুরূপ। বিদরের রাজধানীর সন্নিকট কোন স্থলে মহারাষ্ট্রীয় তেলেগু ও কানাড়ী ভাষা মিশ্রিত হইয়াছে। হিন্দী এ বাঙ্গালার ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সংস্কৃত বাক্য অধিক আছে; এবং কাশ্‌মীরী ভাষায় সংস্কৃতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।

অপর এই পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়-হইতে কালক্রমে অপর অপর অনেক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তথা পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-ভাষা-মাত্র প্রসিদ্ধ ছিল এক্ষণে সেই ভারতরূপ গগণমণ্ডল ভাষারূপ-তারকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যথা বাঙ্গলা, কাশ্মিরী, দেবগড়ীয়, কচ্ছ, সিন্ধি, উচ, গুর্জর, কনকানীয়, পঞ্জাবী, বিকানিরী, উদয়পুরী, জয়পুরী, হরাবতী, মালব, ব্রজ, বুন্দেলা, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, কোশল, মৈথিলী, নেপালী, উৎকল, তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, তুলব ইত্যাদি।

অপর মুশলমান-ভূপতিগণের আধিপত্যসময়ে আর্ব্বী পার্শী ইত্যাদি সেমিটিক বর্গীয় ভাষার প্রকৃষ্ট চলন হয়। এত দ্দশীয় লোকেরা উল্লিখিত ভাষা-শিক্ষায় বিশেষ অনুরক্ত হওয়াতে দেশীয় ভাষা বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিকৃতি প্রাপ্তির আর এক কারণ এই যে, মুশলমান অধীশ্বরেরা এদেশে বহুতর বিদেশীয় সৈন্য আনয়ন করেন। তাহারা এদেশের কোন ভাষাই জানিত না। তাহাদেরমধ্যে পারশ্য, তুরুস্ক, মোগল, আফগান প্রভৃতি নানা জাতীয় মনুষ্য ছিল। উহারা স্বজাতীয় ভাষার সহিত প্রদেশীয় শব্দ যোগে কথোপকথন করাতে ফিরিঙ্গী ভাষারন্যায় এক প্রকার বর্ণশঙ্করভাষার উৎপত্তি হয়। আর্ব্বীভাষায় সৈন্যের শিবির-স্থলকে উর্দ্দূ কহে। উপরোক্ত ভাষা সৈন্যদ্বারা সৃষ্টি হওয়াতে উহা উর্দ্দূ পদের বাচ্য হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুশলমান অধীশ্বরেরা ভারতবর্ষে থাকিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই হেতু আর্ব্বীর ও পার্শীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দূর প্রতি বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন; এবং রাজকার্য্যে তাহাই নিয়োগ করেন। বাঙ্গালা, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি প্রদেশীয় ভাষার অপেক্ষা এই উর্দ্দূ অনেক বিভিন্ন। এদেশে যেরূপ পূর্ব্বে জঘন্য কিতাবতী ভাষা ছিল, পশ্চিমের উর্দ্দূ সেইরূপ জঘন্য কিতাবতী হিন্দী।

—০-০—

মামথ বা যুগান্তরীয় হস্তী।

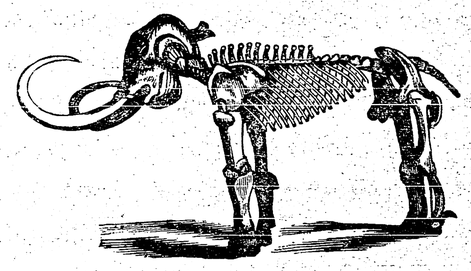

পঞ্চম পর্ব্বে একটী যুগান্তরীয় জীবের বর্ণন বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তৎপাঠে যাঁহাদের আস্থা হইয়াছে তাঁহাদিগের অনুমোদনার্থ উপরে অপর একটী যুগান্তরীয় জীবের কঙ্কাল মুদ্রাঙ্কিত করাগেল। তদ্দৃষ্টেই পাঠকবৃন্দ জ্ঞাত হইবেন যে উহা হস্তি-বিশেষের অবয়ব। বর্ত্তমানের হস্ত্যপেক্ষা ঐ হস্তী বৃহৎকায়, এবং উহার দন্ত ২॥ বা ৩মন পরিমিত হইত। নব্যকালের হস্তিদন্তাপেক্ষা ঐ দন্ত বিশেষ বক্রাগ্রও হইত, তথা ঐ জীবের চর্ব্বণ-দন্তও অসদৃশ ছিল। এই জীব বর্ত্তমান জীবের যুগের প্রাক্‌পূর্ব্বেই জীবিত ছিল, এবং তৎকালে উহা হিমপ্রধান-দেশেই বিচরণ করিত। শত-বৎসর হইল, সিবিরিয়া-প্রদেশের এক বরফের হ্রদে এই জীবের দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা বরফে প্রোথিত থাকায় গলিত হয় নাই, এবং তাহা স্থূল লোমে পরিবৃত ছিল। ইদানীন্তরের

গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় হস্তীর গাত্রে তদ্রূপ লোম জন্মে না, জন্মিলেও তাহা অসহ্য হইত, সন্দেহ নাই। ঐ লোম-দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে প্রাচীন কালের হস্তী শীতপ্রধান দেশেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, গ্রীষ্মে আগমন করিত না। সত্য বটে, যে ঐ হস্তীর সদৃশ বয়ব হিমালয়-পর্ব্বতেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঐ জীবের শীত-সহিষ্ণুতার হানি হয় না, যে হেতু হিমালয়ও শীতপ্রধান দেশ। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে যুগান্তরীয় হস্তীরও জাতিভেদ আছে; তন্মধ্যে কোন২ জাতীয় জীব গ্রীষ্ম-প্রধানদেশে, অপরে শীতল দেশে, বাস করিতে পারিত। তাহাদের অবয়বেরও স্বাতন্ত্র্য ছিল। নর্ম্মদা-নদীতীরে যে হস্তী যুগান্তরে বাস করিত তাহা নব্য হস্ত্যপেক্ষা দুই গুণ বৃহৎ হইত, এবং তাহা গ্রীষ্মসহনে পারগ ছিল, সন্দেহ নাই। এই জীবের পদের ও মস্তকের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এবং কৌতুকানুরাগী পাঠকেরা তাহা আসিয়াটিক সোসাইটীর অদ্ভুত-দ্রব্য-সঙ্গ্রহালয়ে দেখিতে পারেন। প্রস্তাবিত মামথ প্রায়ঃ তদ্রূপ হইত, কিন্তু ইহার দন্ত অত্যন্ত বক্র হইত। হিমালয়ে যে কএকজাতীয় হস্তী পূর্ব্বযুগে নিবাস করিত তাহার মধ্যে দুই জাতীয় হস্তী বর্ত্তমান কালের হস্ত্যপেক্ষা ক্ষুদ্র হইত, অপরে তদপেক্ষা বৃহৎ হইত।

প্রাচীন বৈদিক অন্ত্যেষ্টী-ক্রিয়া।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি প্রাচীন আর্য্যদিগের তদ্বিষয়ক নিয়মহইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গততৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠকাণ্ডে পূর্ব্বতন লোকের সৎকারাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বৌদ্ধায়ন এবং ভরদ্বাজ ঋষিদ্বয়ের সূত্রগ্রন্থে তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্বলায়ন এবং হিরণ্যকেশীনামা সূত্রকারের সঙ্গ্রহেও বৈদিক সৎকারের নিয়মাবলী সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ সমূহে যে সকল নির্দ্দিষ্ট প্রথা প্রতিষ্ঠিত আছে, বর্ত্তমান সৎকারের রীতি হইতে তাহা অনেক অংশে বিপরীত বোধ হয়।

এইক্ষণে যে সৎকার পদ্ধতি বঙ্গদেশে প্রচলিত, তাহা রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব ও অন্যান্য নব্য স্মৃতিকারকদিগের গ্রন্থানুযায়ি। নিম্নলিখিত বৈদিক-নিয়মাবলী-পাঠে পাঠক-মহাশয়েরা প্রাচীন এবং ইদানীন্তন প্রথার বৈলক্ষণ্য ও বৈষম্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদর্থে এস্থলে উভয়ের তুলনা করা গেল না।

আরণ্যকের প্রথমে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক হোমের নির্দ্দেশ আছে। বৌধায়ন বলেন যে মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ হাত ধারণ-পূর্ব্বক গার্হপত্য অগ্নিতে ঐ হোম চারিবার ঘৃতপরিপূর্ণ চমস-দ্বারা সমাধা করিতে হইবে। ভরদ্বাজ বলেন যে আহবনীয় অগ্নিতে ঐ হোম সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। আশ্বলায়েনর গ্রন্থে ঐ হোম মৃত্যুর অব্যবহিত-পরে না হইয়া কিছুকাল বিলম্বে করার বিধি দেখা যায়। যাহাহউক উক্ত তিন মহর্ষি ফলতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে মৃতব্যক্তির বাটীতেই প্রাণত্যাগ হইয়াছে. কারণ জীবদ্দশায় গঙ্গার তটে বা অন্য নদীতীরে লইয়া জাইলে গার্হপত্য অগ্নিতে হোমের উপায় হয়না । অপর ঐ পুস্তকে অন্তর্জলীর কোন উল্লেখই নাই। বস্তুতঃ গঙ্গাযাত্রা এবং অন্তর্জলীর প্রথা অতি আধুনিক, এবং খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চদশ-শতাব্দীর পরহইতে প্রচলিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত হোম নিষ্পন্ন হইলে পর একখানি উড়ুম্বর-কাষ্ঠের খট্বা সঙ্গ্রহ করা হইত, এবং তদুপরি একখানি সলোম কৃষ্ণাজিন এইরূপে বিস্তৃত করিবার আবশ্যক যাহাতে তাহার শিরোভাগ দক্ষিণ দিকে এবং লোমসকল অধোমুখ থাকে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর কি সগোত্রীয় কিম্বা যে কেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবেক সে একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের পরিধীত বস্ত্র লইয়া তাহাকে নূতনবস্ত্র পরিধান করাইত, এবং অপর এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাকে একখানি নূতন, অখণ্ড, দশীবিসিষ্ট বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিছানা কিম্বা একখানি মাদুরে জড়াইয়া, এবং তদবস্থায় খট্বায় শায়িত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে স্বগোত্রীয় উপস্থিত থাকিতে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে শব স্পর্শ করিতে দেওয়া বিহিত নহে; এবং অন্য স্মৃতিকারেরা লিখিয়াছেন যে তাহাতে আশৌচ ঘটে; ও তাহার খণ্ডনার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়; কিন্তু যজুর্ব্বেদের মতে শব লইয়া যাইবার উপায় শকটই প্রশস্ত, এবং বৌধায়নাদি সূত্রকারেরা তদভাবে বৃদ্ধদাসের বিধান করেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রে দাসের উল্লেখ নাই, শকটই একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে অনেক পাঠক চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই; এবং কেহ কেহ আমাদিগের বাক্যে সন্দিহান হইতে পারেন, অতএব তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এস্থলে আমরা বৌধায়নের সূত্রসহ ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্যথা—

"অথৈনমেতয়া আসন্দ্যা সহ তৎতল্পেন কটেন বা সংবেষ্ট্য দাসা প্রবয়সো বহেযুঃ অথৈনম্ অনসা বহন্ত্যেকেষাং অনশ্চেদ্ব্যঙ্গ্যাৎ।"

"ইমৌ যুনজ্মিতে বহ্নী অসুনীথায় বোঢ়বে। যাভ্যাং যমস্য সাদনং সুকৃতঞ্চাপি গচ্ছতাৎ।"

মন্ত্রের অর্থ যথা, "হে মৃত, তোমার প্রাণের বহনার্থ আমি এই দুই বলীবর্দ্দ শকটে যোজনা করিতেছি; ইহাদ্বারা তুমি সুকৃতের লোকে বা যমালয়ে যাইতে পারিবে।"

ঋগ্বেদের সূত্রকার আশ্বলায়ন এক বলীবর্দ্দের বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতেও তদভাবে দাসই প্রসস্ত। প্রাচীন সূত্রকারেরা কেহই ব্রাহ্মণের শবকে শকটে কি শূদ্রদাসদ্বারা শ্মশানে লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না; প্রত্যুত তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন; অধুনা তাহার বর্ণন-শ্রবণেও হিন্দুমাত্রে বিস্ময়ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শবকে শ্মশানে লইবার সময় তৎসহিত একটী গোকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা ছিল। তদর্থে বৃদ্ধা গোই প্রসস্ত, তদভাবে কৃষ্ণা গো, তদভাবে লোহিত কৃষ্ণাক্ষী গো, তদভাবে কৃষ্ণখুরবিশিষ্টা গো, আর এতদ্রূপ কোন গো অপ্রাপ্য হইলে কৃষ্ণবর্ণ অল্পবয়স্ক ছাগ তাহার অনুকল্প। ঐ পশুর পুরোবামপদে রজ্জু বান্ধিয়া লইয়া যাওয়ার বিধান ছিল। অপর শবের গৃহহইতে শ্মশান-স্থান-পর্য্যন্ত পথ তিন ভাগে বিভাগ করা কর্ত্তব্য, এবং প্রত্যেক ভাগ উৎক্রান্ত হইলে শবকে এক২ বার ভূমিতে রাখিয়া একটী ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবার রীতি ছিল।

শ্মশান-ভূমিতে উপনীত হইয়া এক চুল্লি খনন করা কর্ত্তব্য, তাহা শবের বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারণ করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণে দীর্ঘ; পাঁচ বিগত প্রসস্ত, ও ১২ অঙ্গুলী গভীর হইত। ইহার উপর যথাপরিমাণে কাষ্ট দিয়া শব সংস্থাপন করিতে হয়, এবং ঐ শব ব্রাহ্মণের হইলে তাহার হস্তে এক খণ্ড সুবর্ণ, ও ক্ষেত্রীয় হইলে এক

ধনুক, এবং বৈশ্য হইলে একটী মণি দেওয়া যাইত, ও তাহার স্ত্রীকে তাহার বামপার্শ্বে শায়িত করা হইত। তৎপরে দেবর তাহার নিকট গিয়া এক মন্ত্রপাঠ করিত, তাহার অভিপ্রায় এই, "হে মৃত আত্মা, তোমার পত্নী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার শবের পার্শ্বে শুইয়া আছেন। ইনি যত্নে পতিব্রতত্ব পালন করিয়াছেন; ইহাঁকে ইহ লোকে নিবাস করিতে অনুমতি দিন, এবং আপন ধন পুত্রাদিগকে প্রদান করুন"*। তৎপরে ঐপত্নীর বাম হস্ত ধারণ করিয়া কহিতেন; "হে নারি, তুমি এই গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ; উত্থান কর; জীবলোকে আগমন কর, এবং তোমার হস্তধারী বিবাহেচ্ছু ব্যক্তির জায়াত্ব স্বীকার কর। তোমার ধনের বৃদ্ধ্যর্থে, ব্রাহ্মণত্বের সাধনার্থে, তেজের উন্নত্যর্থে এবং বলের বাহুল্যার্থে মৃতের হস্তহইতে সুবর্ণ লইয়া ইহলোকে নিবাস কর। আমরা সুসেবিত ও উন্নতশীল হইয়া সকল শত্রুর পরাজয় করিয়া বাস করিব"†।

এই মন্ত্র পঠিত হইলে পর দেবর ঐ স্ত্রীকে চীতাহইতে উৎথাপন করাইতেন। এই বিধির কোন বিকল্প নাই; এবং ইহাতে সহমরণের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। দেবর উপস্থিত না থাকিলে একজন দাস এই উত্থাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন, এবং তাহা হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কর্ত্তা স্বয়ংমন্ত্র পাঠ করিতেন।

অতঃপর যে গো শবের সহিত আনীত হইত তাহার আলম্ভনের বিধান আছে। ঐ গোর নাম "অনুস্তরণী" বা "রাজগবী"। উহার বলিদান সিদ্ধ হইলে তাহার মেদ শবের মুখ চক্ষু ও মস্তকের উপর, এবং মাংসাদি অপর অবয়ব শবের দেহের স্থানে স্থানে স্থাপিত হইত। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির যজ্ঞ-সাধন যে সকল চমসাদি পাত্র ছিল তাহা তাহার দেহের স্থানে স্থানে রাখিয়া সমস্ত ঐ গোর চর্ম্মে আবৃত করিতে হইত। যদ্যপি কোন দৈব কারণে গোকে বিনষ্ট করিবার ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে তাহার বামপদ ভগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবার রীতি ছিল, এবং তাহার মাংসাদির অভাবে শক্তুদ্বারা অনুকল্প করিয়া শবের উপর স্থাপিত করা হইত। শবের সহিত ছাগ লইয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবারই রীতি ছিল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ইদানীন্তনের বৈতরণীয় গোদান কি এই রাজগবীর অনুকরণ?

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিতার উপর শব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। সেই অগ্নি-সংযোগের মন্ত্রের অর্থ যথা "হে অগ্নি, এই শবকে ভস্মসাৎ ক রওনা; ইহাকে বেদনা দিওনা; ইহার ত্বক্ বা অবয়ব বিক্ষিপ্ত করিওনা। হে জাতবেদস্ এই শব, যথাবিহিত দগ্ধ হইলে ইহার আত্মাকে পিতৃলোকে প্রেরণ করিও"। অতঃপর মন্ত্রের পাঠ ও তর্পণ সমাধা হইলে অগ্নি প্রদানকারী চিতার উত্তরে তিনটী খাত খনন করিত; এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ লোষ্ট্র ও বালুকা দিয়া অসম-সঙ্খ্যক ঘটে জল আনিয়া তাহা পূর্ণ করিত; এবং সৎকারীরা সকলে সেই জলে স্নানানুকল্প করিয়া পবিত্র হইয়া, দুইটী পলাশ শাখা প্রোথিত করিয়া অপর একটী পলাশ শাখা তাহার উপর জুয়ালের রূপে বান্ধিয়া তাহার নিম্নদিয়া প্রয়াণ করিত।

* ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং। বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।"

† "উদীর্ষ নার্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সম্বভূব।"

সুবর্ণং হস্তাদদানা মৃতস্য শ্রিয়ৈ ব্রহ্মণে তেজসে বলায়। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুশেবাঃ বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম"।

দাহকর্ত্তা সকলের শেষে গমন করিতেন, এবং জোয়াল পার হইয়া প্রোথিত শাখাদ্বয় উৎপাটন করিতেন। তদনন্তর সকলে চিতা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন নদীতে গিয়া স্নান তর্পণ করিতেন, এবং দিবসে সৎকার করিলে রাত্রিতে তারা দর্শন করিয়া, ও রাত্রিতে সৎকার করিলে প্রাতঃকালে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন; তৎপূর্ব্ব সমস্তকাল মাঠে বসিয়া থাকিতেন। শ্মশানে যাইবার সময় জেষ্ঠ্যেরা অগ্রে, এবং কনিষ্ঠেরা পশ্চাতে, যাইতেন, কিন্তু বাটী আসিবার সময় কনিষ্ঠেরা অগ্রে ও জেষ্ঠ্যেরা পশ্চাতে আসিতেন।

অতঃপর তৃতীয় বা পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে মৃত-ব্যক্তির স্ত্রী দাহকর্ত্তা ও কএক জন আত্মীয় প্রাতঃকালে চিতার নিকট গমন করিতেন, এবং তদুপরি দুগ্ধ মিশ্রিত জল শেচন করিতেন। তৎপরে দাহকর্ত্তা একটী উদুম্বর দণ্ডদ্বারা তদুপরি আঘাত করিয়া অঙ্গার ও ভস্ম পৃথক্ করত তাহা দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং তিনবার জলশেচন করিয়া তর্পণ করিতেন। ঐ কার্য্য সমাধা হইলে স্ত্রী, আর মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে জেষ্ঠা, অগ্রসর হইয়া দুই গাছি নীল ও লোহিত রজ্জুতে একটী প্রস্তরখণ্ড বান্ধিয়া তদ্দ্বারা বাম হস্তদিয়া অস্থিগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত করিতেন। সকল অস্থি সঞ্চিত হইলে তাহা ধৌত করিতে হইত, এবং ধৌত অস্থি একটী কুম্ভে বা মৃগচর্ম্মে বান্ধিয়া একট শমী কিম্বা পলাশ বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখা হইত। সোমযাজীর অস্থি হইলে ঐ অস্থি পুনরায় দগ্ধ করা হইত, কিন্তু অন্যের হইলে তাহার সমাধি দিবার নিয়ম ছিল।

সমাধির নিমিত্ত কুম্ভের বিধান ছিল। তাহা স্ত্রীর অস্থি হইলে নলবিশিষ্ট বদনার আকার, ও পুরুষের হইলে নলবিহীন, প্রশস্ত। ঐ কুম্ভে অস্থি রাখিয়া তাহা মধু ও দধিদিয়া পূর্ণ করিয়া তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। সমাধি দেওয়া প্রাতে কর্ত্তব্যছিল। তদর্থে জ্ঞাতিস্বজন একত্রে এক নিভৃত স্থানে গিয়া দাহকর্ত্তা আদৌ একখানি চর্ম্ম কিংবা পলাশ কি শমী শাখাদ্বারা তাহা মার্জ্জন করিতেন। তৎপরে হলে দুইটী বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা তথায় ছয়টী শীতা খাত করিয়া তদুপরি জল শেচন করিতেন। তদনন্তর মধ্যস্থ শীতায় অস্থিকুম্ভ স্থাপনানন্তর তাহার আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সর্ব্বৌষধি দিয়া তাহা লোষ্ট্র ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিতেন। তৎপরে তাহার চতুষ্পার্শ্বে কএকখানি ইষ্টকা রাখিয়া তদুপরি তিল নিক্ষেপ করা হইত, ও একখানি কাঁচা খাপরায় কিঞ্চিৎ নবনীত দিয়া তাহা দক্ষিণ দিকে রাখা হইত। তাহার পর ইষ্টকের উপর কিঞ্চিৎ তৃণ বিস্তার করিয়া কতকগুলি পলাশ শাখা ঐ স্তূপের চারিপার্শ্বে পুতিয়া বেড়া দিয়া স্তূপের উপর একটি নল-পুষ্পের চূড়া স্থাপন করার নিয়ম ছিল। ইহার পর কর্ম্মকর্ত্তা আপন দেহে পুরাতন ঘৃত লেপন করত কুম্ভের গাত্র একখানি জীর্ণ বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিতেন। পরে তাহা ইষ্টকোপরিস্থাপন করত পলাশ-শাখাদ্বারা তদুপরি কিঞ্চিৎ জল সেচন করিয়া তদুপরি প্রচুর ইষ্টক দিয়া তাহা আবৃত করিতেন। তদনন্তর কিঞ্চিৎ চরু রন্ধন করিয়া স্তূপের পার্শ্বে পাঁচ স্থানে তাহা রাখিতেন। পরে কিঞ্চিৎ তিল ও যব তাহার উপর ছড়াইয়া তদুপরি ক্রমান্বয়ে বরুণ-শাখা, বহুল ইষ্টক, শমী-শাখা, ও যব দিলেই সমাধি-কার্য্য শেষ হইত। এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে; কিন্তু প্রস্তাববাহুল্য হইবার ভয়ে তাহা এস্থলে লেখিতব্য নহে। এই অস্থি-সঞ্চয়ন

কার্য্যের উদাহরণ রামায়ণে দশরথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দৃষ্ট হয়। কৌতুকানুরাগী পাঠকদিগকে আমরা তাহার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

—o-o—

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"হাভারত, আদিপর্ব্ব নীলকণ্ঠ-কৃত-টীকা-সমেত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ কর্ত্তৃক শোধিত ও ভাষান্তরিত"। ৪ খণ্ড। এই পুস্তকের ক্রমান্বয়ে যথা নিয়মে প্রকাশ দৃষ্টিতে আমরা পরিতৃপ্ত আছি। সম্পাদকদ্বয় উভয়েই সুপণ্ডিত, এবং তাঁহাদের কার্য্য সুচারু হইবে ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়, এবং সে সম্ভাবনা প্রায় সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইতেছে। পরন্তু মহায়াসে মধ্যে২ ব্যাসেরও তন্দ্রাকর্ষণ হয়, অতএব আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা অনুবাদ-বিষয়ে কোন মতে মূলের অন্যথা না করেন। রচনা-চাতুর্য্যের নিমিত্ত অনুবাদে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ সর্ব্বদা দূষণীয়, তাহাতে মূলের ব্যভিচার হইলে শাস্ত্রের সংহার করাহয়। এ বিষয় কিপর্য্যন্ত দূষণীয় তাহা সম্পাদকেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন, অতএব তাঁহাদের সুগোচরার্থে একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে। ভারতের একটী শ্লোক যথা—

"শ্রুতবানসি মেধাবী বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞসম্মতঃ।
যেষাং শাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্নতে মুহ্যন্তি ভারত॥"

ইহার অর্থে সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন, "ভারত, আপনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান্" ইত্যাদি। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে মূলের কোন শব্দে "অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন" এই অর্থ প্রাপ্ত হইল? ও জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন কিপ্রকার সম্ভবে? সত্য বটে যে গুরূপদেশ শ্রবণানন্তর উচ্চারণ করাকেও "অধ্যয়ন" বলা যাইতে পারে। পরন্তু মূলে অধ্যয়ন শব্দেরঅনুপস্থিতিতেও ঐ ভ্রমজনক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? এপ্রকার দৃষ্টান্ত অপর কএকস্থলেও আমাদিগের দৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পণ্ডিতদিগের গোচরার্থে এক সঙ্কেতই যথেষ্ট।

২। "পদার্থ দর্শন। কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থ বিদ্যাধাপক শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ কর্ত্তৃক প্রণীত।" আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। সেই আনন্দের দুই কারণ। এক এই যে মূঢ় লোকে যে কহিয়া থাকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত যুবকেরা মাতৃ-ভাষার অবহেলা করেন সে নিতান্ত অমূলক। প্রস্তাবিত গ্রন্থকার ইংরাজীতে যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইতে পারে তাহা হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধি পাইয়াছেন; তথাপি মাতৃভাষায় বিদ্যার উন্নতি তাঁহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হইয়াছে। অপর ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি অনেকে তদ্রূপ প্রথমেই বাঙ্গালী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভরসা করি তদ্দৃষ্টে সুশিক্ষিত যুবকদিগের মাতৃভাষার প্রতি দেশের অপবাদ অপনোদিত হইবে। আমাদিগের আনন্দের দ্বিতীয় কায়ণ এই যে আলোচ্য গ্রন্থ খানির বিষয় বিশেষ সমাদরণীয়। সম্প্রতি বঙ্গ ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে; কিন্তু তাহার অধিকাংশের বিষয় সাহিত্য, তাহাতে সাধারণ জনগণের জ্ঞানের উন্নতি সর্ব্বোতোভাবে সিদ্ধ হয় না। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি পদার্থ বিদ্যাতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এবং যে পর্য্যন্ত অত্রত্য লোকেরা উক্ত বিদ্যায় তুল্য পারগ না হইবেন

তদবধি তাঁহারা কদাপি বিদেশীয়দিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। পরন্তু ঐ বিদ্যা অনায়াসে সাধনীয় নহে। তদর্থে অনেক শ্রম ও গ্রন্থের প্রয়োজন; এবং তাহার কিছুই সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই। কএক বৎসর হইল গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত পদার্থবিদ্যার কএকটী মূলসূত্র প্রচার করেন; তাহা অনেক বিদ্যালয়ে পাঠিত হইতেছে; কিন্তু তাহা প্রবেশিকা-স্বরূপমাত্র; তাহাতে পদার্থজ্ঞানের অঙ্কুরমাত্র উৎপন্ন হয়; সেই অঙ্কুরের পুষ্টিসাধনার্থে অন্য কোন পুস্তক নাই; এবং তদভাবে সেই অঙ্কুর হইবামাত্র বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত পরিণত; অতএব ইহা অনেকেরই উপকারজনক হইবে, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বিদ্যারূপ অট্টালিকার সূত্রপাতমাত্র; ইহার পর পর গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে প্রকটিত হইলেই ঐ অট্টালিকা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করি যে শিক্ষক ও সাধারণ-জনগণে গ্রন্থকর্ত্তার যথাবিহিত সমাদর ও উৎসাহ সংবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে অপর গ্রন্থের প্রণয়নে প্রনোদিত করেন। গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী-প্রদর্শনার্থ জড়ের প্রাকৃত-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এস্থলে তাঁহার উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

"কতিপয় মূল পদার্থের পরস্পর-সংযোগে এই বিশ্বসংসারস্থ যাবতীয় বস্তু বিরচিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যেরূপ বর্ণমালার কয়েকটী বর্ণ সংযোগে যাবতীয় শব্দই লিখিত হইতে পারে; সেইরূপ কএক-প্রকার মূল পদার্থহইতে নিখিল দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কয়েকটী দ্রব্যের ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার সংযোগে ভিন্ন ভিন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। সংসারে এমন বস্তুই নাই যাহা ইহাদের এক, দুই বা তদধিক পদার্থ ঘটিত নহে। যে বস্তু মূল পদার্থ নয়, তাহা অন্ততঃ দ্বিবিধ-মূল-পদার্থ-সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"যে শক্তিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইলে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত একটী নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাকে রাসায়নিক আকর্ষণ বা রাসায়নিক সম্বন্ধ কহে। সংহতি প্রভাবে কেবল এক জাতীয় পরমাণু সকল আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সম্বন্ধদ্বারা বিসদৃশ গুণ বিশিষ্ট পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া থাকে।

"সংহতি প্রভাবে গন্ধকের পরমাণু সকল গন্ধকের পরমাণুর সহিত এবং পারদের পরমাণু সকল পারদের পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সম্বন্ধের প্রভাবে পারদের পরমাণু গন্ধকের পরামাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ উৎপন্ন হয়।

"সংহতি দ্বারা একটী জলীয় অণু অন্য একটী জলীয় অণুর সহিত একত্র হইয়া থাকে; কিন্তু সম্বন্ধদ্বারা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। মূল পদার্থের পরমাণু সকল কেবল সংহতির অধীন, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুসমূহ সংহতি ও সম্বন্ধ উভয়েরই অধীন।

"সংহতিশক্তিদ্বারা ভিন্ন জাতীয় অণু সকল আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের গুণান্তর হয় না। পরন্তু রাসায়নিক সম্বন্ধ হইলে গুণের সম্পূর্ণ অন্যথা হয়। অম্লজান বায়ু, অজান বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাদের কাহারও কোন গুণের ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে উভয়ে সংযুক্ত হইলে সম্পূর্ণ গুণান্তর দৃষ্ট হয়। অম্লজান বায়ু দাহক, ও অজান বায়ু দাহ্য; কিন্তু এই দুয়ের রাসায়নিক সংযোগে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা না দাহক, না দাহ্য; প্রত্যুত অগ্নি নির্ব্বাপক।

আমরা সর্ব্বদা যে লবণ আহার করি, তাহা ক্লোরিন্ নামক বায়ু ও সোডিয়য়ম্ নামক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু স্বতন্ত্রাবস্থায় এই উভয় দ্রব্যই প্রাণনাশক। আমরা যে বায়ুসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি তাহা অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক দুইটী বায়ু মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; এজন্য বায়ুতে ইহাদিগের উভয়েরই গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুয়ের কোন বিশেষ পরিমাণে রাসায়নিক সংযোগ হইলে, যবক্ষার দ্রাবক নামে যে তরল পদার্থ জন্মে তাহা এরূপ তেজস্বী যে তাহাতে (সুবর্ণ ও প্লাটিনম্) তাবৎ ধাতুই দ্রব হয়। গন্ধক একটী হরিদ্রা বর্ণ কঠিন পদার্থ, এবং অম্লজান একটী বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ; কিন্তু ইহাদিগেরই রাসায়নিক সংযোগে গন্ধক দ্রাবক বা মহাদ্রাবকের উৎপত্তি হয়। এই মহাদ্রাবকের সহিত লৌহ সংযোগে উজ্জ্বল হরিত বর্ণ হীরাকস উৎপন্ন হয়। তাম্র রক্ত বর্ণ, কিন্তু গন্ধকদ্রাবকে দ্রব হইলে যে তুঁতে উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণ গাঢ় নীল। অঙ্গার, অম্লজান, ও অজ্জান ইহারা সকলেই স্বাদবিহীন; কিন্তু ইহাদিগেরই পরস্পর সংযোগে অতি সুস্বাদু শর্করা উৎপন্ন হয়; তাহাদেরই ভিন্ন প্রকার বিনিবেশ বশতঃ স্বাদহীন গঁদ জন্মে। যবক্ষারজান ও অজ্জান দইহারা উভয়েই গন্ধহীন, কিন্তু তদুৎপন্ন আমোনিয়া অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। প্রায় যাবতীয় সুরভি দ্রব্যই অঙ্গারের সহিত অম্লজান ও অজ্জান বায়ুর যোগে উৎপন্ন হয়। অতএব দৃষ্ট হইতেছে, রাসায়নিক সংযোগস্থলে জড়বস্তু সম্পূর্ণ গুণান্তর হইয়া থাকে। বর্ণহীন দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে উত্তম বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কোথাও বা একরূপ বর্ণ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, কোথাও বা স্বাদবিহীন দ্রব্য সংযোগে সুস্বাদু দ্রব্য জন্মে; এবং কোথাও বা গন্ধবিহীন বস্তু হইতে সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।"

২। "প্রত্নকমুনন্দনী"। ১ সঙ্খ্যা। ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা। পূর্ব্বে ইহাতে কেবল সংস্কৃত, কদাচিৎ অল্প বাঙ্গালী, থাকিত; এই নূতন আকারে সংস্কৃতের বাঙ্গালী অনুবাদ দিবার কল্পনা হইয়াছে। সংস্কৃতানুরাগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ সমাদরণীয়, যেহেতু ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে। সম্পাদক এক জন প্রধান পণ্ডিত, এবং তাঁহার শাস্ত্রানুসন্ধানে উৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান খণ্ডে তিনি চারিটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন তাহা পাঠকদিগের সুগোচর করা কর্ত্তব্য; অনেকে ইহার পাঠে চকিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে সম্পাদক রঘুনন্দনের সম্বন্ধে যে প্রকার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাহা করেন নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত একটী উত্তম প্রস্তাবের কয়েক স্থানে কলঙ্ক দিয়াছেন। রঘুনন্দনধৃত বৈদিক ও স্মার্ত্ত প্রমাণসকলের কএকটী প্রাচীন গ্রন্থের অবিকল বাক্য নহে, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অনেকে জ্ঞাত আছেন। পরন্তু সম্পাদক তাহার যেপ্রমাণ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। তিনি লেখেন—

"মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইদানীন্তনের মধ্যে অস্মদ্দেশে একজনা অদ্বিতীয় কল্প হইয়া গিয়াছেন, ইনি স্মৃতি শাস্ত্রে এতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে সাধারণে 'স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য' নামে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন। যদ্যপি যজ্ঞোপবীতাদি ইহাঁর পদ্ধত্যনুযায়ী হইতেছে না পরং বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্যবহারই ইহাঁর ব্যবস্থার

উপরে নির্ভর করিয়াছে; ইনি বহু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণে, পূর্ব্ব সঙ্গ্রহকারদিগের গ্রন্থ সাহায্যে ২৮ খানি তত্ত্বগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমগত প্রায় সমস্ত ব্যবহারেরই ব্যবস্থা সবিচার অতি সহজে তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং উক্ত ভট্টাচার্য্য বর্ণাশ্রম জীবী আর্য্যগণের বহু মান্য ও নমস্য।

"পরং 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং' যদিচ তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতা দর্শাইয়াছেন। যদিচ তাঁহার বিচার অকাট্যপ্রায়, তথাপি তিনি কখনই ভ্রমশূন্য হইতে পারেন না, ঈশ্বরাতিরিক্ত কেহই ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত নহেন। অপিচ অল্পজীবী একজনা মনুষ্যের অপার শাস্ত্র পারাবারের সর্ব্বাংশে পাণ্ডিত্য, ইহাও সম্ভাবিত নহে, যিনি কখন কোন গ্রন্থ বা কোন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি ইহা অবশ্যই অবগত আছেন। লিখন কালে সকল সময়ে সমান মেধাও উপস্থিত হয় না, অনেক সময়ে কোন কোন লিপি পশ্চাত্তাপের মূলীভূত হইয়া যায়। এতাবতা উল্লিখিত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কুত্রাপি ত্রুটি নাই, ইহা বলা অথবা ঐরূপ অন্তঃকরণে অশ্মলেখবৎ রাখিয়া কুতর্ক করা সামান্য ত্রুটি নহে। তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রচলিত সঙ্গ্রহ গ্রন্থে এবং মন্বাদি কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থে যাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, বেদে তাদৃশ লাভে সমর্থ হন নাই, ইহা বেদ শব্দমাত্রে বেদের অস্তিত্ব স্বীকার কারিরা স্বীকার না করিলেও যাঁহাদিগের বেদে ভূরিদর্শন আছে, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সঙ্গৃহীত কোন কোন ব্যবস্থার সহিত মিলাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে আমরা সম্প্রতি একটী চমৎকার উদাহরণ যথাবৎ দেখাইতেছি, দেখি স্মার্ত্তের গোঁড়া মহাশয়েরা কি বলেন!!!

"ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়ানুবাকের সপ্তম মন্ত্র

'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্ শন্তাম্। অনশ্রবো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনযো যোনিমগ্রে'

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য—

'ইমানারীঃ' এতাস্ত্রিয়ঃ 'অবিধবাঃ' বৈধব্যরহিতাঃ, সুপত্নীঃ' শোভনপতিযুক্তাঃ সত্যঃ, 'আঞ্জনেন' অঞ্জন-হেতুনা 'সর্পিষা' 'সম্ শন্তাম্' চক্ষুষী সংস্পৃশন্তু। 'অনশ্রবঃ' অশ্রুরহিতাঃ, 'অনমীবাঃ' রোগরহিতাঃ, 'সুশেবাঃ' সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যাঃ, 'জনয়ঃ' জায়াঃ, 'অগ্রে' ইতঃপরং, 'যোনিম্' স্বস্থানম্, 'আরোহন্তু' প্রাপ্নুবন্তু।

নিষ্পন্নার্থ এই সধবা নারীগণ চক্ষুদ্বয়ে ঘৃতকজ্জল ধারণ করুন।' এই মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আরণ্যকে ষষ্ঠপ্রপাঠকের দশমানুবাক্যেও শ্রুত হইয়াছে। উভয়ত্রই একরূপ পাঠ এবং পাঠাংশে ভাষ্যসম্মতিও একরূপ রহিয়াছে। পরং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে সহমরণপ্রয়োগে ইহার অন্যপ্রকার পাঠ করিয়া অন্যথা অর্থ লাভ করিয়াছেন। অপিচ সেই অর্থের অনুযায়ী এইটীকে জ্বলচ্চিতা রোহণের মন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা

'জ্বলচ্চিতা ইত্যাদি। অর্থ "প্রজ্বলিত চিতাগ্নি বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণান্তে 'ওঁ ইমানারীরবিধবা **' এই ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র ** পুরোহিত পাঠ করিলে, 'নমো নম' এই কথন পুরঃসর ঐ প্রজ্বলিত চিতা আরোহণ করিবে"। এস্থলে প্রথম জিজ্ঞাস্য—'সংবিশন্তু'—'সুরত্না'—'জলযোনিমগ্নে' এই পাঠ গুলি তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা ঋগ্বেদের বহুতর পুস্তক সংগ্রহ করিয়াও ঐ পাঠগুলির সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দ্বিতীয় 'জনয়ো যোনিমগ্রে'-এইস্থলে 'জল-

অযোনিমগ্নে'-পঠিত হইলে একাক্ষরের ন্যূনতায় অনিবার্য্য ছন্দোভঙ্গ কিরূপে বারণ করিলেন? যদিচ একাক্ষরের ন্যূনতায় বৈদিকছন্দে দোষস্পর্শে না; দ্রুপরং তাহা অস্মদাদিকৃত পাঠে নহে। তৃতীয়—আশ্বলায়ন, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, হিরণ্য-কেশি প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রে—ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কৃত তত্তদ্ভাষ্যে—অভঙ্করাদি কৃত প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থে—কুত্রাপি ঐ মন্ত্র জ্বলচ্চিতারোহণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তিনি ঐ বিনিয়োগে কি প্রমাণ পাইয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! গৃহে প্রত্যাগমনের মন্ত্রকে এক কালে গৃহ-গমন-নিবারক মন্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা লিখন সামান্যব্যাপার নহে!!! আমরা এইরূপ ব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে এই-মাত্র দেখিতে পাই—রঘুনন্দন বাঙ্গালি ছিলেন, তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃতাক্ষরে সম্যক্ পরিচয় ছিল না, অথচ প্রাচীন সংস্কৃতের 'ল' ও 'ন'-'গ্র' ও 'গ্ন' প্রায় একরূপ, এবং একটী 'যো' তদ্দৃষ্ট পুস্তকে পতিত ছিল, অথবা ঐরূপ পাঠক্রমে অর্থানুরোধে ত্যাগোপযুক্তই বিবেচিত হইয়াছিল ('সম্মৃশন্তাম্' ইহারও গতি ঐরূপ, 'সুশেবা'-এই পদের অর্থই তৎসময়ে বুদ্ধিগম্য না হইয়া থাকিবেক,) সুতরাং প্রকৃতপাঠ বিকৃতি হইয়া যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে এবং গৃহ্যসূত্রাদির (যথাসময়ে অলাভেই হউক অথবা তদ্দর্শনালস্যেই হউক) অনালোচনে ঐরূপ ব্যবস্থার উদয় হইয়া থাকিবে! ফলে উহা আদ্যন্ত ভ্রম-সঙ্কুলনতাহার কোন সংশয় নাই।"

এই উক্তি-সম্বন্ধে আদৌ জিজ্ঞাস্য রঘুনন্দনের যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? রঘুনন্দন ঐসঙ্খ্যক তত্ত্ব লিখিবার সঙ্কল্প ক-রেন সন্দেহ নাই। পরন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধির বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। প্রত্যুত অষ্টাবিংশতি-তম তত্ত্বখানি কেহ অদ্যাপি দেখেন নাই; এবং নবদ্বীপে স্মার্ত্ত-ভটাচার্য্য-মহাশয়ের বংশে প্রবাদ আছে যে তিনি ঐ গ্রন্থখানি আরম্ভ করিবার পূ-র্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হন। অন্যত্রও একথা অবিদিত নাই। দ্বিতীয়, "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিত" বাক্যটী ভট্যাচার্য্যের প্রতি কোনমতে প্রযুক্ত নহে। তিনি কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আওনাকে দূষিত করেন নাই। তিনি স্মৃতি সম্বন্ধে সকল বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কোনমতে গর্হিত কর্ম্ম নহে। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বেদের চর্চ্চা বিশেষ করেন না সত্য বটে, পরন্তু তিনি যে বেদ-বেত্তা ছিলেন না ইহা সম্পাদক মহাশয় সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তিনি যে মন্ত্রটী ঋগ্-বেদের দশম মণ্ডলের বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ঋগ্বেদের নহে, অপিতু যজুর্ব্বেদের তৈত্তি-রীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রচাঠকের দশমানুবাকান্তর্গত ঋগ্বেদে "সংবিশন্ত" ও "সুরত্না" এই দুই পদই বর্ত্তমান আছে, কেবল "অগ্নে" স্থানে "অগ্রে" পদ-দৃষ্ট হয়। আর সেই অগ্রে পদ যে স্মার্ত ভট্টা-চার্য্যের পাঠভ্রমে ঘটিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। নব্য মুদ্রিত গ্রন্থে এই পদ দেখা যায় তাহা মুদ্রাকরের প্রমাদে অনায়াসে ঘটিতে পারে। যে সকল সূত্রকারের নাম সমালোচক গ্রহণ করি-য়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে রঘুনন্দন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাহা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন না। আর তিনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদ প্রমাণের পাঠান্তর করিবেন তাহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জ্বলচ্চিতারোহণ এতদ্দেশে ২৫০০ বৎস-রাবধি প্রচলিত আছে, এবং কাত্যায়ন শুক্লযজুর সূত্রে তাহার বিধি দিয়াছেন, তৎসত্বে রঘুনন্দনের কাল্পনিক প্রমাণ প্রস্তুত করা অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাত্যায়ন জ্বলচি্তা-রোহণের কি মন্ত্র দিয়াছেন তাহা না দেখিয়া রঘুনন্দনকে দোষী করা বিহিত হয় নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২টাকা। ৬৫ খণ্ড

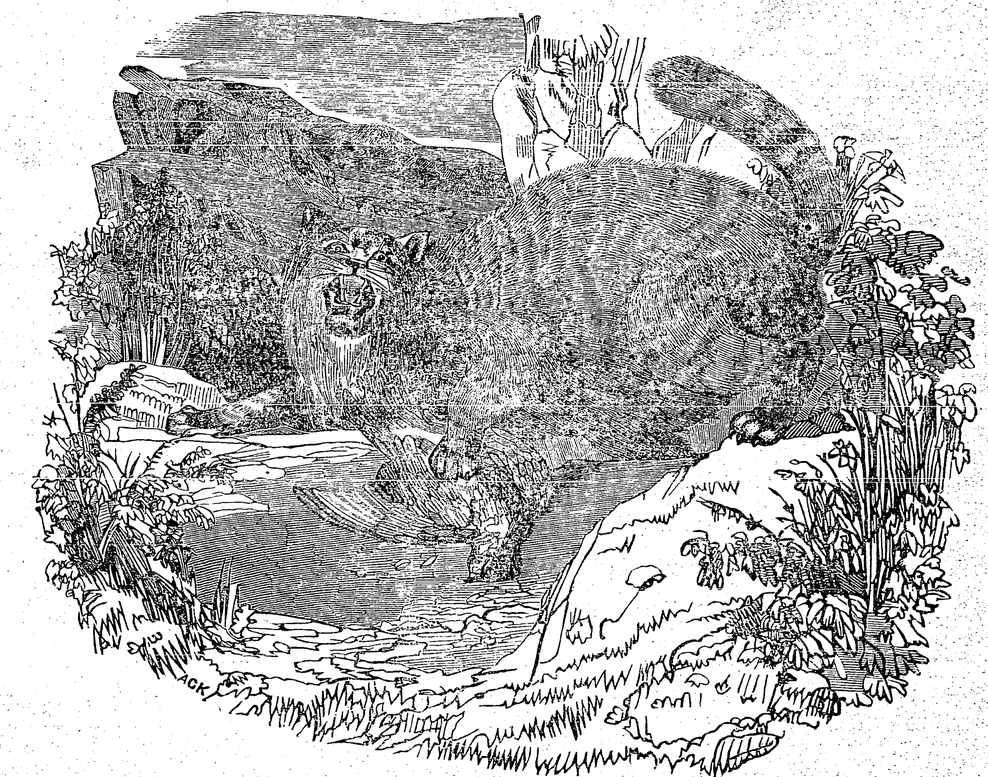

দণ্ড বিড়াল।

প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা বিড়ালজাতীয় জীবসকলকে "ঔতব" নামে এক স্বতন্ত্র গণে নির্দ্দিষ্ট করেন। ঐগণের প্রধান পশু সিংহ; কিন্তু সাধারণ বিড়ালের অবয়ব লক্ষণ ও স্বভাব বিশেষ ব্যক্ত থাকা প্রযুক্ত তজ্জাতীয় সকল জীব উহারই নামে প্রচলিত হয়। বলে যে কেহ সিংহের অবয়ব স্বভাব ও ল-ক্ষণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি

অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তাহার কেশর ও বর্ণ ব্যতীত সকল বিষয়ে বিড়ালের সহিত তাহার সমতা আছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সিংহ ও ক্ষুদ্র বিড়ালের মধ্যে অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমানের বিড়ালসদৃশ পশু আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন সৃষ্টিকর্ত্তা আদৌ বিড়াল বানাইয়া পরে ক্রমে ক্রমে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ বনবিড়াল, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ সিয়াগোষ, তৎপরে কিঞ্চিৎ বৃহৎ চীতা, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ নেকড়িয়া, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ সার্দ্দূল, ও তৎপরে তদপেক্ষা ঈষৎ বৃহৎ সিংহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অথবা আদৌ সিংহ বানাইয়া পরে ক্রমশঃ তাহার আকার খর্ব্ব করিয়া অবশেষে বিড়াল নিষ্পন্ন করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে ঔতব-পশুমাত্রেই মাংসাশী, এবং সকলেই জীবিত পশু পক্ষীকে স্ববলে বিনষ্ট করিয়া উদর পূরণ করে, রোগে মৃত দেহ খাইতে অনুরক্ত নহে। অপর ইহারা বিশেষ শোণিতপিপাসু, যে জীবকে বিনষ্ট করে আদৌ তাহার স্কন্ধ ভগ্ন করত শোণিত পাণ করে। ইহা অবশ্যই অনুভূত হইতে পারে যে যে জীব অন্য জীবকে বিনষ্ট করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার শরীর হন্তব্য-পশ্বাপেক্ষা বিশেষ বলবান্ হইবে। ফলে ঔতব-জাতীয় জীবেরা সকলেই প্রকৃষ্টরূপে বলবান। তাহাদের দেহের সহিত অন্য জীবের দেহের তুলনা করিলে তাহাদিগের দ্বিগুণ বল আছে বোধ হয়। অপর তাহাদের গঠন এরূপ যে তাহারা সেই বল অনায়াসে ও উত্তমকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু সে বল দীর্ঘকাল ব্যপী পরিশ্রমের যোগ্য নহে। ব্যাঘ্র অনায়াসে এককালে দুই চারিটী বলীবর্দ্দকে বিনষ্ট করিতে পারে, ও সর্ব্বদা বিনষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু বলীবর্দ্দ যে পরিমাণে ভার বহন, কি যে দীর্ঘকাল আকর্ষণ করিতে পারে, ব্যাঘ্র তাহার দশাংশের একাংশও নিষ্পন্ন করিতে পারে না।

ঔতব পশুর অপর বিশেষ একলক্ষণ তাহাদের নখের কৌশল ঐ কৌশল আশ্চর্য্যজনক। অন্য জীবের নখের ন্যায়, ঐ নখ অচল নহে, প্রত্যুত তাহা আবশ্যক হইলে উত্তোলন করা যাইতে পারে, ওঅনাবশ্যক সময়ে পাদচর্ম্মে বিনিহিত থাকে। এই উপায় ঔতবদিগের বিশেষ ইষ্টসাধক, কারণ নখ তাহাদের একটী প্রধান অস্ত্র, তদভাবে তাহাদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। ভূমি-বিচরণ-সময়ে সেই নখ ঘৃষ্ট ও ভোঁতা হইলে ঐ জীবদিগের আহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত। বিচরণ-সময়ে তাহা নিহিত থাকায় ও জীবহিংসার সময়ে উত্তোলনীয় হওয়াতে সেই ব্যাঘাতের নিবারণ হইয়াছে।

অপর যাহারা অন্যজীবকে বিনষ্ট করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের বিচরণ-সময়ে পদের শব্দ হইলে শিকার পাইবার ব্যাঘাত হইত। এই প্রযুক্ত ইহাদের পদ গবাদির খুরের সদৃশ কোন আবরণ না পাইয়া অতিকোমল স্থিতিস্থাপক ত্বচে আবৃত আছে। সেই ত্বচের ভূমিস্পর্শে কোনরূপ ধ্বনি হয় না, অতএব ঔতবেরা অনায়াসে হন্তব্য পশুর নিকটে বিনাশব্দে গোপনে আসিতে পারে। অধিকন্তু সেই ত্বচ্ কোমল মসৃণ ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই পশুরা সর্ব্বদা পদ লেহন করিয়া থাকে। এই সকল সদুপায়-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত, হয় যে পরম কারুণিক জগৎপিতা সৃষ্টির প্রত্যেক জীবকে এক এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তদনুরূপ দেহ দিয়াছেন; এবং তাহার আলোচনা করিলে তাঁহার অপার কৌশলের কে না অহরহঃ ধন্যবাদ করিবেন!

৬৫ পূর্ব্বে মুদ্রিত চিত্রে কথিত লক্ষণাক্রান্ত একটী ঔতবের অবয়ব প্রকটীকৃত হইল। ইহা বনবিড়াল

বিশেষ; অনায়াসে সুদীর্ঘ দণ্ডাদির ভার আরোহন করিতে পারে বলিয়া ইহা দণ্ডবিড়াল নামে বিখ্যাত।

রাজপুত্র ইতিহাস।

(২৮ পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত)

পূর্ব্বপ্রস্তাবে যে সকল সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ফল অবিলম্বে প্রত্যক্ষ হইল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদিগের সাহায্য প্রথম প্রদত্ত হয় তখন সমস্ত রাজ্যের আয় ৪,৪১,২৮১টাকা মাত্র ছিল। তিন বৎসর-কালমধ্যে তাহা দ্বিগুণিত হইল, এবং রাজলক্ষ্মী পুনরায় মিবারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, বোধ হইতে লাগিল। পরন্তু এই সময়ে মহারাণা আপন রাজ্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে মানস করিলেন; এবং ইংরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কর্ণেল টড্ সাহেব উপরপদস্থদিগের আদেশে রাজকার্য্যহইতে ক্রমশঃ হস্ত সঙ্কুচিৎ করিলেন। তাহাতে দুই বৎসরের মধ্যে পুনরায় ইংরাজকে দেয় ক্রয় ৭,৯০,৭৪৭ টাকা পরিমাণে অপরি শোধিত হইয়া পড়িল; অন্যত্রও অনেক ঋণ হইল, এবং ভাবি রাজস্ব অগ্রেই ব্যয়িত হইল। অতএব ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্বের ভার পুনর্ব্বার টড সাহেবের হস্তে অর্পিত হয়, এবং তিনি মহারাণার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যহঃ একসহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া অপর সকল আপন হস্তগত করিয়া ঋণ-পরিশোধের উপায় করিতে লাগিলেন। ঋণের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরকে দেয় করই প্রধান, এবং তাহার নিমিত্ত কএকটী জেলা স্বতন্ত্র রাখা হইল। অপরাপর ঋণের নিঃশেষ নিমিত্তও তদ্রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, এবং ঐ সুনিয়মের ফলও অরায় লক্ষিত হইল। কিন্তু হারাণা ইহাতে সন্তুষ্ট হিলেন না; প্রত্যুত রাজ্যভার পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র হলেন, এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সিদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি কোনমতে কার্য্যক্ষম ছিলেন না, এবং তাঁহার কর্ম্মচারিরাও অক্ষম, নিরুদ্যম ও অর্থলোলুপ ছিল; সুতরাং রাজ্যভার-প্রাপ্তিমাত্র তাহার বিশৃঙ্খলতা নিষ্পন্ন করিলেক।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা ভীম সিংহের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার পুত্র যৌবন সিংহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি পিত্রপেক্ষা অক্ষম ও লাম্পট্যাদি দোষে বিশেষ কলুষিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে দিন দিন দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পোষ্যপুত্র সর্দ্দার সিংহকে ১৯,৬৭৫০০ টাকা ঋণের উত্তরাধিকারী করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সর্দ্দারসিংহ তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন, ও রাজকার্য্যে কোনমতে পারগ ছিলেন না। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারমৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা স্বরূপ সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনপুনঃ প্রার্থনায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজকে দেয় কর তিন লক্ষ উদয়পুরী টাকা হইতে ন্যূন করিয়া দুই লক্ষ কোম্পানীর টাকা নিধার্য্য হয়। ইহাতে রাজ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, এবং রাজকার্য্যও বিধমতে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পরন্তু প্রধানবর্গের সহিত মহারাণার কোনমতে সদ্ভাব হয় নাই। মহারাণা সর্ব্বদা কহিতেন যে তাঁহার প্রধানেরা তাঁহার আজ্ঞা পালন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। প্রধানেরা হিত যে তিনি তাহাদের প্রতি অত্যাচার ও অকারণে দণ্ড করেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি-ইহার সদুপায় করণার্থে এই মীমাংসা করেন যে প্রত্যেক প্রধান বা জমীদার প্রতিবর্ষে প্রতিসহস্র টাকা আয়ের নিমিত্ত এক জন অশ্বারোহী ও দই জন পদাতিক

যোদ্ধাকে তিন মাস কাল রাজ-কার্য্যে বিনাব্যয়ে নিয়োজিত রাখিবে; ও আপন আপন আয়ের ষষ্ঠাংশ রাজকরস্বরূপ দিবেক। কিন্তু ইহাও পরস্পর বিবাদনিবারণে ব্যর্থ হইল। মহারাণা মধ্যে মধ্যে কোন কোন জমীদারের ভূমি অপহরণ করিতেন, ও তাহারা সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত যদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধার করিত। এই প্রকারে কএক বৎসর গত হইলে অবশেষে সর হেনেরী লরেন্স সাহেব ইহার সদুপায় করিতে নিযুক্ত হন। তিনি অনেক পরিশ্রম সকল তথ্যানুসন্ধান করণানন্তর এক মীমাংসাপত্র প্রস্তুত করেন; কিন্তু তাহাতে মহারাণা ও অন্যচারি জন মাত্র জমীদার স্বাক্ষর করেন, সুতরাং তাহাও প্রায় বিফল হইল।

এতদবস্থায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নবেম্বর দিবসে স্বরূপ সিংহ পরলোক প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার ভাগিনেয় ও পোষ্যপুত্র শম্ভু সিংহ রাজত্বের অধিকার করেন। শম্ভু ঐ সময়ে অল্প বয়স্ক শিশু ছিলেন। এই প্রযুক্ত রাজ্যের ভার কএক জন প্রধান জমীদার রাজকর্ম্ম-চারীর প্রতি অর্পিত হয়। তাহারা একটী সভা স্থাপিত করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযক্ত হয়। কিন্তু সভাস্থ তিন জন প্রধান এক ব্যক্তিকে হস্তীদ্বারা বিনষ্ট করাতে তাহারা অবিলম্বে তথাহইতে বহিস্কৃত হয়, এবং তাহাদের সহযোগীঅন্য সভাসদেরা তাহাদের বিচার কার্য্যে বিশেষ পক্ষপাতিতা প্রকাশ করাতে তাহাদিগের হস্তহইতে প্রধানত্বের ভার লইয়া ইংরাজ-প্রতিনিধির উপর অর্পিত হয়। সেই প্রতিনিধি তদবধি রাজকার্য্য সমাধা করেন; এবং তাহাতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। গত বৎসর শম্ভু সিংহ প্রাপ্তব্যবহার হয়েন, এবং সেই প্রযুক্ত ইংরাজ রাজীপ্রতিনিধি তাঁহাকে রাজ্য ভার প্রদান করেন। কথিত আছে শম্ভু সিংহ সুবুদ্ধি সদনুরাগী এহং রাজ-কার্য্যে তৎপর; অতএব ভরসা হয় যে ইহাঁদ্বারা মিবার-রাজ্যের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে।

অধুনা মিবার-রাজ্যের বিস্তার ১১,৬১৪ ক্রোশ, এবং প্রজাসঙ্খা ১১,৬১,৪০০। ইহার রাজস্ব ৪০ লক্ষ; তন্মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ প্রধানবর্গ ভোগ করেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজদিগকে দেয় করওবৃত্তি ও দেবোত্তরে অনেক ব্যয় হয়; অবশিষ্ট ১৪ বা ১৫ লক্ষ টাকা মহারাণার সম্ভোগে আইসে। মহারাণার সম্মানার্থে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় ১৭ তোপ হইয়া থাকে। রঘুকুল-প্রতিনিধি বাপ্পা রাওলের বংশের এইক্ষণে এই দশা!

পুরস্কৃত চর্ম্ম।

চর্ম্ম অতি জঘন্য অপবিত্র পদার্থ বলিয়া সম্প্রতি হিন্দুমাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। পরন্তু পূর্ব্ব কালে চর্ম্মের প্রতি তাদৃশ দ্বেষ ছিলনা। প্রত্যুত তাহা নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হইত, এবং পবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল। মৃগচর্ম্মের পবিত্রতা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে তাহা দুইপ্রকার ছিল, এক কৃষ্ণাজিন, দ্বিতীয় সাবর। প্রথমপ্রকার চর্ম্ম কৃষ্ণসার বা কালসারের ত্বকে প্রস্তুত হইত; এবং দ্বিতীয়প্রকার চর্ম্ম সম্বর-নামক বৃহৎ হরিণের ত্বচে উৎপন্ন হইত। প্রথম চর্ম্মের অধুনা ব্যবহার নাই; কিন্তু দ্বিতীয়প্রকার চর্ম্ম সকলেই দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সামান্য গবাদির চর্ম্ম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ছিল। ঋগ্‌বেদে চর্ম্মনির্ম্মিত জলধার মসকের উল্লেখআছে, এবং তৎকালে মসকে জল রাখার নিয়ম ছিল। মদিরাও চর্ম্মভাণ্ডে রাখার ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ অগস্ত্য ঋষির বিষনিরাকরণ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন স্মৃতিকার শঙ্খ লেখেন—

"আপো রূপরসগন্ধবত্যঃ পরিশুদ্ধা জীর্ণচর্ম্মকরণ্ডকৈরভ্যুদ্ধৃতাঃ"।

অর্থ, "জল রূপ রস ও গন্ধ বিশিষ্ট, পুরাতন চর্ম্মপাত্রে তাহা তুলিলে পরিশুদ্ধ।" অত্রি ঋষিও ঐরূপ চর্ম্ম-ভাণ্ডস্থ জলকে পরিশুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। তদ্যথা—

"শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতং।
চর্ম্মভাণ্ডস্তু ধারাভিস্তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলং"॥

অপর ব্যবহারতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে কূপায় তৈল ও ঘৃত রাখায় তাহার অশুচিতা ঘটে না, এবং কূপার ঘৃত অনায়াসে দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম প্রদেশে চর্ম্মপাত্রদ্বারা কূপহইতে জল উত্তোলন করিবার রীতি প্রসিদ্ধ আছে, বঙ্গদেশীয় অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন পাদুকা, অশ্বসজ্জা, পুস্তকবন্ধনী প্রভৃতি নানাবিধ-প্রকারে চর্ম্মের ব্যবহার আছে, এবং তাহা যে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ, এবং তদভাবে পাদুকাদি-পদার্থের নিমিত্ত আমাদিগের বিশেষ ক্লেশ হইত, ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন। অতএব এতাদৃশ দ্রব্যের পুরস্করণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলে বোধ হয় তাহা পাঠকবৃন্দের অনাদরের যোগ্য হইবে না।

পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মৃতপশুর চর্ম্মাপেক্ষা আলম্ভিত পশুর চর্ম্ম অধিক দৃঢ় ও স্থায়ি হয়। পরন্তু কি মৃত কি আলম্ভিত কোন পশুর চর্ম্মই বিনা পুরস্করণে ব্যবহারের যোগ্য হয় না। দেহহইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিবার কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাহা শুষ্ক হইয়া এতাদৃশ কঠিন হয় যে তদবস্থায় তাহা কোন ব্যবহারের উপযুক্ত হইতে পারেনা; অপর তাহা শুষ্ক না রাখিলে পত হয়, ও বর্ষাকালেও বায়ু বাষ্পপূর্ণ থাকিলে তাহা এতাদৃশ দুর্গন্ধ হয় যে তাহার নিকট তিষ্ঠন দুষ্কর হইয়া উঠে। পূত-হওন-নিবারণের নিমিত্ত লোকে পশুদেহহইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিয়াই তাহার আর্দ্র পৃষ্ঠে লবণ ও সোরা মাখাইয়া থাকে; তাহাতে পচনের নিবারণ হয় বটে, কিন্তু চর্ম্মের কোমলতা নিষ্পন্ন হয় না। ঐ কোমলতার নিমিত্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, এবং সেই প্রক্রিয়ার নাম "পুরস্করণ"।

এই পুরস্করণ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ কষজল। ঐ কষজল কষায়-রস-বিশিষ্ট বৃক্ষত্বগ্‌দ্বারা প্রস্তুত করাযায়। পরন্তু সকল কষায় ত্বক্ তুল্য উপযুক্ত নহে, এতদ্দেশে বাবলার ত্বক্ এবং বিলাতের ওক-বৃক্ষের ত্বক্‌ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্দেশে গরাণের ছালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ ত্বক্‌কে শুষ্ক ও পরে চূর্ণ করিয়া এক বৃহৎ কুণ্ডে প্রচুর জলে কিয়ৎকাল সিক্ত রাখিলেই কষজল প্রস্তুত হয়। ঐ জল প্রস্তুত হইলে শুষ্কচর্ম্ম লইয়া আদৌ তাহা এক কুণ্ডে সামান্য জলে দুই দিবস সিক্ত রাখিতে হয়; তাহাতে চর্ম্মে যে শোণিত ও অপর জলে গলনীয় পদার্থ থাকে তাহা গলিয়া নির্গত হয়। তদনন্তর ঐ চর্ম্ম অপর একটী কুণ্ডে সদ্যোদগ্ধীকৃত চূর্ণ-মিশ্রিত জলে দুই সপ্তাহকাল নিমজ্জিত রাখিতে হয়। তথা তাহার সর্ব্বত্র চূণের জল প্রবিষ্ট হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তাহা পাঁচ সাত বার তুলিয়া নাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর ঐ চর্ম্ম কুণ্ডহইতে তুলিয়া একখান কাষ্ঠদণ্ডের উপর রাখিয়া একখান ভোঁতা ছুরিদ্বারা তাহার গাত্রহইতে সমস্ত লোম ও কেশ চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইলে একখানি শাণিত ছরিকাদ্বারা চর্ম্মের অপর পৃষ্ঠে যে কোন মাংসখণ্ড কি মেদ লাগিয়া থাকে তাহা কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। এপ্রকারে চর্ম্ম পরিষ্কৃত

হইলে তাহা ঈষৎ কষায়াক্ত জলপূর্ণ এক কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়, ও তন্মধ্যে তাহা পুনঃপুনঃ বিলোড়িত করাযায়। চারি পাঁচ দিবস চর্ম্ম ঐ ঈষৎকষাক্ত জলে থাকিলে পর তাহা তদপেক্ষা তীক্ষ্ণ কষজলে নিক্ষিপ্ত করা আবশ্যক। এই প্রকারে চর্ম্ম ক্রমে তিন কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে অবশেষে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ কষ-জলে নিমজ্জিত করিয়া দীর্ঘ কাল তাহাতে রাখা যায়, এবং তৎসময়ে তাহার আর বিলোড়ন করা হয় না। অত্যন্ত স্থূল চর্ম্ম হইলে তাহা ছয়মাসাবধি একবর্ষ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ কষজলে রাখিবার নিয়ম আছে। পরন্তু সকল চর্ম্মকারেরা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনুগামী নহে। ঐ কষজলে চর্ম্ম পরিণত হইলে তাহা তুলিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিতে হয়। তদনন্তর তাহা একখণ্ড বর্ত্তুল লৌহের উপর রাখিয়া একটা কাষ্ঠমুদ্গরদ্বারা তাহার উপর যথোচিত প্রহার করা প্রয়োজনীয়। অতঃপর তাহার উপর একখান চতুষ্কোণ মসৃণ লৌহখণ্ডদ্বারা ঘৃষ্ট করা আবশ্যক; এবং তৎসাহায্যে চর্ম্ম মসৃণ হইলে তাহা এক-প্রস্তর-ফলকোপরি রাখিয়া তদুপরি একটা গোলাকার ১০—১২ মন ভারি পিতলের দণ্ডদ্বারা দাবিত করিতে হয়; এবং তাহা পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হইলেই পুরস্করণ-কার্য্য শেষ হইল।

উপরে যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল তাহা অশ্ব মহিষ গবাদির স্থূল চর্ম্মের নিমিত্ত প্রশস্ত। বৎস-চর্ম্মের নিমিত্ত ঐ প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। তদর্থে চুনের কুণ্ডহইতে চর্ম্ম তুলিয়া পারাবতের বিষ্ঠার এককুণ্ডে তাহা নিমজ্জিত করিতে হয়। দুই দিবসকাল তাহাতে থাকিলে চর্ম্ম বিশেষ কোমল ও নমনীয় হইয়া থাকে। তদনন্তর পূর্ব্বনিয়মানুসারে তাহা কষজলে নিমগ্ন করিতে হয়; কিন্তু ঐ আর্দ্রীকরণ-কার্য্য ষণ্মাসকাল ব্যাপি না হইয়া দুই তিন সপ্তাহে শেষ হয়। অপর ইহার দাবন ও পেষণের নিমিত্ত মুদ্গর বা পিত্তল-দণ্ডের প্রয়োজন নাই, তদ্বিনিময়ে তিনহস্ত-দীর্ঘ ও দেড়হস্ত প্রস্থ একখানি কাষ্ঠফলকে ১৪৪টী স্থূলাগ্র কাষ্ঠশলাকা নিবদ্ধ করিয়া তদুপরি ঐ চর্ম্ম আহত করিতে হয়; তাহাতে উহার কোমলতা বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মেষ-চর্ম্ম-পুরস্করণের প্রক্রিয়া বৎস-চর্ম্মের সদৃশ, কেবল ইহাতে পারাবত-বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ভূষির জল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহার মেদ-পৃথক্করণার্থে ঐ চর্ম্ম উষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়।

সক্রেতিস্।

মানবজাতি যে সমস্ত গুণগ্রামদ্বারা সভ্যতায় উন্নত হইতে সক্ষম হয়েন, তন্মধ্যে বিদ্যা সর্ব্বপ্রধান। পুরাকালাবধি বর্ত্তমানকালপর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যা-প্রভাবেই বন্যপশ্বাদির ন্যায় অসভ্য মনুষ্যগণ ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া পরিশেষে সুসভ্য-জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরাজ-জাতি তাহার উদাহরণ-স্থল। অপিচ প্রাচীনকালে গ্রীস ও অন্যান্য সভ্য দেশে বিদ্যার সাতিশয় সমাদর ছিল, এবং তাহার অবিশ্রান্ত অনুধাবন প্রতিষ্ঠা-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত। অপর যে সমস্ত মহাত্মারা বিদ্যা-প্রভাবদ্বারা গ্রীস ও প্রাচীন অন্যান্য দেশে উজ্জ্বল যশঃ বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম অদ্যাবধি সমস্ত-সভ্যজাতি-মধ্যে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে।

সেইসকল মহানুভব সুধীবরের মধ্যে সক্রেতিস্-নামা গ্রীসদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত পাঠকগণ-সমীপে সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বটে।

খ্রীষ্টাব্দের ৪৭৬ বৎসর পূর্ব্বে সক্রেতিস্ এথন্স-প্রদেশের অন্তঃপাতি এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সফ্রোনিকস্ ভাস্কর-কার্য্যদ্বারা জীবন যাপন করিতেন। তদীয় মাতা লোরিট্ ধাত্রী-ব্যবসায়িনী ছিলেন। সক্রেতিস্ বাল্যাবস্থায় পিতৃব্যবসায় শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন, এবং কিয়ৎকাল-মধ্যে ঐ কর্ম্মে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে তৎকর্ত্তৃক খোদিত একটী মূর্ত্তি শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ বলিয়া এক্রপলিসের মন্দিরে বহুকালপর্য্যন্ত স্থাপিত ছিল। জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে তিনি এই শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য অযত্নবান্ ছিলেন না। তিনি অসাধারণ-ধী-শক্তি-প্রভাবে অল্পকাল-মধ্যে বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হন, এবং নানাবিধ শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা ও পণ্ডিতদিগের সাহায্যে শীঘ্র কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অনাক্সগোরাস্ ও অরকিলসের তিনি শিষ্য ছিলেন, এবং তাহাদিগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্রে তিনি এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে তাহাতে তদীয় যশোরাশি শীঘ্রই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

সক্রেতিস্ স্বভাবতঃ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিলেন; এবং তাঁহার এরূপ শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা ছিল, যে অত্যন্ত শীতের সময়েও তিনি যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া অনাবৃত পদ-দ্বয়ে তুষার-মণ্ডিত প্রদেশে অনায়াসে ভ্রমণ করিতেন। ঋতুর পরিবর্ত্তনে তিনি পরিচ্ছদের কিছুই বিভিন্নতা করিতেন না। শীতকালে তিনি যে সমস্ত পরিধেয় পরিধান করিয়া কাল-যাপন করিতেন, গ্রীষ্ম-কালেও তৎসমুদায় ব্যবহার করিতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ বোধ হইত না। তাঁহার শীত ও গ্রীষ্মে সমভাব ও শ্রম-সহিষ্ণুতা সন্দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল। তিনি জেন্থিশিয়া-নাম্নী পরমা সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া ছিলেন; কিন্তু তাহার মন্দ-স্বভাব-প্রযুক্ত, তিনি তৎসহবাসে প্রত্যাশিত-সুখ-সম্ভোগ করিতে পারগ হন নাই। স্বদেশীয় এথিনীয়দিগের ন্যায় তিনি বল-বীর্য্যে কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। অপিচ পতিদিয়া-নামক-দুর্গাক্রমণ-কালে তিনি অসাধারণ শৌর্য ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথা তিলিময় ও আম্পিফলিসের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁহার পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয়বাহুবল ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া ভীষণ-সমরক্ষেত্রহইতে তদীয় ছাত্রদ্বয় সুবিখ্যাত আল্সিবাইদিস্, ও জিনফনের জীবন রক্ষা করেন।

সক্রেতিস্ স্বদেশীয়-দিগের বিদ্যোন্নতির বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন নাই। অন্যান্য তাৎকালীন পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি সাধারণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক ছিলেন। পরন্তু কোন পণ্যালয় কিংবা কর্ম্মশালায় তিনি সমুপস্থিত থাকিয়া যুবা-ব্যক্তিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে উত্তেজিত করিতেন, এবং সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের মনোমধ্যে বিদ্যা-বীজ বপন করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। পিথাগোরাস ও অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রোল্লিখিত মত পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বকল্পিত

স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করেন। যদিচ তৎ-কৃত কোন দর্শন-শাস্ত্র আমরা প্রাপ্ত হই নাই; তথাচ তাঁহার শিষ্যদিগের গ্রন্থে তাঁহার মত যে প্রকার বিন্যস্ত আছে তদ্দৃষ্টে তাঁহার মত যে পূর্ব্বোক্ত দর্শন-শাস্ত্র-কর্ত্তাদিগের মতের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাকার দেব দেবীর পূজা অবিধেয় জ্ঞান করিয়া তিনি এক অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করেন, এবং তাহাই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে পরম করুণাময় পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান্, এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। সেই ঈশ্বর এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় আর কেহ নাই; তিনি তেজোময় পদার্থ; তাঁহার কোন প্রকৃত আকার নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত পুরুষ, এবং সর্ব্ব কর্ম্মের আধার। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া সক্রেতিস্ স্বদেশীয় দিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। দৈব-জ্ঞান-প্রতাপে তিনি ঐ সমস্ত জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন; এবং ঐ দিব্য-শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তিনি সত্যধর্ম্মের বীজাঙ্কুর যুবকদিগের মনোমধ্যে রোপণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক ছিলেন। শুভাশুভ কর্ম্ম-সমূহ যে দৈবায়ত্ত তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন, এবং পরমাত্মা মানবদিগের পথপ্রদর্শক ও ধর্ম্ম-পন্থার সোপানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যুবা-এথিনীয়গণ তাঁহার উপদেশ-শ্রবণে চিরপ্রথানুযায়ী নিয়ম-সকল উচ্ছেদ-করণপূর্ব্বক এই অভিনব ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে যত্নবান্ ছিল। তদীয় পিতামাতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ এথিনীয়েরা যুবাদিগের ঈদৃশ-বিভিন্ন-মতাবলোকনে অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া উহার প্রণেতা ও শিক্ষাদাতা সক্রেতিসের বিনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলে সুবিখ্যাত রহস্য-বিজ্ঞ পণ্ডিত ও কবি আরিষ্টফেনিস্ সক্রেতিসকে রহস্য করিয়া এক কবিতা প্রকাশ করেন, এবং উহাতে তাঁহাকে ধর্ম্ম-হর্ত্তা, যুবা বালকদিগের কুপথপ্রদর্শক, এবং দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া প্রকাশ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইহাস্পতেমসের যুদ্ধে স্পার্তা-দেশবাসীরা এথিনীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করত এথনস্-রাজ্য বিলুণ্ঠিত করে, এবং প্রজাপুঞ্জকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন করিতে লাগিল। অধিকন্তু এথিনীয়দিগের চিরপ্রথানুযায়ী সুবিখ্যাত সোলনের রাজ্য-শাসন-নিয়মাবলি পরিবর্ত্তিত করত ত্রিংশৎ ব্যক্তিদ্বারা রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুর্ব্বৃত্ত শাসনকর্ত্তারা নিরপরাধে প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া এথনস্ নগর প্রায়ঃ জনশূন্য করিয়া ফেলিল। ঐ শাসনাধিপ-দিগের মধ্যে ক্রাইতস্-নামক সক্রেতিসের এক শিষ্য ছিল; তাহার পাপাচরণ ও অত্যাচার-দর্শনে তিনি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কুক্রিয়াহইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অপিচ কোন বিশেষ কার্য্যে ক্রাইতস্ ও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া বরং তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে এনাতস্লিকন্ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী এথিনীয়গণ একত্র মিলিত হইয়া ঐ দুরাচার শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশপদচ্যুত করত সোলনের শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিতে যত্নবান্ হইল। তাহারা সক্রেতিসের অভিনব-ধর্ম্ম-প্রচারে ক্রোধান্ধ হইয়া এবং তাহাকে ক্রাইতস্ ও অন্য২ নির্দ্দয় শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষ বিবেচনা করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ধর্ম্মচ্যুত এবং দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ে আনীত করা হইল। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানক অপবাদ সমূহ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য যে এক বক্তৃতা করেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যদিচ উহা দুষ্প্রাপ্য, তথাচ, তদীয় শিষ্য প্লেতো তাহার অধিকাংশ "সক্রেতিসের ব্যপদেশ" নামক পুস্তকে রক্ষা করিয়াছেন। বিচারপতিগণ পূর্ব্বে তাঁহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু বক্তৃতাকালে তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র মত অবলোকন এবং প্রধান এথিনীয়দিগের বিপক্ষে তদীয় মুখবিনির্গত দ্বেষবাক্য শ্রবণে সকলে কোপান্বিত হইয়া এক মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানকআজ্ঞা-শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না। তাঁহার বিনাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিংশদ্দিবশ কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ সময় শিষ্যদিগের সহিত বিদ্যালোচনায় এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া তিনি অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর কিয়দ্দিন-পূর্ব্বে তিনি পরমাত্মার চিরস্থায়িত্বের বিষয়ে শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন; এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা বিবিধ কারণ দর্শাইয়া সপ্রমাণ করেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের ৩৯৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিচার-পতিদিগের আদেশানুসারে বিষ ভোজন করিয়া মানবলীলা সংবৃত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

সক্রেতিস্ ঐ তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশের অনেক মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিচ তাঁহার স্বাধীনতা ও অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার জন্য তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তথাচ তাহা যে উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের আদরণীয় হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যুবকদিগের মনোমধ্যে বিদ্যাবীজ উপ্ত করিয়া বিদ্যোৎসাহিতা এবং বিদ্যালোচনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্লেতো ও তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর যে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, তৎ সমুদায় তাঁহার মতের প্রতিভাস্বরূপ। দুইসহস্র তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে তিনি গ্রীসদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাম যে সভ্যদেশমাত্রেই এখন পর্য্যন্ত সকলের মনে জাগুরূক রহিয়াছে সে কেবল তদীয় অসামান্য বিদ্যা ও মহত্ত্বতার প্রতাপ। তাঁহার শান্ত স্বভাব, প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, ও ধর্ম্মাচরণের জন্য তিনি স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের নিকট অতীশয় আদরনীয় ছিলেন; কেবল কুসংস্কার-বিশিষ্ট বৃদ্ধ এথনীয় নগর বাসি নরগণ তদীয় অভিনব ধর্ম্মমতে তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারে নাই।

বকারভেদ।

কা নেকের মুখে দেড়টী শ্লোক সিদ্ধ আছে তাহাতে লেখে, র এবং ল ও ড এবং ল পরস্পর তুল্য। জ এবং য়, তথা ণ এবং ন ও সেইরূপ; শ এবং স ষ এবং ন; (পদের) শেষে বিসর্গ ও অনুস্বারের রক্ষা বা ত্যাগ; এই সকল অভেদ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ঐ শ্লোক যথা-

"র লয়োর্ড লয়োস্তদ্বজ্জয়োর্ণনয়োরপি।
শসয়োর্মনয়োশ্চান্তে সবিসর্গাবিসর্গয়োঃ।
সবিন্দুকাবিন্দুকয়োঃ স্যাদভেদেন কল্পনং" ॥

ইহা কোন্ গ্রন্থকারের উক্তি তাহা স্থির করা যায়

নাই, পরন্তু ব্যাকরণের টীকাকারেরা কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার আদেশ যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ ইহা কদাপি গ্রাহ্য করা যাইতে পারেনা। তাহা স্বীকার করিলে রাম শব্দকে লান ও অমরু শব্দকে অনড়ু বলিবার ব্যাঘাত থাকে না। ফলে উহা কেবল সাধারণ লোকের ব্যবহারে বর্ণের ব্যভিচার কিরূপ হইয়া থাকে তাহারই বোধক; বিসুদ্ধ রীতির নির্দ্দেশক নহে। সম্প্রতি পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা সকারের স্থানে হকার এবং হকারের স্থানে অকার ব্যবহার করিয়া থাকে; পরন্তু তদ্দৃষ্টে কেহই সকারে হকারে ও হকারে অকারে তুল্য বলিয়া ব্যাকরণে বিধান করিবেন না। সকল মনুষ্যের কণ্ঠস্থ বাক্যযন্ত্র তুল্য নহে, অতএব ব্যক্তিভেদে উচ্চারণগত ভেদ অবশ্যই সম্ভবে। তথা জল ও বায়ুর ক্রমে এবং দেশভেদেও সেই প্রকার উচ্চারণের ভেদ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী, ঐ সকল ব্যভিচার যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাধারণ দৃঢ়মূল না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা ভাষার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না; প্রত্যুত সর্ব্বসাধারণ প্রসিদ্ধ হইলেই যে ঐ ব্যভিচার অবশ্যই ভাষার অঙ্গ হয় ইহাও প্রকৃত নহে; কারণ, প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বঙ্গদেশে সাধারণ লোকের কেহই হ্রস্ব ও দীর্ঘের ভেদ করে না, উচ্ছারণ গত তিন প্রকার সকারেরও ভেদ নাই, তথা জ ও য় এবং ণ ও ন অক্ষরের উচ্চারণগত কোন স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না; অথচ কোন ব্যক্তি এমন উদ্ধত নাই যিনি দীর্ঘ স্বরগুলি ও অতিরিক্ত বর্ণ গুলি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। লেখন-সময়ে সাধ্যানুসারে সকলেই হ্রস্ব দীর্ঘ ও সকারাদির বিভেদ রাখিতে ত্রুটি করেন না। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানতা আছে; এবং "সোমপ্রকাশ' কি "এডুকেশন গেজেট" পত্রে, কি "অমৃত বাজার পত্রিকায়" সকল শব্দই সংস্কৃতানুযায়ী লেখা হইয়া থাকে। কেবল ব ও ব এই দুই অক্ষরের কোন ভেদ দেখা যায় না। ইহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের ত্রুটিতে ঘটিয়াছে, কারণ, তাঁহারা বঙ্গাক্ষরের শীশকপ্রতিরূপ নির্ম্মাণ-সময়ে এই দুই বর্ণের আকারগত কোন ভেদ নারাখায় উভয়ই তুল্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের শব্দগত ভেদও লুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে অন্ত্যস্থ বকারের উচ্চারণ বিষয়ে লোকে বিশেষ সাবধান হওয়ায় তাহা ঘটে নাই। পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও তাহার অবয়বগত ভেদ ছিল তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন পুস্তকে রকার পেটকাটা ও অন্ত্যস্থ বকার নিম্নে শূন্য বিশিষ্ট বর্ত্তমান রকারের ন্যায় লেখা হইত। এইক্ষণে উত্তরাঞ্চলে বর্গীয় বকার সামান্য বকারের ন্যায় ও অন্ত্যস্থ বকার এইরূপ ৱ লিখিয়া থাকেন। আর অবয়বগত-ভেদ-দৃষ্টে উচ্চারণ গত-ভেদ-অবশ্য মানিতে হইবেক। ঐ ভেদ এইক্ষণেও রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইংরাজী V অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বাঙ্গালীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের কর্ত্রী শ্রীমতী মহারাণীর নাম ঐ অক্ষরে লিখিত হয়; এবং তাহা অবিকল লেখনে অক্ষমতা আমাদিগের সামান্য নিন্দার বিষয় নহে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনেকেই এতদর্থে অনুতাপ করেন; এবং কেহ কেহ ঝিক্‌টোরিয়ার স্থানে "ভিক্‌টোরিয়া' লিখিতে অনুরক্ত আছেন; কিন্তু ব- স্থানে ভ লেখা অত্যন্ত দূষণীয়। কোন শব্দশাস্ত্রে বকারের স্থানে ভকারের আদেশ বিহিত বলিয়া গণ্য হয় নাই; প্রত্যুত তাহা নানা প্রকারে নিষিদ্ধ বলিয়াই বর্ণিত আছে। "বো বা" সূত্রের অনুসারে ইংরাজী V অক্ষরের স্থানে ব অক্ষর বিহিত হইতে পারে, কিন্তু ভকার কদাপি যোগ্য

নহে। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পণ্ডিতপ্রবর সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং তাহা স্বীকার করিলে বু স্থানে ভ সুতরাং দূষণীয় হয়; অথচ তাঁহার সংবাদপত্রে মহারাণীর নাম 'ভিক্‌টোরিয়া' লেখা হইয়া থাকে, এবং তদ্দৃষ্টান্তে অন্য সম্পাদকেরা তাহার অনুকরণ করেন। অতএব আমাদিগের বিশেষ প্রার্থনা যে তিনি এবিষয়ের বিহিত করেন। তদর্থে কোন ব্যয় বাহুল্য বা পরিশ্রমের আবশ্যক নাই। সকল মুদ্রাযন্ত্রে ব-অক্ষর অনেক আছে, তাহার পুরোভাগের অঙ্কুশের মস্তকটী কাটিয়া ফেলিলেই ৱকার প্রস্তুত হয়, এবং তাহার ব্যবহারে আমাদিগের বর্ণমালার একটী অভাব রহিত হইতে পারে; এবং দেশাধিকারিণী শ্রীমহারাণীর নামটী শুদ্ধরূপে লেখা যাইতে পারে। সংস্কৃতের ব ও ব- কার ভেদানুসারে বাঙ্গালী সকল শব্দের সংশোধন এইক্ষণে দুরূহ বোধ হইতে পারে; অতএব আমরা তাহার নিমিত্ত অনুরোধ করি না: তৎসমুদায়; "বো বা" সূত্রের প্রসাদে চলিত থাকিলে বিশেষ হানি নাই। কিন্তু বিদেশীয়-শব্দ-গ্রহণসময়ে প্রকৃত বর্ণ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; এবং তাহারই নিমিত্ত আমাদিগের এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১।

"তত্ত্বাবলী, সেরপুরাধিবাসি শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীতা। তৎকৃত টীকয়া সমন্বিতা চ"। বৈশেষিক দর্শনের সারার্থের সুখবোধনাভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় এই উপাদেয় পুস্তকখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে উদ্দেশ্য যে সমিচীনরূপে বিবৃত হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম শ্রুত আছেন, (এবং সংস্কৃতানুরাগী কে না তাঁহার নাম ও গুণগরিমা জ্ঞাত হইয়াছেন) তাঁহারা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারেন যে গ্রন্থখানি উত্তম হইবে, এবং সে আশা কোনমতে বিফল হয় নাই। আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ইহা বোধ হইতে পারে কোন বিষয়ের সরলতা-সম্পাদনার্থে নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে তাহা যাহাতে সুবোধ্য হয় একেবারে তাহার চেষ্টা বিহিত; তদর্থে একবার অপেক্ষাকৃত কঠিন পদ্য করিয়া পরে স্বয়ং তাহার গদ্যটীকাদ্বারা এক কর্ম্ম দুইবার করিবার আবশ্যক কি? পণ্ডিত মহাশয় প্রথম মূল ও পরে তাহার টীকা করিয়া বৃথা সময় ও কাগজ নষ্ট করিয়াছেন। সাবধানে ও স্পষ্টরূপে এক পদ্য কি গদ্য করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত; তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রথারই অনুসরণ করিতে পারেন; এবং সেই প্রথায় এক গ্রন্থকর্ত্তার পক্ষে মূল শ্লোক ও তাহার টীকা করা নিসিদ্ধ নহে।

২। "মহাভারত। হরিবংশপর্ব্ব। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত মূল ও অনুবাদ। ৪ খণ্ড শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত"। রহস্যের গত খণ্ডে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মহাভারতের অনুবাদ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে; তাহার অঙ্গীভূত এই হরিবংশ-পর্ব্ব সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। ইহার কাগজ অক্ষর ও মুদ্রাকার্য্য কোনমতে ভারতের তুল্য নহে;

ভারত যে প্রকার পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা তাহার সমকক্ষ হইলে অনেকের প্রীতিভাজন হইত। রচনার দৃষ্টান্তচ্ছলে নিম্নস্থ প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করা গেল।

"জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে কি বিধি অবলম্বন দ্বারা মহাত্মা সগরের প্রভূত বিক্রমশালী ষষ্ঠিসহস্রসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন! সগরের দুই ভার্য্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভের দুহিতা। আর কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা। মহতী অসামান্যরূপ-লাবণ্য-সম্পন্না পরমধর্ম্মিণী মহিলা ছিলেন। কেশিনী ও মহতী ইহাঁরা উভয়েই ধর্ম্মনিরতা ছিলেন। নিয়ত ধর্ম্মাচরণদ্বারা ইহাঁদের উভয়েরই পাপ একেবারে বিনষ্ট হয়। মহর্ষি ঔর্ব্ব প্রীতান্তঃকরণে ইহাঁদিগকে এই বর প্রদান করেন যে তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে এক জন প্রার্থনানুসারে ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হইবে ও আর এক জন একটী মাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। যে যাহা ইচ্ছা কর, বর প্রার্থনা কর। তদনুসারে কেশিনী এক বংশধর পুত্র প্রসব করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর কালক্রমে কেশিনীর গর্ভে ও সগরের ঔরসে অসমঞ্জস অর্থাৎ অপ্রতিম এক মহাবল পুত্র প্রসূত হইলেন। ইনিই রাজা পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হয়েন। কথিত আছে, তৎপরে মহতী বীজপূর্ণা এক তুম্বী অর্থাৎ অলাবু প্রসব করিলেন। সেই অলাবুসদৃশ আধারে তিলপ্রমাণ ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা যথাকালে প্রসূত হইয়া কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহারাজ সগর ষষ্টিসহস্রসংখ্যক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের অভ্যন্তরে সেই পুত্রদিগকে নিহিত করিলেন ও তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকের প্রতি এক এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দশ মাস অতীত হইলে সকল পুত্রেরা সেই অলাবু হইতে উত্থিত হইয়া যথাকালে জনকের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই প্রকার সগরপত্নী মহতী গর্ভ ধারণ করিয়া অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন ও ঐ অলাবুর মধ্য হইতে মহারাজের ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিল। সগরের নারায়ণতেজঃপ্রবিষ্ট এই পুত্রদিগের মধ্যে একজন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম পঞ্চজন। মহারাজ পঞ্চজনের ঔরসে অংশুমান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়েন। অংশুমানের দিলীপনামক এক পুত্র হয়েন। ইনি লোকসমাজে খট্টাঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! দিলীপ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বুদ্ধি ও সত্যের প্রভাবে তিন ভুবন অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। দিলীপের দায়াদ মহারাজ ভগীরথ। ইনিই কঠোর তপস্যার বলে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ ভগীরথ দেবরাজ সদৃশ পরাক্রম ও বিপুল কীর্ত্তির আধার ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে কন্যাস্বরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেন। ইহাতেই বংশচিন্তকেরা গঙ্গা দেবীকে ভাগীরথী অর্থাৎ ভগীরথের দুহিতা বলিয়া থাকেন। ভগীরথের পুত্র মহারাজ শ্রুত নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রুতের পুত্র নাভাগ, ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ ইনি সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিৎ। অযুতাজিতের পুত্র যশস্বী ঋতুপর্ণ। আর্ত্তপর্ণি অর্থাৎ ঋতপর্ণের পুত্র, ইহাঁর নাম নলসখ, ইনি দিব্যাক্ষহৃদজ্ঞ ও মহাবলপ্রতাপ মহীপতি ছিলেন। ইহাঁর পুত্র সুদাস, এই রাজা দেব-

৩॥ স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা। শ্রীযাদব চন্দ্র মোদক প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে রচনাচ্যতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহার গল্পেরও তাদৃশ রম্যতা নাই। পরন্তু ইহাতে যে গল্পটী কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; এবং তাহার সত্যতা বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হইবার কারণ দৃষ্ট হয়না। বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সেই গল্পের মর্ম্ম শ্রবণ করিলে অনেকে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন। ঐ মর্ম্ম এই, হুগলী জেলার অন্তঃপাতি সপ্তগ্রামের নিকট ধামাস নামক গ্রামে ষষ্ঠীপুত্র নামা একব্যক্তি মোদক বাস করিত। সে জগন্নাথদর্শনার্থে সস্ত্রীক হইয়া গিয়াছিল। তথাহইতে প্রত্যাগমন-সময়ে তাহার বিশুচিকা রোগ হইলে তাহার স্ত্রি ও সহচর যাত্রীরা তাহাকে পথি মধ্যে ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জনরব করিল যে পথিমধ্যে তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তদনুসারে তাহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতি স্বজন শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর বিষয় বিভাগ করিয়া লয়। তাহার কীয়ৎকাল পরে ষষ্টিপুত্র কটক নগরেএক মোদক-কন্যার পাণিগ্রহন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। এইঘটনা ছয়শত বৎস্যর হইল ঘটিয়াছিল। এই ক্ষণে যদিচ এইরূপ প্রত্যাগমনের কথা শ্রুত হওয়া যায়না; কিন্তু অল্প-সম্বল-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জগন্নাথের পথে এই রূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহার অনেক প্রবাদ আছে; এবং যাঁহারা দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেন তাঁহারা ইহার অনেক প্রমাণও দিতে পারেন। গ্রন্থকারের পরিত্যাগ সময়ের বর্ণনটী তাঁহার রচনায় উৎকৃষ্ট ভাগবলিয়া তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। তদ্যথা--

"পরদিবস রাত্রি প্রহরেক থাকিতে সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "হরিবোল হরিবোল" শব্দে তথা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সত্যবাদির চটী পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে নবোদিত-ভাস্করাকি রণে সকলের মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিলে, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামাভিলাষে সকলে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার উপোভোগে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনারা সকলে ফেলিয়া যান যাবেন কিন্তু আমি কোন ক্রমে পারিব না, যেহেতু অন্য নন পরনন উনি আমার স্বামী আমি উহাঁর স্ত্রী। এই কথায় আর এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল—নাও মেনে তোমার কথা ভাল লাগে না। এপথে কত লোক পেটের সন্তানকে ফেলে রেখে যায়-- তুমি আর স্বামীকে ফেলে যেতে পারনা? স্বামী হলো তো কি হলো। তখন প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পুনরায় কহিল যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই এমন কর্ম্ম করে, যাহাদের জ্ঞান আছে তাহারা কখনই এমন কর্ম্ম করিতে পারে না আমি কথকঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা হন, স্বামী মরিলে যে স্ত্রী, স্বামীর সহগমন করেন সেই স্ত্রী আপনাকে এবং তাঁহার স্বামীকে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া উভয়ে অনন্ত সুখে স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। দেখ সেই জন্য অদ্যাপিও কত কত স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহমরণে গমন করিতেছেন। অতএব আমি কি বলে এমন অসময়ে স্বামীকে পথে ফেলে চলে যাব? আমার কি শরীরে দয়া মায়া নাই? না আমার কিছুমাত্র ধর্ম্ম ভয় নাই? এক দিন অপেক্ষা করে দেখি উনি কেমন থাকেন পরে যাহা হয় তাহাই করিব। এই

কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বক্তা স্ত্রীলোকটী আর কোন উত্তর করিল না। সেবার সেথুয়াঠাকুর কয়েক জন পুরুষযাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন--শুন তোমার স্বামীর লক্ষণ বড় ভাল নয়, যখন তিনটী বার মাত্র দাস্ত হওয়াতেই উহার চোক, মুখ বসে গিয়াছে তখন আর বাচিবার কিছুমাত্র আশা নাই। অতএব তুমি উহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত গমন কর। এই বলিয়া সেথুয়াঠাকুরকে নীরব হইতে দেখিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পর্ব্বের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হয় এক খানি ডুলি ভাড়া করিয়া দেয়, নতুবা অদ্যকার মত সকলে এইস্থানে থাক কল্য আপনারা যাহা বলিবেন আমি তাহার অন্যথা করিব না।

"পুনরুত্তরে সেথুয়াঠাকুর বলিলেন আমরা সত্যবাদির চটীতে থাকিতে যদ্যপি তোমার স্বামীর এরূপ ব্যারাম হইত তাহা হইলে যে কয় দিন গহরী করিতে বলিতে, তাহাই করা যাইত। এ নয় এদিগ্ নয়ওদিগ্, মধ্যস্থলে দুশ, পৌনেদুশ যাত্রী কি প্রকারে নিরাশ্রয়ে থাকিবে, একে এই বর্ষাকাল তাহাতে এখানে দোকানি পসারী নাই, থাকিবার ঘর নাই, কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যাবে না, তবে কি এক জনের জন্য এরা এত লোক অনাহারে গাছতলায় থাকিবে, তাহা কখনই থাকিবেক না। তবে তুমি একা কি প্রকারে থাকিবে আর থাকিয়াই বা কি করিবে? নিকটে গ্রাম নাই যে তথায় লয়েগিয়ে স্বামীর চিকিৎসাদি করাইবে, কাটযুড়ি সত্যবাদি যে দিগে যাও চটী প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। চটী ভিন্ন ডুলি কাহার পাওয়া যাবে না, চটী হইতে ডুলি আনিতে গেলে রাত্রি তক্ষণেও আসা ভার হইবে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন একা থাকা ভাল কিম্বা আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই বলিয়া পথ প্রদর্শক ক্ষান্ত হইলে অন্য একজন যাত্রীপথের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলাতে স্ত্রী স্বভাব বশতঃ প্রথমতঃ সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে দেশের লোকে জানিতে পারে—যে স্বামীকে জীবিতাবস্থায় পথে ফেলে এসেছে সেই চিন্তা মনোমধ্যে বারম্বার উদয়হ ওয়াতে ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থা হইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—তোমরা যে উহাকে ফেলে যেতে বলিতেছ, এই কথা দেশের লোকে শুনে বল্‌বে কি? তখন যে লজ্জায় মরে যেতে হবে, দেশের লোকের নিকট মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠ্‌বে। এমন কর্ম্ম আমিত প্রাণ থাকিতে করিতে পারিব না। এই বলিয়া স্ত্রী লোকটী সহসা রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হায়! এখন আমি কি উপায় করিব? ভাবিয়া যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদিগের ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম তাহারা তো সকলি করিল, পথে আসিয়া এরূপ বিপদে পড়িব, আজ কুক্ষণে রাত্রি পোহাইবে পুর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে চটী হইতে কখনই বাহির হইতাম না, সেই স্থানই কিছদিন থাকিতাম, বরং সেখানে থাকিলে যাহা হয় এক রকম সুবিধা করিতে পারিতাম পথে এসে যে বিষম বিপাকে পড়িলাম, হায়! আমার দশা কি হবে আমি কেমন করে ইহাঁকে দেশে নিয়ে যাব, হে পরমেশ্বর হে জগবন্ধু, হে মধুসূদন, বিপদকালে এদাসীকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"এবম্প্রকার বিলাপ শুনিয়া যাত্রী সম্পদায় মধ্য হইতে এক জন তাঁহার স্বদেশীয় লোক উত্তর করিল। বলি কেবল আমরাই কয়েক জন তোমার দেশেস্থলোক আছিতো? আমরা দেশে গিয়ে যাহা

বলিব দেশের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে তজ্জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি সচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে গমন কর। স্ত্রীলোকটী কহিল আচ্ছা দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন তোমরা কি বলিবে? এইকথা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল। কেন আমরা বলিব পথে ষষ্ঠীপুত্রের ওলাউঠা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে সত্যবাদির চটীতে রাখিয়া দুই দিবস চিকিৎসাদি করাইয়াছিলাম, কিন্তু আরোগ্য হইল না। পরে তাহার কালাকাল হইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে তথা হইতে যাত্রা করি, সেই জন্য আসিতে আমাদের এত বিলম্ব হইয়াছে, নতুবা আমরা আরও দুই দিবস পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতাম। যাত্রীদিগের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ইহাতেই সকলে, মৌনে সম্মতি লক্ষণ অনুমান করিয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইলেন অর্থাৎ এক জন যাত্রী একটী নারিকেল মালায় কিঞ্চিৎ জল, আর তাহার পরিধেয় বস্ত্রে মুটটাক্ চিঁড়ে বান্ধিয়া রাখিয়া আইলে; আর এক জন ষষ্ঠীপুত্রের কঙ্কাল হইতে টাকার গেঁজেটী খুলিয়া তাহার স্ত্রীকে আনিয়া দিল। পরে এই ব্যাপার সমাপ্ত হইলে যাত্রীরা সকলে রোগীর নিকট হইতে নীরবে উঠিয়া চলিল এতদ্দর্শনে উক্ত রমণী অগত্যা সঙ্গি সঙ্গে চলিলেন।

৪। "অকাল কুসুম, অথবা আজমীর রাজতনয়া। শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত"। এই পুস্তক খানির রচনা পূর্ব্ববর্ণিত পুস্তকের বিপরিতী। সে পুস্তকের রচনায় অলঙ্কার প্রায় নাই; ইহাতে যৎপরোনাস্তি প্রচুর। পূর্ব্বটীর ভাষা অশুদ্ধ ও সরলের এক শেষ;শেষটীর পরিশুদ্ধ ও কুটিলের পরাকাষ্ঠা। অশিক্ষিতযে কেহ পূর্ব্বটী পাঠকরিলে বা তাহার পাঠ শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারে; শেষটী সংস্কৃতাভিধানে বিলক্ষণ জ্ঞান না থাকিলে হৃদয়ঙ্গম হইবার উপায় নাই। দিবারাত্র, আলোক অন্ধকার, বা শুক্ল কৃষ্ণ, যেমত পরস্পর বিভিন্ন; লক্ষিত গ্রন্থদ্বয় তদ্রূপ স্বতন্ত্র। পরন্তু উভয়েই বিপরীত ধর্ম্মের চরম অবস্থার অনুসরণ করিয়াছে, "এবং সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" বলিয়া ইহার অন্যতরে প্রকৃত প্রসাদ গুণ লক্ষিত হয়না। মোদকের গ্রন্থ নিতান্ত অনলঙ্কৃত, ও ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ অত্যন্ত সমলঙ্কৃত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন, এবং রচনাচাতুর্য্য তাঁহার যাদৃশ আছে তাদৃশ অন্যত্র অল্প দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রসাদ-গুনাভাবে তাহা মনোরঞ্জক হয় নাই। শব্দের আড়ম্বরে অনেক স্থানে রসের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; ইহার দৃষ্টান্তার্থে আমরা একটী কথার উল্লেখ করিব। এক স্থানে তিনি একটী রমণী লজ্জায় অধোবদনে জুতার অগ্রভাগ দিয়া ধরাপৃষ্ঠ চাপিতেছেন এইকথা লিখিবার সময় জুতা, কি পাদু, কি উপানৎ শব্দ না লিখিয়া প্রায় অচল অনুপদীনা শব্দটী ব্যবহৃত করিয়াছেন, তাহাতে রচনার শ্রবন গাম্ভির্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ শব্দের অর্থ বুট জুতা, আর হিন্দু মহিলা বুট পরিয়াছে বলিলে গম্ভীর্য্য ভাবের উদয় হয় কি হাস্য আইসে তাহা পাঠকবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট করিবেন। এরূপ দোষ অপরাপর স্থানে অনেক আছে। গ্রন্থের বিষয় এই যে কান্যকুব্জের অধিপতি নয়নপালের পুত্র অজয়চন্দ এক অরন্যমধ্যে দৈব এক রমণীকে সার্দ্দুলমুখে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেণ। সেই মহিলা মহারাজ অজমীরাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দুহিতা, ইন্দুমতী। ঐ ঘটনায় উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ জন্মে; কিন্তু ঐ দুই রাজ-পরিবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, সুতরাং পরিণয়ের ভরসা ছিলনা। আজমীরাধিপতি বি-

কানেয়ের রাজকুমারের সহিত পরিণয় সম্বন্ধ নির্ণিত করিলে রাজবালা তাহাতে অসম্মত হন; তাহাতে তাঁহার অজয়চন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়, এবং উভয় বংশে যুদ্ধ হইয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের বিনাশ হয়। রাজবালা এই ঘটনায় জলচ্চিতায় আত্ম সমর্পন করণ, এবং জয়চন্দ্র প্রনয়নী-শোকে আপনিও সেই চিতায় দেহার্পন করিলেন।

এই গল্পের বিষয় অল্প, কিন্তু বাক্যবিন্যাসে ইহার আয়তন বিলক্ষণ পুষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই বাক্যবিন্যাস যে সর্ব্বত্র সমিচীন ইহা বলা যায় না। ব্যোম্ত্রের মৃত্যু বর্ণনায় গ্রন্থকার লেখেন—

খ "অমনি কামিনীর পশ্চাদ্দেশে একটী শব্দ হইল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, আবার সম্মুখেও ভীমরব। তৎক্ষণাৎ বৃহদাকার হিংস্রের পতন, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন—চক্ষুর্দ্বয় ভাস্করের ন্যায় প্রোজ্জ্বল, ঝঞ্ঝাপাততুল্য দশন-বিলোড়ন, সামুদ্রিক ফেন তুল্য লালোদ্গম, উৎসনিসৃত সলিল প্রবাহের ন্যায় রক্ত প্রবাহ—। পথিক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, শার্দ্দূল পঞ্চত্ব পাইতেছে।"

অনত্র্য রাজপুত্র ও রাজবালার কথোপকথন বর্ণনায় তিনি লেখেন—

"যুবরাজ আর নবীনা উভয়ে নির্ভীক তমাল দ্রুমের পরিস্কৃত তলে বসিয়া আছেন। রাজপুত্র অতি স্থির, তাঁহার কর্ণদ্বয় যেন সমাধিযুক্ত, কি শুনিতেছেন। রাজপুত্রীও অতি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন গ্রীবা-দেশ ঈষৎ অবনত করিয়া বদনমণ্ডল ধরাতলের অভিমুখে রাখিয়াছেন। ধরাদেবী যেন সেই সৌন্দর্য্যাকর মুখমণ্ডল বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না, এজন্য যেন মাধ্যাকর্ষণের বৃদ্ধি করিতেছেন। আবার সেই ভুবনমোহন অধরে একটী একটী করিয়া মধুর বাক্য নিঃসৃত হইতেছে। সে বাক্য স্পষ্ট ও পীযুষ-পরিপূর্ণ। তিনি কি বলিতেছেন, আর কি বলিবেন? অকপটে আপনার পরিচয় দিতেছেন।

"পরিচয় সমাপ্তি প্রায়। যুবরাজ সহসা উঠিলেন আবার বসিলেন। তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। শোণিত ধমনীতে বেগে বহিতে লাগিল এতক্ষণ যে, মায়াবিনী আশা তাঁহার হৃদয়াগারের অতিথী হইয়াছিল, কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছিল, সে অতল জলে নিমগ্নহইল। এতক্ষণ যে, তাঁহার চিত্তাম্বরে শীতরশ্মির বিমলজ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহা সন্তাপ কালিমায় অপাবৃত হইল। উঠিলেন, আবার বসিলেন। তৎকালীন ভাবের গোপন জন্য কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলেন। কহিলেন রাত্রিকালে বনভ্রমণ বিপদের কারণ। নির্ভয় থাকুন প্রভাত হইলে আপনাকে পিতৃভবনে রাখিয়া যাইব।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২টাকা। ৬৬ খণ্ড

রহস্য-ব্যঞ্জক উদ্বাহরীতি।

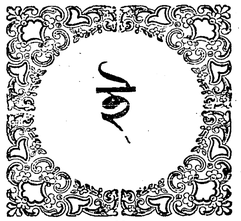

হা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন যে অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য আপনদল ভিন্ন প্রতিবাসী কোন দলের মধ্যহইতে রমণী অপহরণ করিয়া বিবাহ সিদ্ধ করিত, এবং সেই অপহরণ-সময়ে উভয় দলে সঙ্গ্রাম হইত। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে সেই সঙ্গ্রাম কাল্পনিক হয়। পরে তাহা একেবারে রহিত হইয়া সংগ্রাম ও অপহরণের স্থানে আনন্দোৎসব পরিবর্দ্ধিত হয়। পরন্তু পূর্ব্বপ্রথানুসরণের অনুরাগে ঐ সঙ্গ্রামের কিঞ্চিৎ লক্ষণ বহুকাল বর্ত্তমান থাকে। এতদ্দেশে ঐ লক্ষণটী বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়। আশু একথা বলায় কোন কোন পাঠক আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন; পরন্তু ডেলাভাঙ্গার ব্যাপার তাঁহাদের স্মরণপথে উদিত হইলে সে বিরাগ-তিমির অবশ্য তিরোহিত হইবে। নূতন কুটুম্ব বিবাহোপালক্ষে বাটীতে আসিতেছে দেখিয়া স্বজন পরিজন গ্রামস্থ লোকে আনন্দোৎসব করিবে, ও আগন্তুকদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিবে, ইহাই সম্ভব; তদ্বিপরীতে তাহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কদাপি সম্ভবে না; সুতরাং অনুভূত হয় যে ঐ "ডেলাফেলা" প্রাচীন সঙ্গ্রামের অনুকরণমাত্র। কলিকাতায় প্রকৃত ডেলাফেলা শেষ হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজপুতানা-প্রদেশে "তোরণ ভঙ্গ" ও কিঞ্চিৎ যুদ্ধেরও অনুকরণ হইয়াথাকে। আর এতদ্দৃষ্টে বরযাত্রিকেরা যে প্রাচীন যুদ্ধযাত্রির প্রতিনিধি তাহা বলায় অত্যুক্তি হয় না। বরের কর্ণমর্দ্দন যে ঐ যুদ্ধের অঙ্গীভূত তাহা সহসা কথনীয় নহে; পরন্তু তাহা বলায় বিশেষ দূষ্য হইবে না। ইউরোপখণ্ডেও এইরূপ অনেক প্রাচীন লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে একটী বিশেষ-রহস্য-ব্যঞ্জক, তাহা শ্রীমতী মহারাণী বিক্টারিয়ার চতুর্থ কন্যা লুইসের বিবাহোপলক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়াতে এই প্রস্তাব আমাদিগের মনে উদিত হয়। সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে গত মার্চ মাসের ২১সে দিবসে রাজ-কন্যার বিবাহ হইলে পর, যখন বরকন্যা স্বগৃহে যাত্রা করেন তখন পাত্র-কন্যার মঙ্গল-কামনায় দর্শকবৃন্দ সকলে তাহাদিগের প্রতি ছেঁড়া জুতা ফেলিতে লাগিল, এবং অনেক গুলি ঐ জুতা আসিয়া বরকন্যার গাড়ীর মধ্যে পড়িল। এই জুতা ফেলায় কি প্রকারে মঙ্গল ঘটে তাহা আমরা বলিতে অশক্ত। পরন্তু পাঠকগণ অনুমান করিয়া দেখুন, যে দলহইতে কন্যা লইয়া পলা-

ইতেছে তন্নিমিত্ত দ্বেষ করিয়া তাহার প্রতি জুতা ফেলা সম্ভবে কি না?

আমার সম্পত্তি ও স্ত্রী প্রাপ্তি।

আমি মার্কিন-দেশের অরণ্য-প্রদেশে মৃগয়া করিয়া দিন-পাত করিতাম। তখন আমার বয়ঃক্রম অল্প; এপ্রযুক্ত মৃগয়ায় পটু হই নাই। অপর তথাকার মৃগয়া-কার্য্য এতাদৃশ দুষ্কর যে তাহা বহু আয়াসেও সুসিদ্ধ করা কঠিন; অধিকন্তু আমি তৎসময়ে এক ঋদ্ধিমান্ প্রতিবাসীর একমাত্র কন্যার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম; তাহার সঙ্গে পথে ঘাটে কোথায় দেখাহইবে, ও তাহারঅমিয় বাণীতে পুলকিত হইব, এই বাসনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম, মৃগয়ায় কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং আমার অবস্থা তৎকালে অত্যন্ত জঘন্য ছিল। তদবস্থায় যে কেহ আপন কন্যাকে আমাতে সমর্পণ করে এমত সম্ভব নহে। তত্রাপি আমি ঐ কন্যাটীর প্রাপ্তি চিন্তা সর্ব্বদা করিতাম।

কন্যাটীর নাম মেরী। মেরী আমার প্রতি সহৃদয়া ছিল, এবং সেই অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া আমি এক দিবস গিয়া তাহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। পিতা ঐ প্রস্তাবের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া গাত্রোত্থান করত আমার গ্রীবা-বস্ত্র ধরিয়া গৃহস্থ এক বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন "কি দেখিতেছ?' গ্রীবা-বস্ত্রাকর্ষণে আমার বিলক্ষণ যাতনা হইয়াছিল, এবং তাঁহার আচরণে আমি যৎপরো নাস্তি বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু রাগ ও বেদনা সম্বরণ করিয়া কহিলাম, "কেন, আমি আপনাকে দেখিতেছি"।

পিতা। "তোমার বস্ত্র কেমন?"

আমি। "বস্ত্র মলীন বটে, কিন্তু অভদ্র নহে"।

পিতা "কেশ কেমন?"

আমি। "পুরুষের কেশ-বিন্যাস না থাকিলে হানি কি?"

পিতা। "মুখে কত দিন তৈল পড়ে নাই?"

আমি। "আমি তৈলব্যবসায়ী নহি"।

পিতা। "এই মুখে মেরীর কামনা করিস্? তোর তৈল নাই; বস্ত্র নাই; ঘর নাই; গাড়ী নাই; তোর ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার বিষ্ণুপঞ্জর দেখাইয়া কহে যে তোর ঘরে অন্ন নাই। তোর কুক্কুরকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহে তোর শিকার করিবার ক্ষমতা নাই। তোর গৃহকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহে যে তন্মধ্যে রন্ধন-কার্য্য প্রায়ই হয় না। এমন অবস্থায় বোধ হয় মেরীর পাণি প্রার্থনা বাতুলের কার্য্য। আগে সম্পত্তি সঙ্গ্রহ কর্, পরে মেরীর প্রতি দৃষ্টি করিস্"। এই কথা বলিয়া আমাকে সে গৃহ-হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল।

এই অবস্থায় আমার মনে ক্রোধ ও দুঃখ এমত জড়ীভূত হইয়াছিল যে তৎপ্রভাবে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। প্রথম মনে করিলাম যে আমার কৃশ অশ্বটা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আমার অনিষ্ট করিয়াছে; অতএব তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিলাম। কুক্কুরটাকেও দুই চারি ঘা উত্তম মধ্যম দিলাম, কিন্তু তাহার ক্রন্দনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হওয়াতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। গৃহের প্রতিও বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এবং তাহার অঙ্গ ভঙ্গ করা বিধেয় ইহা মনে পুনঃ পুনঃ উচিত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষতল মাত্র অবলম্বন থাকে, এই জ্ঞানের আলোকে তাহা করিতে দিলেক না। অতএব বিষণ্ণবদনে শয্যার প্রতিনিধি-স্বরূপ এক কাষ্ঠ-ফলকে শয়ন করিয়া সমস্ত দিবা-রাত্র অনাহারে কেবল সম্পত্তি লাভের উপায়

আন্দোলন করিতে লাগিলাম। এই দীর্ঘ কালে যে কত প্রকার ভাবনা হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা দুষ্কর; কিন্তু কেবল সুইয়া ভাবিলে সম্পত্তি আইসে না, সুতরাং অপর দিন প্রাতে দেখিলাম যে অপরাপর ভাবনার কারণ রূপশত্রু মধ্যে ক্ষুধা একটী নূতন কারণ আসিয়া অপরাপরের সহায়তা করিতেছে। আর উহা অন্যাপেক্ষা বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ, সে উন্মত্ত হইলে আর সকল শত্রুকে একেবারে নিরস্ত করে। এই বলবৎ শত্রুর পরাজয় না করিয়া অন্য কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া অসাধ্য; কিন্তু ইহার পরাজয়ের অস্ত্র তৎকালে আমার গৃহে কিছুই উপস্থিত ছিল না। তাকহইতে বন্দুক, গুলি, বারুদ, ক্রমে সকল নামাইলাম; কুঠার, ছুরী ও খড়্গও ইতস্তত করিলাম; কিন্তু তাহাতে দুর্দান্ত শত্রু কোনমতে ভীত হইল না; প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া আরও বেদনাদায়ক হইল। অতএব বন্দুক স্কন্ধে লইয়া বনে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম যে দুই একটা হরিণ কি শশক মারিতে পারিলে তাহাই উৎকোচ দিয়া নূতন শত্রুটার মনঃ শান্ত করিব। পরন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে সমস্ত দিবস ভ্রমণের পর এক বৃহৎ জলাশয়ের ধারে একটী রাজহংস মাত্র পাইলাম। সেদিবস তাহা লইয়াই গৃহে আসিলাম; এবং ঐ জলাসয়ে বহুসহস্র হংস দেখিয়া তাহাই আমার ভাবিসম্পত্তির উপায় বলিয়া চিন্তন করিতে লাগিলাম। জলাশয়টী ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে অল্পত দ্বাদশ সহস্র হংস আইসে। একটী প্রশস্ত জাল পাতিলে ঐ সমস্ত হংস একেবারে বদ্ধ হইতে পারে, এবং নগরে এক একটী পক্ষী দুইটাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে অনায়াসে চব্বিশ হাজার টাকা সম্পত্তি হইবে। এই ভাবনা অতীব রম্য বোধ হইল। আনীত হংশটীদ্বারা ক্ষুধার শান্তি ও জলাশয়স্থ দ্বাদশ সহস্র হংশে চত্বারিংশ সহস্র মুদ্রা ও তৎসাহায্যে মেরীর প্রেমলাভ; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? সেই আনন্দ সম্ভোগের সময় আমি ইন্দ্রাপেক্ষা আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলাম। নিদ্রাভিভূত হইলে পরও সেই সুখানুভবের ব্যাঘাত হইল না। ফলে তাহাতে আমি এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে সমস্ত রাত্রি আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত ছিলাম তাহা স্থির বলা দুষ্কর। সে যাহা হউক পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল তাহাদ্বারা প্রচুর শুতালি ক্রয় করিয়া এক বৃহৎ জাল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলাম; এবং তিন দিবারাত্র পরিশ্রমের পর ঐ জাল সম্পন্ন হইলে এক জন প্রতিবাসির নিকটহইতে একখানি শকট ঋণ লইয়া তদুপরি বাগুরা স্থাপন করত জলাশয়ের নিকটে যাত্রা করিলাম। ঐ জলাশয় আমার গৃহের তিন ক্রোশ অন্তরে ছিল। মধ্যাহ্ন-সময়ে তথায় গিয়া দেখিলাম সকলই স্তব্ধভাব, হংসমাত্র তথায় নাই। বোধ করিলাম হংসেরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিবে, এবং সেই আশায় নির্ভর করিয়া বিশিষ্টরূপে বাগুরা বিস্তার করত তাহার বন্ধনরর্জ্জু আপন হস্তে লইয়া মেরীর প্রেমানুধ্যানে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। আহা! সেই ধ্যান কি সরস! কখন ভাবিতেছি মেরী আমাকে কি প্রকার স্নেহ করিবে; কখন তাহার কি কি অপত্য হইবে; সেই অপত্য-স্নেহে আমি কিপ্রকার মুগ্ধ হইব; মেরীকে কত প্রকার বস্ত্র ও অলঙ্কার দিব; তাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করিব; তাহার নিমিত্ত কোন্ প্রকার গাড়ী ক্রয় করা উচিত; ইত্যাদি সংসার-যাত্রার সমস্ত কথা মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং তাহাতে যে কি প্রকারে দিবার অবসান হইল তাহা আমার বোধগম্য হইল না। দিবার শেষ; সন্ধ্যার প্রাক্কাল; এমৎ সময়ে এক ঝটি-

কার শব্দের ন্যায় শন শন শব্দে চকিত হইলাম; এবং নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আগন্তুক রাজহাঁস-পুঞ্জের ছায়ায় সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। অবিলম্বে ঐ হংসসকল জলাশয়ে অবতীর্ণ হইয়া আপন আপন অঙ্গ প্রক্ষালনরূপ ক্রীড়ায় তৎপর হইল; এবং সেই আনন্দোৎসবে এই প্রকার শব্দ করিতে লাগিল যে তাহাতে বধিরও বিরক্ত হইতে পারে। পরন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রণয়িনী মেরীর প্রেমপূর্ণ কল কল ধ্বনির প্রাগাভাষ বোধ হওয়াতে আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ-কাল-বিলম্বে বোধ হইল যে পূর্ব্ব দৃষ্ট সমস্ত দ্বাদশ সহস্র হংস আসিয়া একত্র হইয়াছে, এবং সকলে আমার বাগুরার আয়ত্ত আছে। তখন পাছে আমার হস্তস্থ রজ্জু ছাড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহার অগ্রভাগ আমার কটিদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তাহা আকর্ষণ করিলাম। ঐ আকর্ষণমাত্রে সমস্ত হংস বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইল; কিন্তু জাল তাহাদিগের সকলকে ব্যাপিয়া ছিল, কেহই তাহাহইতে বহির্গত হইতে পারিল না; সুতরাং সকলে ঐ জাল লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। এইব্যাপার এতাদৃশ শীঘ্র ঘটিল যে তখন জালের রজ্জু আমার কটিদেশহইতে বিমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলামনা; অগত্যা আমাকে ঐ পক্ষীদিগের সহিত আকাশে উড়িতে হইল। মেরীর প্রেম তখন একেবারে বিস্মৃত হইলাম; তাহার পিতাকে যৎপরোনাতি অভিসম্পাত করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে জীবনসত্ত্বে আর কখন সম্পত্তির চেষ্টা করিব না: পূর্ব্বকৃত অপরাধসকলের ক্ষালনার্থে ঈশ্বর-নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম; কটির রজ্জু কোন একটী বৃক্ষে নাবাধিয়া কটিতে বন্ধনের মুর্খতার নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিলাম; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। হংসেরা আকাশ-মার্গে গমন করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাদিগের নিম্নে ঝুলিতে লাগিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, মেরীর আর মুখাবলোকন করিব না, এবং একবার মনে করিলাম যে কটিদেশে একখানা ছুরিকা আছে তাহাদ্বারা কটির বন্ধন কার্টিয়াদি; কিন্তু আকাশহইতে ভূমিতে পতন আমার অভ্যস্ত ছিলনা; তাদৃশ প্রথম চেষ্টায় দেহের সমস্ত অস্থিগুলি চূর্ণহইবারই সম্ভাবনা, অতএব তাহা কর্ত্তব্য বোধ হইল না। পক্ষীরা উড়িতেছে, উড়িতেছে, ক্রমিক অবিশ্রান্ত উড়িতেছে, উড়িবার শেষ নাই, এবং আমারও তাহাদের সহিত ঝুলিবার শেষ নাই। হা পরমেশ্বর! এমত দুর্বিপাকেও মনুষ্য পড়ে! আর একটা রজ্জু বান্ধিবার কিঞ্চিৎ ভ্রমের কি এই গুরুতর শাস্তি! কি করি, প্রাণ যায়; তৃষ্ণায় কণ্ঠ ওষ্টাগত; ভয়ে শরীর অবসন্ন; ক্লেশে দেহ জর্জরীভূত। অন্ধকার রাত্রিতে কিছুই দৃষ্ট হয় না; সকলই তিমিরময়, এবং পরিত্রাণের কণামাত্র উপায় অনুপস্থিত। এমত সময়ে বোধ হইল যেন আমার দেহ একটা বৃক্ষে ঠেকিয়াছে; তৎপরেই জানিলাম যে জালও তাহাতে লগ্ন হইয়াছে, এবং হংসসকল ছটপট করিয়া বৃক্ষের উপর পড়িতেছে। তখন ভাবিলাম মেরীর অনুরাগে এই যাত্রা রক্ষা পাইলাম; এবং অবিলম্বে কটির রজ্জু বৃক্ষের একশাখায় বান্ধিয়া আপনার নিষ্কৃতি করিয়া প্রথমে মনে করিলাম যে বৃক্ষহইতে অবতরণ করি; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট হয় না; এবং ঐ সময়ে ভূমিতে আসিবার কোন ফল নাই; সুতরাং বৃক্ষের কাণ্ডাগ্রে একটা প্রসস্তস্থানে বসিয়া রাত্রিযাপনের কল্পনা করিলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে তথায় বসিবামাত্র সেই স্থানটা ভগ্ন হইল, এবং আমি সেই ভগ্ন স্থান দিয়া একটা কুপসদৃশ কোটর-মধ্যে পড়িলাম, এবং তথায় কোন আঠাবিশিষ্ট ঘন দ্রব দ্রব্যে

গলদেশপর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা মধু। বহুকাল ঐ কোটরে মধুমক্ষিকারা তাহাদের মধুস্থ চক্রনির্ম্মাণ করত মধু সঞ্চিত করিয়াছিল; পরে কোন কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে; প্রচুর মধু সঞ্চিত রহিয়াছে। অন্য সময়ে অপর্য্যাপ্ত মধু পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম বটে; কিন্তু তৎকালে তাহা কোনমতে সুমধুর বোধ হইল না। গলদেশপর্য্যন্ত মধুর হ্রদে কেহ নিমজ্জিত থাকিতে ইচ্ছা করেনা, আর তাহাহইতে উত্থান শক্তি না থাকিলে সে মধু কি প্রকার গরল বোধ হয়, তাহা শ্রোতারা অনুভূত করিতে পারেন। কোটরের পরিসর অল্প, গভীরতা অধিক, এবং গাত্র এতাদৃশ মসৃণ যে তাহা ধরিয়া উঠিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। কিয়ৎকাল চীৎকার করিলাম; কিন্তু সেই অরণ্যে আমার চিৎকার-শ্রবণক্ষম কেহ ছিল না, এবং কদাপিকেহ যে সেখানে আসিবেক তাহারও সম্ভাবনামাত্র ছিল না। জীবমধ্যে কেবল হংসেরা বৃক্ষোপরি ছিল, এবং তাহারা আমার চীৎকার-শ্রবণে যেন হর্ষিত হইয়া আমার প্রতি অবহাসের শব্দ করিতে লাগিল। হা ভগবন্! এ কি ভয়ানক বিপদ্, জীবন্ত মধুতে প্রোথিত হইলাম! দীর্ঘকাল ত্রই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বোধ হইল যেন কোটরের ঊর্দ্ধভাগ হইতে আলোক আসিতে লাগিল; জ্ঞান হইল যেন মধ্যরাত্রির পর চন্দ্রোদয়ের জ্যোৎস্না আসিতেছে; পরন্তু আমার সেই অবস্থায় চন্দ্র,সূর্য্য,জ্যোৎস্না,অন্ধকার,সকলই বিফল কিছুতেই আনন্দোদ্ভব হইবার নহে। আশা নাই; ভরসা নাই; আসন্ন মৃত্যু; এবং সেই মৃত্যুই বা কি ভয়ানক? এই ভাবিতেছি, এমত সময়ে বোধ হইল যেন কেহ কোটরের দ্বার অবরুদ্ধ করিল। অবিলম্বে এক ভীষণ লোমশ পদ কোটর-মধ্যে আলম্বিত হইল। সেই পদ কাহার তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু মনে করিলাম উহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে তাহা ধারণ করিলাম, এবং তাহা ধরিবামাত্র বোধ হইল যেন কেহ আমাকে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ সেই পদের আকর্ষণে আমার হস্ত কোটরের ধারে আসিল, এবং তাহা ধৃত করিয়া আমি সবেগে উত্থান করিয়া কোটরহইতে বহির্গত হইলাম। অন্যসময়ে এই পরিত্রাণ বিশেষ আনন্দজনক,হইত,সন্দেহ নাই,কিন্তু তৎকালে তাহা অত্যন্ত ভয়ানক বোধ হইল। কোটরস্থ মধুর লোভে একটা ভীষণকায় ভল্লুক তথায় আসিয়া তাহার পশ্চাদ পাদ কোটরমধ্যে দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতেছিল, আমি তাহার পদধারণ করাতে সে ঐ পদ টানিয়া লয়; আমিও তাহার সাহায্যে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি। কিন্তু ভল্লুক তৎকালে তথায় বর্ত্তমান; পুনরায় কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিবার মনন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে মেরীর পিতাকে পুনরায় একবার অভিশপ্ত করিলাম; এবং তাহার প্রেমে মানসিকজলাঞ্জলি দিলাম; কিন্তু তাহাতে ভল্লুক তাড়াইবার কোন উপায় হইল না। এদিগে বিলম্বের সময় নাই, ক্ষণমাত্রে ভল্লুক আমারদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাকে বিনষ্ট করিবে; অতএব পূর্ব্ব পশ্চাৎ কিছুমাত্র নাভাবিয়া ভল্লুকের পৃষ্ঠদেশে এক ধাক্কা মারিলাম। সে নিরবলম্বনে বসিয়াছিল, ঐ ধাক্কায় উল্টিয়া পড়িল, এবং বৃক্ষতলে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, বৃক্ষ অত্যন্ত উচ্চ, এবং যেখানে আমি উপবিষ্ট আছি তথাহইতে তলদেশ বিংশতি হস্তেরও অধিক হইবেক; ঐ উচ্চস্থানাহইতে পতনে ভল্লুকের পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে মন স্থির হইল, এবং এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম এমত বিশ্বাস হইল অপিতু সেই বিশ্বাসের এমতই মাহাত্ম্য যে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলাম, এবং মেরীর মোহনী

মূর্ত্তি মনে উদিত হইল; এবং তাহার ধ্যানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে দেখিলাম, হংসসকল আবদ্ধ রহিয়াছে, ভল্লূক মৃত হইয়াছে, এবং বৃক্ষকাণ্ডে শাখাপ্রশাখা এত আছে যে তাহার সাহায্যে অবতরণ করা সোপানদ্বারা অবতরণের সদৃশ সুসাধ্য। এই প্রকারে দুঃখের নিশাবসানে শুখের দিবস উদিত হইল। বৃক্ষটী জলাশয়ের অনতিদূরে স্থিত, তাহার তটে যে স্থানে শকট রাখিয়াছিলাম, তথায়ই তাহা রহিয়াছে, ও তাহাতে যোজিত অশ্ব খাদ্যাভাবে শিরশ্চালন এবং মধ্যে২ সম্মুখস্থ তৃণ দুই একটী চর্ব্বণ করিতেছে। অতঃপর বৃক্ষহইতে অবতরণ করিয়া শকটখানি নিকটে আনিলাম; হংস গুলি তাহাতে রাখিয়া ৪—৫ বারে তৎসমুদায় গৃহসাত করিলাম। ভল্লূকের শবও গৃহে আনিয়া তাহার মাংস লবণাক্ত করিলাম; ও তাহার মেদ ও হংস বিক্রয় করিলাম। তৎপরে কএকটী পীপা সঙ্গ্রহ করিয়া বৃক্ষ-কোটরহইতে সমুদায় মধু আনয়ন করত তদ্বিক্রয়দ্বারাও বিলক্ষণ অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। সেই অর্থে আদৌ সুচারু বস্ত্র ক্রয় করিয়া শরীর আবৃত করা, অশ্বকে প্রচুর খাদ্য দেওয়া, গৃহ সুসজ্জীভূত করা, ক্ষণকালের কার্য্য; তাহা সিদ্ধ হইলে মেরীর চিন্তা বলবতী হইল। তখন শ্রুত হইলাম যে মেরীর পিতা তাহার আবাসস্থান আমার এক প্রতিবাসীর নিকট বন্ধক দিয়াছিল; অর্থাভাবে সে সেই ঋণ পরিশোধিত করিতে পারে নাই। তৎক্ষণাৎ আমি সেই খত ক্রয় করণানন্তর তাহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি আমার প্রতিবাসীর নিকটহইতে অর্থ ঋণ লইয়াছ?

সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "তাহাতে তোর কি?"

আমি কহিলাম, এমত কিছূ নহে কেবল তোমার এই বন্ধকী বাটী আমার লইবার ইচ্ছা, অতএব হয় টাকা দেহ, নচেৎ বাটী ছাড়িয়া-দেহ।

সে কহিল, "আমি টাকা দী, বা নাদী, তাহাতে তোর কি? তুই কি তাহার খাজনা আদায়ের সরকার?"

আমি খতদেয়াইয়া কহিলাম, এই খত চেন? ইহার পিঠে কি লেখা আছে দেখ।

ঐ খত আমাকে বিক্রীত করা হইয়াছে এই লিপি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, এবং তাহাতেই তাহার পূর্ব্ব উগ্রভাবের একেবারে তিরোধান হইল। তখন মৃদুস্বরে, কোমলভাবে, সসম্ভ্রমে আমাকে উপবেশন করিতে আহ্বান করিয়া সে কহিল, "তুমি আমার বহুকালের প্রতিবাসী, এবং আমার মেরীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলে; আমার প্রতি তোমার কাঠিন্য প্রকাশ করা বিহিত নহে। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিলে আমি তোমার ঋণ পরিশোধিত করিব"।

আমি কহিলাম, "না আমার বিলম্বের অবকাশ নাই। হয় এই দণ্ডে টাকাদেহ; নচেৎ বাটী ছাড়িয়া দেহ"।

এই প্রকার বাদানুবাদের পর সে অনুনয়ে বিনয়ে তাহার কন্যার পানিগ্রহণার্থে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, এবং আমিও যে তাহাতে আন্তরিক আগ্রহী ছিলাম ইহা বলা বাহুল্য; ফলে সেই দিবসেই আমি মেরীর পানিগ্রহণ করিয়া সকল ক্লেশের শান্তি করিলাম।

ব্যাঘ্র মৎস্য।

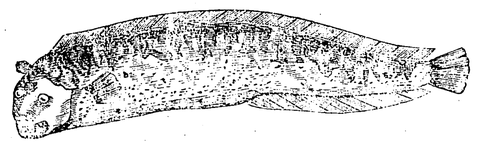

উপরে যে মৎস্যের চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা কোন মতে সুদৃশ্য নহে। উহার আঠাবিশিষ্ট-ম্লান-হরিদ্বর্ণ গাত্র, ক্রূর দৃষ্টি, কদর্য্য মুখ, ও দুর্দ্ধর্ষ স্বভাব, কোন মতে উহাকে মনুষ্যের প্রিয় করিতে পারে না; এবং উহা বিশেষ সুখাদ্য বলিয়াও গণ্য নহে। পরন্তু ইহার অদ্ভুত দন্তপঙ্ক্তি-দৃষ্টে ইহাকে সকলেই পরমাশ্চর্য্য জীব বলিয়া গণ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা মুখ ব্যাদান করিলে ঐ দন্তপঙ্ক্তি গুলি অবিকল ব্যাঘ্র-দন্তের সদৃশ বোধ হয়; এবং তদ্ধেতুক এই মৎস্য তাহার বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মস্তকের চিত্রপ্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে যে ব্যাঘ্রের ন্যায় ইহার হনুর উপর যে দন্তআছে তদ্ভিন্ন ইহার তালুতে প্রতিপার্শ্বে দুই পঁক্তি অতি স্থূল দৃঢ় চর্ব্বণদন্ত আছে, তাহার সাহায্যে এই মৎস্য চিঙ্গড়ী, কর্কটী, শম্বূকাদি দৃঢ়কাযবিশিষ্ট

ব্যাঘ্র মৎস্যের মস্তক।

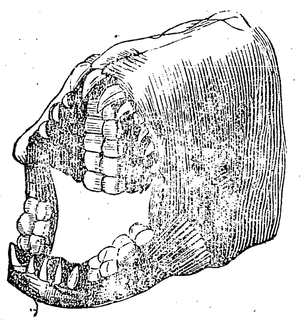

জীবদিগকে অনায়াসে চর্ব্বিত করিয়া আপন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। জগৎপাতা এই মৎস্যকে উক্ত জীবাবলম্বনে দেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন; এবং তৎকর্ম্ম অনায়াসে সাধনার্থে ইহার দন্তও তদুপযুক্ত হইয়াছে। এই মৎস্য চারি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইহার বলও প্রভূত; কোন ক্রমে ইহাকে জাল বা হাতসূতাদ্বারা ধৃত করিলে ইহা সেই বলপ্রয়োগের কোন মতে ক্রটি করে না; এবং যে কেহ নিকটস্থ হয় তাহাকে দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে বিলক্ষণ চেষ্টাকরে। অধিকন্তু সে চেষ্টাও প্রায় ব্যর্থ হয় না। স্বভাবতঃ এই মৎস্য গভীর সমুদ্রে বাস করে, কেবল অণ্ডপ্রসবকরণ-সময়ে জ্যৈষ্ঠ্যমাসে তটের নিকট আইসে। ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং তাহার সাহায্যে ইহা ইচ্ছামাত্র যে কোন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধৃত করিতে পারে।

প্লেতোর জীবন চরীত।

গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেতিসের জীবন বৃত্তান্তে তদীয় শিষ্য বিখ্যাত পণ্ডিতবর প্লেতোর উল্লেখ আছে; অধুনা তাঁহার জীবন চরিত বিবরণ সাধারণের পাঠোপযোগি বিবেচনা করিয়া সঙ্ক্ষেপে তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খ্রীষ্টীয়াব্দের ৪২৮ বৎসর-পূর্ব্বে এমনস্-নগরে প্লেতো জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আরিষ্টন্ অতিসম্ভ্রান্ত ও সুবিখ্যাত কোতরস-বংশে উৎপন্ন হন। তদীয় জননী সুপ্রশিদ্ধ গ্রীসীয়-ব্যবহার-বেত্তা মোলতের বংশোদ্ভবা ছিলেন। প্লেতো এইরূপ উত্তম কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যাজ্যোতি দ্বারা পিতৃমাতৃ উভয় কুলকে প্রোজ্জল

করিয়াছেন। বাল্যাবস্থায় তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। প্রখর-বুদ্ধি-প্রতাপে তিনি শৈশব কালেই সুন্দর কবিতা রচনা করিতেপারিতেন। বিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সক্রেতিসের শিষ্য হইয়া তদীয় উপদেশানুযায়িক দর্শন-শাস্ত্র-অভ্যাসে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং সুন্দর মেধা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম প্রভাবে অল্পকালমধ্যে ঐ পণ্ডিতের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। প্রায় দশ বৎসর কাল গুরু-সহবাসে অতিবাহিত করিয়া তিনি তদীয় উপদেশসমূহ সঙ্গ্রহ করেন। পরিশেষে তদীয় কারাবদ্ধাবস্থায় তিনি পরমাত্মার চিরস্থায়িত্বের বিষয় যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন প্লেতো তৎসমুদায় সঙ্কলন করিয়া রাখেন।

সক্রেতিসের মৃত্যুর পর প্লেতো বিদ্যার্থী হইয়া মারগারা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে গমন করিয়া পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উক্লিদের নিকট তৎকৃত ক্ষেত্র-তত্ব পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে সাইপ্রস ইজিপ্ত এবং ইতালীর দক্ষিণাংশ পরিভ্রমণানন্তর বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বহুকালের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এমনস্-নগরে উপনীত হইয়া স্বদেশীয়দিগের উৎকর্ষ-বিধানে যত্নবান্ হইলেন। 'একেদেমিয়া' নাম্নী ক্ষুদ্র পল্লীস্থিত তালবৃক্ষোৎপবনে উপস্থিত হইয়া তিনি এমনীয়যুবকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাহাতেতাঁহার বিদ্যাজ্যোতিঃ ও যশোরাশি দিন দিন দেশ-বিদেশে বিস্তারিত হইতে লাগিল; এবং শিষ্যগণ তদীয় মুখ-বিনির্গত উপদেশ-সমূহ-শ্রবণ-লালসায় দূরদেশহইতে আগমন করিতে লাগিল। অধিকন্তু স্ত্রীজাতিরাও বিদ্যা-লাভে সমুতৎসুক হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগমন করিতেন। এইরূপে দেশ-বিদেশহইতে বহুসঙ্খ্যক যুবক আগত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে দলবদ্ধ হইল। তথা তাঁহার সদুপদেশ ও যত্নে বিদ্যার্থিগণ শীঘ্রই কৃতবিদ্য হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে আরিস্তো ও দিমস্থিনিস্ অতীব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বদেশীয়দিগের বিদ্যানুরাগ ও শ্রীবৃদ্ধি করিবার মানসে তিনি সাতিশয় তৎপর ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ বিষয়ের উৎসাহের নিমিত্ত, এমন কি তিনি স্বীয় বাটীর অভ্যন্তরে মুর্খ ব্যক্তিদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন, এবং এই অভিপ্রায়ে তদীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ক্ষেত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে এক বীজক লিখিয়াছিলেন। আশু এই কার্য্যটী অভদ্র অতিগর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে তিনি ঐ কর্ম্মে রত হইয়াছিলেন তাহা অতি মহৎ ও উৎকৃষ্ট; অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগকে বিদ্যাভ্যাসে উত্তেজনা করাই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

চত্বারিংশৎবৎসর বয়ঃক্রম কালে প্লেতো সিসিলি দ্বীপেউপনীত হইয়াতদীয় সম্রাট্দায়োনিসসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরন্তু তদীয় রাজ্য-সম্বন্ধে স্বীয়স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করাতে সেই নির্দ্দয় ভূপতি ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড করিতে কৃতকঙ্কল্প হন, কিন্তু প্লেতো পরমপ্রিয়র বান্ধব দিয় নের সাহার্য্যে, ঐ ঘোরতর বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নরাধিপের মৃত্যুর পর প্লেতো সিসিলি দ্বীপে বারদ্বয় গমন করেন, এবং অতিসমাদরে ও সম্মানের সহিত তথায় অভ্যর্থনা কৃত হইয়াছিলেন। প্লেতো জীবনাবধি বিবাহ করেন নাই, এবং তজ্জন্য

কোন সময়েই নিযুক্ত ছিলেন না; কেবল বিদ্যাভ্যাসে ও শাস্ত্রালোচনায় সতত কালযাপন করিতেন। বিদ্যাভ্যাস করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। উহার চিন্তায় তিনি এরূপ মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার মুখশ্রী অবলোকন করিলে তাঁহাকে সতত চিন্তাকুল বোধ হইত।

প্লেতো যে সকল দর্শন-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গ্রীসদেশীয় সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্র-মধ্যে এক এক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঐ গ্রন্থসকল প্রশ্নোত্তরে লিখিত; উহাদের রচনা প্রাঞ্জল ও অতীব মনোহর; বিশেষতঃ দর্শন-শাস্ত্রমধ্যে তিনি কবিত্বের লালিত্য-প্রয়োগ করিয়া এক চমৎকার রচনা প্রকাশ করেন। রসহীন কঠিন শব্দের পরিবর্ত্তে তিনি সুললিত মনোহর শব্দসমূহ দর্শন-শাস্ত্রমধ্যে ব্যবহার করিয়া রচনার মনোহারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য তাহা সকলের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমর্সন্ সাহেব উক্ত দর্শন-শাস্ত্র উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রকারেরা দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্লেতোর দর্শন-শাস্ত্রের অনুকরণমাত্র। প্লেতোও আপন দর্শনশাস্ত্র-মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মত সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু উহাতে ন্যায়পদার্থ ও নীতিবিষয়ক উপদেশসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সক্রেতিসের ব্যাপদেশ-নামক পুস্তকে তদীয় সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও নীতি-গর্ভ উপদেশসমূহ প্রকটন করিয়া ঐ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন"। দর্শনশাস্ত্র তিনি অংশএযে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ন্যায়, পদার্থ, ও ধর্ম্মশাস্ত্র। মানবদিগের দেহ বিনষ্ট হইলে তদীয় আত্মা যে অনন্তকাল জীবিত থাকে তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন, এবং তদীয় গুরু সক্রেতিসের ন্যায় বিবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া উহা সপ্রমাণ করেন খ্রীষ্টীয় শকের ৩৪৭ বৎসর-পূর্ব্বে তিনি মানব-লীলা সংবৃত করেন। তাঁহার স্মরণার্থক চিহ্ন স্বরূপ তদ্দেশবাসীরা বহুকালাবধি তদীয়-জন্ম দিবসোপলক্ষে এক মহোৎসব করিত।

অদ্ভুত কাঁঠাল বা রোটিকাফল।

তা পর পৃষ্ঠে যে কাঁঠালের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল, তাহা স্থির সমুদ্রের দ্বীপে প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়,এবং তথায় তাহা মনুষ্যের জীবনাবলম্বন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্ত ইউরোপিয়েরা ইহাকে "ব্রেড্ফ্রুট" বা রোটিকাফল সঞ্জ্ঞায় বিধান করেন। ফলতঃ ইহা স্থিরসামুদ্রিক-মনুষ্যদিগের রোটিকা বটে, এবং ইহার অবলম্বনে তাহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহার বৃক্ষ এতদ্দেশীয় কাঁঠাল-বৃক্ষের তুল্য বৃহৎ, কিন্তু ইহার পত্র তাদৃশ নহে। ইহার ফল মনুষ্যমস্তকের সদৃশ বৃহৎ, এবং তাদৃশ গোলাকার। এতদ্দেশীয় কাঁঠালের ন্যায় ঐ ফলের গাত্র কণ্টকবিশিষ্ট, এবং তরুণাবস্থায় হরিৎ ও পরিপক্কাবস্থায় পীতবর্ণ হইয়া থাকে। ইহার শষ্যও পীতবর্ণ; পরন্তু উহা কোষের সদৃশ নাহইয়া গোলআলুর শষ্যেরন্যায় বোধহয়। সুপক্ক হইলে এই শষ্য অত্যন্ত অখাদ্য-মিষ্ট হয়; এই নিমিত্ত লোকে ইহা পক্কহইবার প্রাক্কালে বৃক্ষহইতে সঞ্চিত করে, এবং আস্ত ফল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার শষ্য ভক্ষণ করে;

তদবস্থায় উহা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া গণ্য, এবং আস্বাদ বিলাতি রোটিকার তুল্য। বৎসরের আট মাস ইহা বৃক্ষেপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর চারিমাসের নিমিত্ত উহা আতপ-তাপে শুষ্ককরিয়া অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে এই ফলের কোন বিকৃতি হয় না। দগ্ধীকৃত ফল এক-মাসকাল সুখ্যাদ্য থাকে।

অপর এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বৃক্ষের ত্বক্ সূত্রে পরিপূর্ণ, সেই সূত্রে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার কাষ্ঠেও গৃহাদিনির্ম্মাণার্থে বিশেষ উপযুক্ত। অধিকন্তু ইহার শাখা রোপিত করিলেই অনায়াসে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, অতএব জগৎপাতা এই এক বৃক্ষই সামুদ্রিক ব্যক্তিদিগের সকল প্রয়োজনের আনুকূল্য-সাধক করিয়াছেন বলিলে বলা যায়।

এতদ্দেশীয় কাঁঠালের কাষ্ঠ অনেক অংশে মেহগিনীকাষ্ঠে তুল্য, এবং গৃহসজ্জাদি-নির্ম্মাণার্থে প্রয়োজনীয়; পরন্তু তাহা কড়িকাষ্ঠের যোগ্য নহে। অপর আমাদিগের কাঁঠাল-বৃক্ষের ত্বকে বস্ত্রনির্ম্মাণোপযুক্ত সূত্র নাই, এবং তাহার শাখা প্রোথিত করিলে নূতন বৃক্ষ জন্মেনা; প্রত্যুত অন্য বৃক্ষের ন্যায় তাহার কমল ও হয় না, ফলে সর্ব্বমত প্রকারে প্রস্তাবিত কাঁঠাল আমাদিগের কাঁঠাল হইতে উৎকৃষ্ট।

কলিকাতার কএক ব্যক্তি এই ফলের বৃক্ষ রোপিত করিয়াছিলেন এবং বৃক্ষও সবল হইয়া-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিল, কিন্তু তাহাতে ফল উৎপন্ন হয় নাই।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

রিপুবিহার। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত"। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমরা পরম প্রীতির সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা যে কবিতা-রসানুরাগীদিগের আনন্দবর্দ্ধনের উপযুক্ত তাহা অনায়াসে-স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয় গ্রন্থ-কার পদ্যরচনায় নূতন ব্রতী, এবং তৎপ্রযুক্ত তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে অলঙ্কার ও ভাবের দোষ লক্ষিত হইতে পারে; পরন্তু নিশাকরমণ্ডলেও কলঙ্ক লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব তৎপ্রযুক্ত ইহার পাঠে কোন বিশেষ বিদ্বেষের কারণ ঘটে না। উত্তমতা ও অধমতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; কৃষ্ণ ও গৌরের ন্যায় কোন পদার্থ একেবারে উত্তম কি অধম হয় না; বিভিন্ন গ্রন্থের পরস্পর তুলনায় উত্তমাধমতার নিরূপণ হয়, এবং সেই তুলেপরিমিত করিলে এই নূতন কাব্য কোনমতে নিন্দার যোগ্য হইবেনা, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতে কোন মতে কুণ্ঠ হইতেছিনা। ইহা তিলোত্তমা কি মেঘনাদবধ কি পদ্মিনী প্রভৃতি বাঙ্গালী মহা-কাব্যের সহিত তুল্য হইবার প্রায়াস করে না, সুতরাং তাহাদের সহিত তুলনীয় ও নহে। পরন্তু যে অভিপ্রায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যে পদের ইহা প্রত্যাশী সর্ব্বতোভাবে ইহা তাহার যোগ্য; অতএব আমরা ইহার অনুমোদন করিতেছি। অপিচ আমাদিগের অনুমোদন কি পর্য্যন্ত যোগ্য তৎপ্রমাণার্থে মদ্যপানের দোষোদ্‌ঘোষণরূপ কবিতাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; পাঠকবৃন্দ তৎপাঠে আমাদিগের বিবেচনার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারিবেন।

১

হইল জীবের বপু, রিপুর আবাস।
জ্ঞান বিনিময়ে সদা, ভ্রমের আভাস॥
মোহিত হইল মন, কামের মায়ায়।
পশিল পলাশে অলি, মধুর আশায়॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

২

কোথা জ্ঞান,—কোথা গেলে, বল এ সময়।
তোমার পালিত নর, পাপে হয় ক্ষয়॥
পুন কি হে ব্রহ্মলোকে, করেছ প্রয়াণ।
রিপু-সহবাস ভাবি, বিষের সমান॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৩

যদি তাহা সত্য হয়, কে মনেতে গেলে।
সুশীলা "সুমতি" সতী, রিপু-করে ফেলে॥
যদি বল শম দম, করিবে রক্ষণ।
কিরূপে পারিবে তারা, কিশোর দুজন॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৪

প্রথমে যখন তারা, এখানে আইল।
রিপুতঙ্কে দেহি-দেহে, পশিতে নারিল॥
সাহসী হইয়া দোঁহে, তব আগমনে।
প্রবেশি শাসিল পরে, বলী রিপুগণে॥

বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৫

তোমায় না দেখি এবে, উচাটন হবে।
রিপুর বিপুল দাপে, সভয়েতে রবে॥
আর কি করিবে তারা, বিজয় প্রয়াস।
হয় 'ত' ত্বরিত হবে, দুজনার নাশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৬

বিরক্ত হইয়া যদি, "সুমতির" প্রতি।
ছেড়ে থাক সহবাস, মনোদুখে অতি॥
সময়েতে উপদেশ, কেন নাহি দিলে।
সরলারে চিরদুখে, তুমি 'ত' ফেলিলে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাবে যাহে, একেবারে যায়॥

৭

যদি তুমি গোপনেতে, থাক এই খানে।
(কিন্তু এই কথা মম, মনে নাহি মানে॥)
তুমি জ্ঞান তোমার কি, এই ভাব সাজে।
হাসিবে এ কথা শুনি, সুরের সমাজে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৮

শম দম কেন দোঁহে, নিস্তেজ হইলে।
না বুঝিয়া পরিণাম, বিপদে পড়িলে॥
চিনিয়াও না করিলে, রিপু-প্রতীকার।
তাই 'ত' অরাতি-বল, হইল প্রচার॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৯

যদি বল জননীর, আদরের জনে।
করিবে অমতে তাঁর, শাসন কেমন॥
রিপুর চাতুরী যত, বলিতে বিশেষ।
কামে কি আর হইত করুণার লেশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

১০

এখন ভীষণ ভাব, ধর এক বার।
স্ববলে সাধন কর, শত্রুর সংহার॥
তোমরা শূরের পুত্র, বীর দুই জন।
কেন যে গোপনে আছ, না বুঝি কারণ॥
বাড়িল, মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥